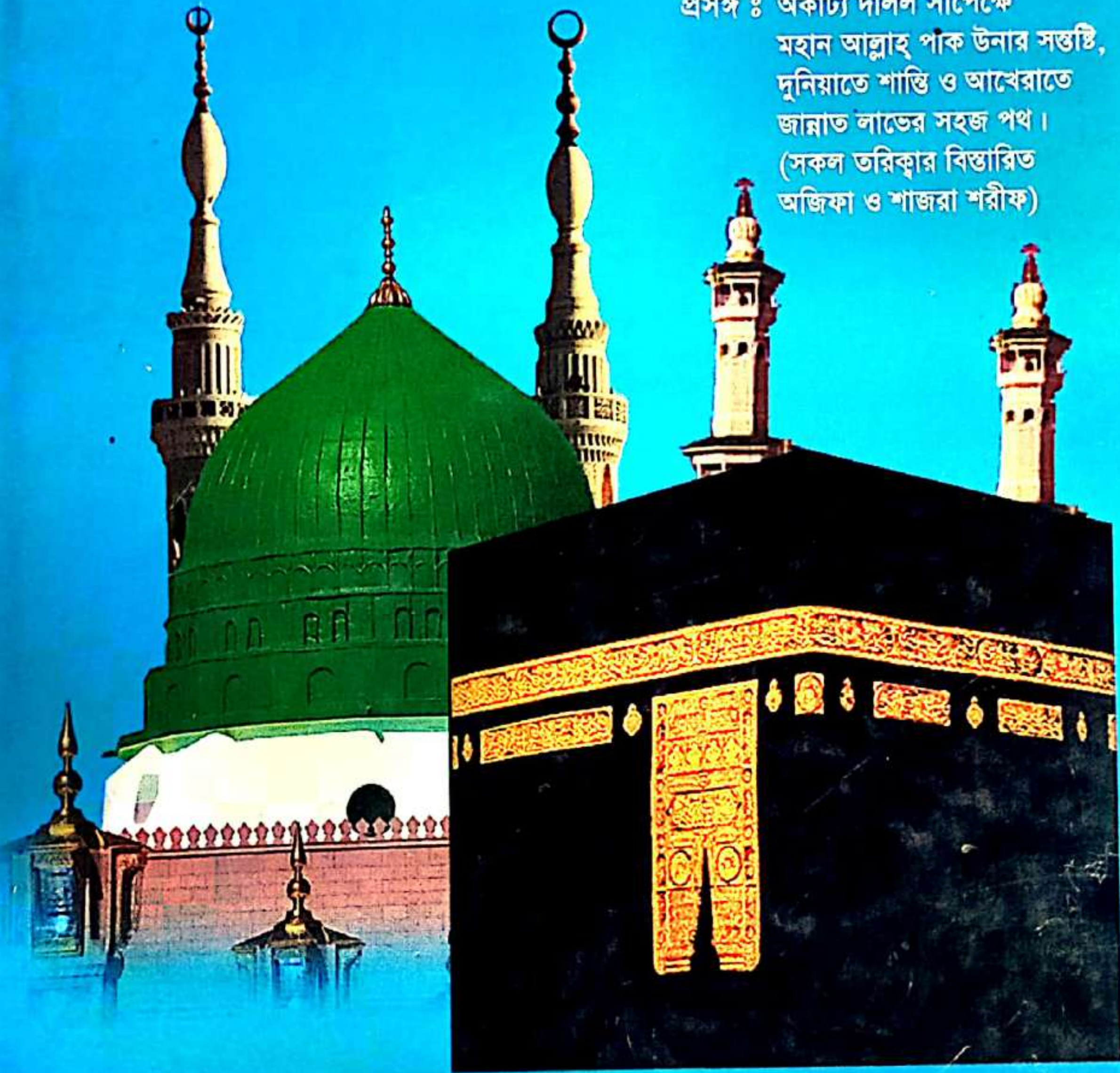
بسم الله الرحمن الرحيم

হক্ব অলী আউলিয়া তথা

হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত
বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১৪তম খন্ড



অলিয়ে কামিল-মুকাম্মিল

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির

আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি

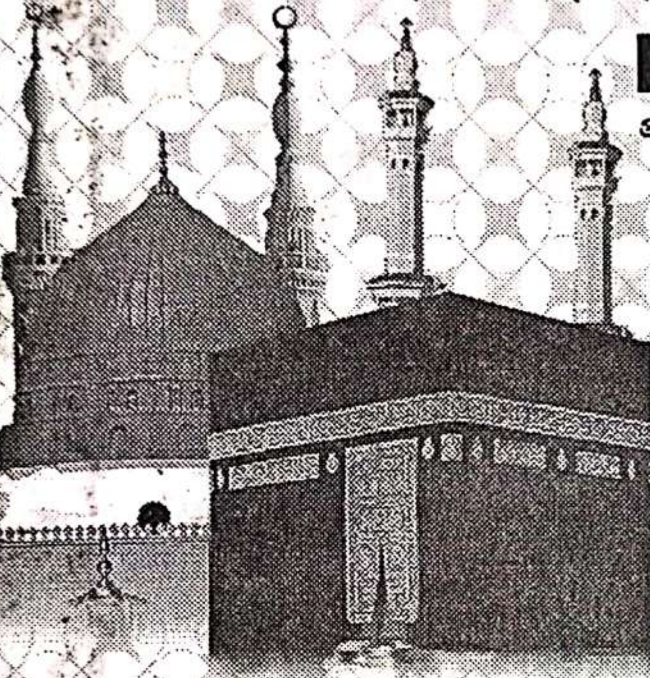
সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র, মস্জিদে কু'বা- কলেজ রোড, বগুড়া।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা

হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ

পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্



১৪তম খন্ড

প্রসঙ্গ ঃ অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মহান আল্লাহ্ পাক উনার সন্তুষ্টি, দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে জান্নাত লাভের সহজ পথ। (সকল তরিক্বার বিস্তারিত অজিফা ও শাজরা শরীফ)

সংকলনেঃ

সাংবাদিক প্রতিনিধি- সকল গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট, ইন্টারনেটে সমগ্র বিশ্বে তাফসীরকারক, ক্বেরাত ও বক্তৃতায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক- অলিয়ে কামিল-মুকাম্মিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির

আলহাজ্ব ড. মুফ্তী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি

ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ স্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ স্ট্যান্ড), পেশ ইমাম ও খতীব, মস্জিদে কু'বা, কলেজ রোড, বগুড়া, কেন্দ্রীয় সভাপতি, মুফতী বোর্ড খেলাফত কায়েম ও গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা মহানগরী। নবী, সাহাবী ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, ইসলামের ছদ্মবেশ হুজুরপাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকরী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী অলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, আমশহর, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া, করটিয়া, সোনাকান্দা, আওলাদে রসূল উনার দরবারসহ সিদ্দীকিয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মস্জিদে কু'বার এবং মুহম্মদীয়া সিদ্দীকিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা ও এতীমখানা এবং সুন্নতি জামে মস্জিদ তারাকুল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট, সকল মুসল্লিগণ ও সকল হক্ব অলী আওলীয়া এবং উনার লক্ষ লক্ষ ভক্তদের পক্ষে - লেখক।

(ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দীকিয়া দরবার ও টাঙ্গাইল করটিয়া আহমদাবাদ সুন্নতি দরবার শরীফ হতে সকল তরিক্বায় খেলাফত প্রাপ্ত)

মোবাইল ঃ ০১৭৩৭ ৭১৯৫০২, ০১৭৫০ ৬৮১৬৯২, ০১৭৩৯ ৮৭২১৮৪

Web: www.daalis.com

- প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই শাবান ১৪৩৬ হিজরী
  (পবিত্র শব-ই-বরাত)

- সহযোগিতায় ঃ এ.কে.এম মিজানুর ইসলাম
  মোঃ আলমগীর হোসেন

- প্রিন্ট মিডিয়া ঃ দি গ্রাফিক পয়েন্ট
  বাদুড়তলা, বগুড়া।
  ফোন ঃ ০৫১-৬৪২১৯

- প্রকাশনায় ঃ ডি.এ.পি. (ড. আশরাফ প্রকাশনী)।

- হাদিয়া ঃ ১৫০/=

- প্রচারে ঃ ইসলামের ছদ্মবেশে হুজুরপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ।

মোঃ ফরিদুল ইসলাম



কিতাবটি যাঁদের নিকটে উৎসর্গ করা হলো-

বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বে অবস্থানরত আমার প্রিয় লক্ষ লক্ষ সত্যান্বেষী মুসলিম ভাই বোন ও হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার প্রতি মুহব্বত গড়ে ইহকাল ও পরকালে যারা পরম সুফল লাভ করতে চান তাদের মুবারক খেদমতে...

নামায ও রোযার সুন্নতি সময়সূচি

এই সময়সূচি বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য

জানুয়ারী

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৫-১৯	০৫-২৪	০৬-৪৪	১২-০৬	০৩-৫২	০৫-৩৫	০৬-৪৯
০৫	০৫-২০	০৫-২৫	০৬-৪৫	১২-০৮	০৩-৫৫	০৫-৩৮	০৬-৫২
১০	০৫-২১	০৫-২৬	০৬-৪৬	১২-১০	০৩-৫৫	০৫-৪১	০৬-৫৫
১৫	০৫-২৩	০৫-২৭	০৬-৪৮	১২-১২	০৪-০০	০৫-৪৩	০৬-৫৭
২০	০৫-২৩	০৫-২৮	০৬-৪৭	১২-১৪	০৪-০৬	০৫-৪৮	০৭-০১
২৫	০৫-২২	০৫-২৭	০৬-৪৬	১২-১৫	০৪-০৯	০৫-৫১	০৭-০৪
৩১	০৫-২২	০৫-২৭	০৬-৪৪	১২-১৬	০৪-১২	০৫-৫৬	০৭-০৭

ফেব্রুয়ারী

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৫-২২	০৫-২৭	০৬-৪৪	১২-১৭	০৪-১৪	০৫-৫৭	০৭-০৮
০৫	০৫-২০	০৫-২৫	০৬-৪২	১২-১৭	০৪-১৬	০৫-৫৯	০৭-১০
১০	০৫-১৭	০৫-২২	০৬-৩৯	১২-১৭	০৪-১৯	০৬-০২	০৭-১৩
১৫	০৫-১৫	০৫-২০	০৬-৩৬	১২-১৭	০৪-২১	০৬-০৫	০৭-১৫
২০	০৫-১৩	০৫-১৮	০৬-৩৩	১২-১৭	০৪-২৩	০৬-০৮	০৭-১৭
২৫	০৫-০৯	০৫-১৪	০৬-২৯	১২-১৬	০৪-২৬	০৬-১০	০৭-১৯
২৯	০৫-১০	০৫-১৫	০৬-২৬	১২-১৬	০৪-২৭	০৬-১১	০৭-২০

মার্চ

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৫-০৩	০৫-০৮	০৬-২৩	১২-১৬	০৪-২৮	০৬-১২	০৭-২১
০৫	০৫-০২	০৫-০৭	০৬-২২	১২-১৫	০৪-৩০	০৬-১৫	০৭-২৪
১০	০৪-৫৮	০৫-০৩	০৬-১৮	১২-১৪	০৪-৩১	০৬-১৭	০৭-২৬
১৫	০৪-৫৩	০৪-৫৮	০৬-১২	১২-১২	০৪-৩১	০৬-১৯	০৭-২৭
২০	০৪-৪৮	০৪-৫৩	০৬-০৮	১২-১১	০৪-৩৩	০৬-২১	০৭-৩০
২৫	০৪-৪৩	০৪-৪৮	০৫-৫৯	১২-০৯	০৪-৩৩	০৬-২৫	০৭-৩১
৩১	০৪-৩৮	০৪-৪৩	০৫-৫৬	১২-০৬	০৪-৩২	০৬-২৬	০৭-৩৩

এপ্রিল

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৪-৩৫	০৪-৪০	০৫-৫৬	১২-০৮	০৪-৩৪	০৬-২৬	০৭-৩৫
০৫	০৪-৩১	০৪-৩৬	০৫-৫২	১২-০৬	০৪-৩৪	০৬-২৭	০৭-৩৭
১০	০৪-২৬	০৪-৩১	০৫-৪৮	১২-০৫	০৪-৩৪	০৬-২৯	০৭-৪০
১৫	০৪-২০	০৪-২৫	০৫-৪৩	১২-০৩	০৪-৩৪	০৬-৩০	০৭-৪২
২০	০৪-১৬	০৪-২১	০৫-৩৯	১২-০২	০৪-৩৫	০৬-৩২	০৭-৪৪
২৫	০৪-১১	০৪-১৬	০৫-৩২	১২-০০	০৪-৩৫	০৬-৩৪	০৭-৪৭
৩০	০৪-০৬	০৪-১১	০৫-২৯	১২-০০	০৪-৩৫	০৬-৩৫	০৭-৪৯

মে

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৪-০৬	০৪-১১	০৫-৩১	১২-০০	০৪-৩৫	০৬-৩৬	০৭-৫০
০৫	০৪-০২	০৪-০৭	০৫-২৮	১২-০০	০৪-৩৬	০৬-৩৯	০৭-৫৪
১০	০৩-৫৭	০৪-০২	০৫-২৪	১১-৫৯	০৪-৩৬	০৬-৪১	০৭-৫৭
১৫	০৩-৫৫	০৪-০০	০৫-২২	১১-৫৯	০৪-৩৬	০৬-৪৩	০৭-৫৯
২০	০৩-৫১	০৩-৫৬	০৫-২০	১১-৫৯	০৪-৩৭	০৬-৪৫	০৮-০৩
২৫	০৩-৪৯	০৩-৫৪	০৫-১৯	১২-০০	০৪-৩৮	০৬-৪৮	০৮-০৭
৩১	০৩-৪৪	০৩-৪৯	০৫-১৬	১২-০০	০৪-৩৮	০৬-৪৯	০৮-০৯

জুন

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এ'শা শুরু
০১	০৩-৪৭	০৩-৫২	০৫-১৭	১২-০০	০৪-৪০	০৬-৫০	০৮-১১
০৫	০৩-৪৫	০৩-৫০	০৫-১৬	১২-০১	০৪-৪০	০৬-৫৩	০৮-১৩
১০	০৩-৪৫	০৩-৫০	০৫-১৬	১২-০২	০৪-৪১	০৬-৫৫	০৮-১৫
১৫	০৩-৪৬	০৩-৫১	০৫-১৬	১২-০৩	০৪-৪১	০৬-৫৭	০৮-১৬
২০	০৩-৪৬	০৩-৫১	০৫-১৭	১২-০৪	০৪-৪৩	০৬-৫৮	০৮-১৯
২৫	০৩-৪৬	০৩-৫১	০৫-১৮	১২-০৫	০৪-৪৩	০৬-৫৯	০৮-২০
৩০	০৩-৪৭	০৩-৫২	০৫-১৮	১২-০৬	০৪-৪৪	০৭-০০	০৮-২১

জুলাই

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৩-৪৮	০৩-৫৩	০৫-২০	১২-০৭	০৪-৪৪	০৭-০০	০৮-২০
০৫	০৩-৫০	০৩-৫৫	০৫-২২	১২-০৮	০৪-৪৭	০৭-০০	০৮-২০
১০	০৩-৫২	০৩-৫৭	০৫-২৪	১২-০৮	০৪-৪৮	০৬-৫৯	০৮-১৯
১৫	০৩-৫৬	০৪-০১	০৫-২৬	১২-০৯	০৪-৪৭	০৬-৫৯	০৮-১৮
২০	০৩-৫৮	০৪-০৩	০৫-২৮	১২-০৯	০৪-৪৭	০৬-৫৭	০৮-১৬
২৫	০৪-০১	০৪-০৬	০৫-৩০	১২-০৯	০৪-৪৭	০৬-৫৫	০৮-১৩
৩১	০৪-০৫	০৪-১০	০৫-৩৩	১২-০৯	০৪-৪৬	০৬-৫৩	০৮-১১

আগষ্ট

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৪-০৬	০৪-১১	০৫-৩৩	১২-০৯	০৪-৪৬	০৬-৫২	০৮-০৮
০৫	০৪-০৮	০৪-১৩	০৫-৩৫	১২-০৯	০৪-৪৫	০৬-৫০	০৮-০৬
১০	০৪-১১	০৪-১৬	০৫-৩৭	১২-০৮	০৪-৪৪	০৬-৪৬	০৮-০২
১৫	০৪-১৪	০৪-১৯	০৫-৩৮	১২-০৭	০৪-৪২	০৬-৪৩	০৭-৫৬
২০	০৪-১৬	০৪-২১	০৫-৪০	১২-০৬	০৪-৪০	০৬-৩৯	০৭-৫২
২৫	০৪-১৯	০৪-২৪	০৫-৪৩	১২-০৫	০৪-৩৭	০৬-৩৪	০৭-৪৬
৩০	০৪-২২	০৪-২৭	০৫-৪৫	১২-০৪	০৪-৩৪	০৬-২৯	০৭-৪৩

সেপ্টেম্বর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৪-২৩	০৪-২৮	০৫-৪৫	১২-০৩	০৪-৩৪	০৬-২৮	০৭-৩৯
০৫	০৪-২৭	০৪-৩২	০৫-৪৬	১২-০২	০৪-৩২	০৬-২৫	০৭-৩৫
১০	০৪-২৭	০৪-৩২	০৫-৪৮	১২-০০	০৪-২৮	০৬-১৯	০৭-২৯
১৫	০৪-২৮	০৪-৩৩	০৫-৪৯	১১-৫৮	০৪-২৪	০৬-১৪	০৭-২৪
২০	০৪-৩১	০৪-৩৬	০৫-৫২	১১-৫৭	০৪-২১	০৬-১০	০৭-১৯
২৫	০৪-৩২	০৪-৩৭	০৫-৫৩	১১-৫৫	০৪-১৭	০৬-০৫	০৭-১৪
৩০	০৪-৩৩	০৪-৩৮	০৫-৫৪	১১-৫২	০৪-১৪	০৬-০০	০৭-১১

অক্টোবর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৪-৩৫	০৪-৪০	০৫-৫৫	১১-৫৩	০৪-১২	০৫-৫৮	০৭-০৭
০৫	০৪-৩৬	০৪-৪১	০৫-৫৬	১১-৫২	০৪-০৭	০৫-৫৫	০৭-০৪
১০	০৪-৩৯	০৪-৪৪	০৫-৫৮	১১-৫১	০৪-০৭	০৫-৫১	০৬-৫৯
১৫	০৪-৩৯	০৪-৪৪	০৬-০০	১১-৪৯	০৪-০১	০৫-৪৪	০৬-৫৪
২০	০৪-৪১	০৪-৪৬	০৬-০২	১১-৪৮	০৩-৫৭	০৫-৪১	০৬-৫১
২৫	০৪-৪৩	০৪-৪৮	০৬-০৪	১১-৪৭	০৩-৫৩	০৫-৩৭	০৬-৪৭
৩১	০৪-৪৬	০৪-৫১	০৬-০৫	১১-৪৪	০৩-৫০	০৫-৩২	০৬-৪৪

নভেম্বর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৪-৪৭	০৪-৫২	০৬-০৬	১১-৪৭	০৩-৫০	০৫-৩৫	০৬-৪৩
০৫	০৪-৪৯	০৪-৫৪	০৬-১১	১১-৪৭	০৩-৪৮	০৫-৩০	০৬-৪১
১০	০৪-৫১	০৪-৫৬	০৬-১৩	১১-৪৭	০৩-৪৫	০৫-২৮	০৬-৩৯
১৫	০৪-৫৪	০৪-৫৯	০৬-১৭	১১-৪৮	০৩-৪৪	০৫-২৬	০৬-৩৮
২০	০৪-৫৭	০৫-০২	০৬-২০	১১-৪৯	০৩-৪২	০৫-২৫	০৬-৩৭
২৫	০৪-৫৯	০৫-০৪	০৬-২৩	১১-৫০	০৩-৪১	০৫-২৪	০৬-৩৭
৩০	০৫-০১	০৫-০৬	০৬-২৬	১১-৫১	০৩-৪১	০৫-২৩	০৬-৩৭

ডিসেম্বর

তারিখ	সাহরী ও তাহাজ্জুদ শেষ	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	জোহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব/ইফতার	এশা শুরু
০১	০৫-০৩	০৫-০৮	০৬-২৭	১১-৫২	০৩-৪১	০৫-২৪	০৬-৩৭
০৫	০৫-০৮	০৫-১৩	০৬-৩০	১১-৫৪	০৩-৪১	০৫-২৪	০৬-৩৮
১০	০৫-০৮	০৫-১৩	০৬-৩৩	১১-৫৭	০৩-৪২	০৫-২৬	০৬-৪০
১৫	০৫-১১	০৫-১৬	০৬-৩৬	১১-৫৮	০৩-৪৪	০৫-২৭	০৬-৪১
২০	০৫-১৩	০৫-১৮	০৬-৩৮	১২-০০	০৩-৪৫	০৫-২৯	০৬-৪৩
২৫	০৫-১৬	০৫-২১	০৬-৪১	১২-০৩	০৩-৪৯	০৫-৩৩	০৬-৪৬
৩১	০৫-১৯	০৫-২৪	০৬-৪৩	১২-০৬	০৩-৫১	০৫-৩৫	০৬-৪৯

আরবী প্রতিটি মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে।

রোজার নিয়্যাত

নাওয়াইতুয়ান আছুমা গাদাম-মিন শাহ্‌রি রমাদানাল মুবারাকি ফারদাল-লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আ'লীম। ([illegible])

ইফতারের দু'আ

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আ'লা রিযক্বিকা আফত্বারতু। ([illegible])

নিম্নলিখিত এলাকার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সময় যোগ বিয়োগ করতে হবে

জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার	জেলা	সাহ্‌রী	ইফতার
রাজশাহী	৩ +	৩ +	পাবনা	১ +	১ +
চাঁপাই	৩ +	৪ +	সিরাজগঞ্জ	২ −	১ −
নওগাঁ, নাটোর	২ +	২ +	রংপুর	১ −	১ +
জয়পুরহাট	১ +	২ +	গাইবান্ধা	০	০
দিনাজপুর	৩ +	৩ +	কুড়িগ্রাম	২ −	১ +
ঠাকুরগাঁও	৩ +	৪ +	নিলফামারী	২ +	৩ +
পঞ্চগড়	২ +	৩ +	লালমনিরহাট	২ −	১ +
ঢাকা, গাজিপুর	৫ −	৬ −			

হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ এবং টাঙ্গাইল করটিয়া আহমদাবাদ হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ হতে বগুড়া সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্র-মসজিদে কু'বার খতিব আলহাজ্ব ড. মুফতি মুহাম্মাদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকীকে সকল ত্বরিক্বার খেলাফত দান ঃ

প্রিয় সালিক বা মুরিদ

আলহাজ্ব ড. মুফতি মুহম্মাদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকীকে ইসলামী শরীয়তের দলীল-পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে শরীয়ত, তরীক্বত, হাক্বিকত-মারেফত, ইলমে ফিকাহ্, ইলমে তাসাউফ, ইলমে জাহির ইলমে বাতীনে পরিপূর্ণতা লাভ করে হক্ব তরিক্বতের একজন অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে মহান আল্লাহ্ পাক উনার রহমতে তিনি নিজেকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার কারণে ড. আশরাফ আলীমুল্লাহ সিদ্দিকিকে মুর্শিদে কামিল-মুকাম্মিল ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মহান আল্লাহ্ পাক এবং রাসূল পাক ﷺ উনাদের মহব্বতে ক্বদরীয়া, চিশতীয়া, নখশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া আলীয়া এবং সকল তরিকার মূল মুহাম্মাদীয়া তথা সকল তরীক্বার মুবারক খেলাফতের খেরকা তথা চাদর প্রদান করা হল।

অদ্য হতে তিনি যে কোন মুসলিমকে বাইয়াতের মধ্য দিয়ে মুরিদ তৈরী করে আল্লাহ্ পাক ও রাসূল ﷺ উনার হক্ব পথ দেখাতে পারবেন এবং মহান আল্লাহ পাক ও রসূল পাক ﷺ উনাদের মোবারক এজাজতে যে কাউকে খেলাফত দান করতে পারবেন।

পীর সাহেব কেবলা

হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভুক্ত-সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ এবং টাঙ্গাইল করটিয়া আহমদাবাদ হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ টাঙ্গাইল, ঢাকা।

সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্রের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

উহা ফিতনা, ফাসাদ, জঙ্গিবাদ, ও সন্ত্রাস বিরোধি সত্যের সন্ধান দিয়ে প্রত্যেক মহিলা-পুরুষকে মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত সহ সত্তিকারের ইসলামে গ্রহণ যোগ্য সকল সঠিক আমল আকিদা শিক্ষা দিয়ে দেশ, জাতি, সমাজ, পরিবার, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততী, মা-বাবা, ভাই-বোন সহ সকল আপন জন এবং নিজেদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উপকার সাধনের সঠিক দিক নির্দেশনা দান কারি একটি সুন্নতি গবেষণা

কেন্দ্র। আর এই সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মের লেবেলে কোনো জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসীপনা করা যাবে না। দেশ ও জাতীর সামান্যতমও ক্ষতি বা ফেৎনা ফাছাদ সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ এই দরবারের সাথে সম্পৃক্ত ড. আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকী উনার কোন মুরিদ বা অনুসারি যুক্ত হতে পারবে না। এরকম কোন কাজের অথবা কোন জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তির কোন প্রমাণ উনার কোন মুরিদের কার্যক্রমে পাওয়া গেলে সাথে সাথে তাকে অত্র গবেষণা কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম থেকে বহিস্কার করা হবে। আমাদের লক্ষ্য আমরা সুন্নতের ভিত্তিতে সত্তিকারের ইসলাম নিজেরা মানব অন্যকে দাওয়াতের মাধ্যমে মানানোর চেষ্টা করব। দেশ ও জাতীর উপকার করার চেষ্টা করব। কারো কোন ক্ষতি করব না। আমরা সকলেই আজীবন খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নতী নিয়মে দাওয়া'ত খেলাফত কায়েম করা এবং আল্লাহর খালিছ অলী হওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

অজীফা ঃ স্মরণীয় যে, 'পাস আনফাস' যিকির জারী ও 'দরূদ শরীফ' পাঠে অভ্যস্থ হলে পরবর্তী সবক্বের জন্যে ওযিফা শরীফ-উনার মূল কিতাব নিজ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার নিকট থেকে সংগ্রহ করতঃ দাগীয়ে নিতে হবে। এক ত্বরীক্বার সালিক হযরত মুর্শিদ ক্বিবলার অনুমতি ব্যতীত অন্য ত্বরীক্বার ওযিফা বা সবক্ব আদায় করতে পারবে না। সালিকগণকে নিজ ত্বরীক্বার পরবর্তী সবক্ব আদায় বা সবক্ব পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই হযরত মুর্শিদ ক্বিবলার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এবং প্রতি সপ্তাহে কমের পক্ষে জুমআর নামাজে যোগ দিয়ে একদিন সোহবত নিতে হবে তথা দেখা করতে হবে। আর দূরের হলে দূরত্ব ভেদে মাসে এক জুম'আ বার জুম'আ নামাজে দেখা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, অত্র সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্র মসজিদে কু'বায় প্রতি বছর পবিত্র রমদ্বনুল মুবারকের ২১ শে রাত হতে ঈদের রাত ফজর পর্যন্ত মসজিদে জাগরণের মধ্য দিয়ে শব-ই-ক্বদর তালাশের উদ্দেশ্যে ইতিকা'ফ উনার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া প্রতি বছর ১১ই রবিউল আওয়াল শরীফ বাদ য়োহর হতে ১২ই রবিউল আওয়াল শরীফ ফজর পর্যন্ত পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে সারারাত্রি ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেওয়া হয়। ১৪ই শা'বান দিনগত রাত মাগরীব হতে ফজর পর্যন্ত পবিত্র শব-ই-বরাত উপলক্ষে, রজব মাসের প্রথম জুময়া রাত লাইলাতুর রগাইব উপলক্ষে এবং ২৬ শে রজবুল হারাম শরীফের বাদ মাগরীব থেকে ফজর পর্যন্ত পবিত্র শব-ই-মে'রাজ উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়ে ইবাদত-বন্দেগীর ও ইসলামী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অত্র মসজিদে প্রতি দিন বাদ ফজর ও বাদ ইশা এবং প্রতি শুক্রবার বাদ ইশা হালকায়ে যিকির মিলাদ শরীফ কিয়াম শরীফ এবং মোনাজাতের ব্যবস্থা করা হয়। অত্র অনুষ্ঠানগুলোতে এবং নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার প্রত্যেকটি মাহফিলে প্রত্যেক সালেক বা মুরিদকে যোগদান করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করলে দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে পারবে।

প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বা শায়খের নিকট বাইয়াত হওয়ার পরও বিশেষ কতক কারণে মুর্শিদ পরিবর্তন করা ফরজ-ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।

(এক) মুরীদ তাকমীলে অর্থাৎ পূর্ণতায় পৌছার পূর্বে যদি মুর্শিদ ইন্তিকাল করেন, তখন পূর্ণতায় পৌছার জন্য আরেকজন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে হবে।

(দুই) মুর্শিদ যদি এমন দূরে অবস্থান করেন যার সাথে সাক্ষাৎ ও সোহ্বত এবং যোগাযোগ করা কঠিন হয়। তাহলে তাঁকে পরিবর্তন করে আরেকজন হক্বানী মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে। যত নিকটে পাওয়া যায় ততই সোহবত বেশী পাওয়া যাবে। আর সোহবতই ফয়েজ, তাওয়াজ্জুহ্, বরকত, রহমত ও তরীক্বতের মূল।

(তিন) আল্লাহ পাক না করুন, কোন মুর্শিদকে হক্ব জেনেই তার কাছে বাইয়াত হয়েছিল কিন্তু পরে তিনি বিদ্য়াত-বেশরা', বেদ্বীনী ও বদ্ দ্বীনী হারাম-নাজায়িয, কুফরী-শিরকী তথা ছবি, ভিডিও, প্রজেক্টর, টিভি, বেগানা মহিলাদের সাথে বেপর্দা হওয়া, ইসলামের নামে গণতন্ত্র করা, হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদি জুলুম ও অন্যায় আমল করা, রসূল পাক ﷺ উনাকে আমাদের মত, বড় ভাইয়ের মত অথবা মাটির মানুষ বলা এবং মিলাদ কিয়ামের দুশমনী কাজে মশগুল হয়ে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাবে জুলুম করছেন ও অর্থের লোভ, হিংসা ও অহংকার করছেন। তখন মুরীদের জন্য ফরজ-ওয়াজিব হলো উক্ত মুর্শিদ বা শায়খকে ছেড়ে দিয়ে অপর কোন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া। কারণ মহান আল্লাহ পাক ২য় নং পবিত্র সূরা সুরাতুল বাক্বারায় বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ পাক জালেমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।

(চার) কোন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়ার পর যথাযথ সবক্ব আদায় করার পরও তাঁর দ্বারা যদি মুরীদের কোন প্রকার রুহানী তরক্বী না হয় এবং আমলেরও কোন প্রকার পরিবর্তন না হয়, তাহলে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকজন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে হবে। কারণ হক্কানী অলী তাঁরাই যাদের চেহারার দিকে তাকালে এবং আমল দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় এবং ইসলাম মানতে ইচ্ছা করে। (দায়লামী শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীছ শরীফের কিতাব)

(আল ক্বওলুল জামীল, শিফাউল আলীল, তাছাউফ তত্ত্ব, আলবাইয়্যিনাত শরীফ এবং আল ইহ্সান শরীফ সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

ক্বাদরিয়া ত্বরীক্বার শাজরা শরীফ

১. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনিবীন, রহমাতুল্লীল আলামীন, হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ ﷺ।**

২. **ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রضي الله عنه।**

৩. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হাসান رضي الله عنه।**

৪. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه।**

৫. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৬. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম বাক্বীর রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহি ।
৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম মূসা কাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম আলী রিযা রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১০. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম শায়খ মা'রূফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১১. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবুল হাসান সার্‌রী সাক্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১২. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা সাইয়্যিদুত্ ত্বায়িফা জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবূ বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুল আযীয বিন হারিছ তামিমী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বিন আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবুল ফার্‌রাহ মুহাম্মদ তারতুসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবুল হাসান হাক্‌কারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবূ সাঈদ মুবারক মখতুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
১৯. ইলাহী বহুরমতে ইমামে রব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, গাউছুল আ'যম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, হযরত শায়খ সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি ক্বাদিরিয়া ত্বরীক্বার ইমাম। সকলের নিকট তিনি বড় পীর সাহেব গাউছুল আ'যম নামে মশহুর।**

২০. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ সাইয়্যিদ আব্দুর রয্‌যাক রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২১. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ শরফুদ্দীন কাত্তাল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২২. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহ্‌হাব রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আক্বীল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ শামসুদ্দীন সাহ্‌বাই রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ গাদায়ে রহমান আউয়াল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ সামসুদ্দীন আরিফ রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ গাদায়ে রহমান ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।
২৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত শাহ্ ফাদ্বীল রহমতুল্লাহি আলাইহি।
৩০. ইলাহী বহুরমতে হযরত শাহ্ কামাল কায়থালী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩১. ইলাহী বহুরমতে হযরত শাহ্ সিকান্দার কায়থালী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩২. ইলাহী বহুরমতে আফদ্বালুল আওলিয়া, ইমামে রব্বানী, ক্বাইয়ূমে আউয়াল, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী হযরত শায়খ আহমদ ফারূক্বী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার ইমাম। তিনিই হযরত বড় পীর ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার খেরকা মুবারক হযরত শাহ্ সিকান্দার কায়থালী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার মারফত প্রাপ্ত হয়েছেন।**

৩৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আদম বিন নূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহ আকবরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬. ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছীন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭. ইলাহী বহুরমতে শায়খুল মাশায়িখ হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনীন, মুজাদ্দিদে যামান, হযরত শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ ছুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪০. ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ্, আশিক্বে রসূলিল্লাহ্, কুতুবুল ইরশাদ মুবারক, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী ফাতেহ আলী বর্ধমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তাঁকে রসূলে নোমা বলা হয় কারণ তিনি সরাসরি রসূল পাক ﷺ উনার যিয়ারত মোবারক করিয়ে দিতে পারতেন।**

৪১. ইলাহী বহুরমতে আমিরুশ শরীয়ত ওয়াত্ ত্বরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, শাহ ছুফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহীল মা'রূফ মুহম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্বী ফুরফুরাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি। ভারত

৪২. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত, আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ছদরুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যশোরী)

৪৩. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে

ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ছতুরা হক্ব দরবার শরীফ বি বাড়ীয়া।

৪৪ ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি ফরাজীকান্দী হক্ব দরবার শরীফ মতলব চাঁদপুর।

৪৫ ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বজলুর রহমান দামাত বারকাতহুমুল আলীয়া আহমদাবাদ হক্ব দরবার শরীফ করটিয়া বাজার টাঙ্গাইল, ঢাকা।

৪৬. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আজহাজ্জ ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী। সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র-মসজিদে কু'বা কলেজ রোড বগুড়া।

চিশতিয়া ত্বরীক্বার শাজরা শরীফ

১. **ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, শাফিউল মুজনিবীন, রহ্মাতুল্লীল আলামীন, হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ।**

২. **ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনিন হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু ﵁।**

৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ ওয়াহিদ বিন যায়িদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ ফুযাইল ইবনে আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ ইব্রাহীমবিন আদ্হাম বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ হুযাইফা মারয়াশী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আমীনুদ্দীন হুরায়রা বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবূ ইব্রাহীম ইসহাক্ব মামশাদুদদীনারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১০. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ ইসহাক্ব শামী চীশ্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১১. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ আহমদ আব্দাল চীশতী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১২. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ মুহম্মদ চীশ্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা নাছিরুদ্দীন আবূ ইউসুফ চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা হাজী শরীফ জিন্দানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা উসমান হারূনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৭. ইলাহী বহুরমতে সুলত্বানুল হিন্দ, খাজায়ে খাজেগাঁ, গরীবে নেওয়াজ, হাবীবুল্লাহ, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চীশ্‌তী আজমীরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি চীশ্‌তীয়া ত্বরীকার ইমাম। তিনিই খাজা ছাহেব নামে মাশহুর।**

১৮. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুয যামান হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমতুল্ল-াহি আলাইহি।

১৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২০. ইলাহী বহুরমতে সুলত্বানুল আওলিয়া মাহবূবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২১. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আঁখি সিরাজুদ্দীন উসমান আওদাহী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২২. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আলাউল হক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ নূর কুতুবে আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ হুস্‌সামুদ্দীন মানিক পুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ রাযী হামিদ শাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ হাসান বিন ত্বাহির রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ ক্বাযী খান আবূ ইউসুফ নাছিহী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুল আযিয রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ নাজমুল হক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩০. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুল আযিয রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩১. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ কুতুবুল আলম রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩২. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ শাহ রাফীউদ্দীন মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪. ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছীন মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬. ইলাহী বহুরমতে আমীরুল মু'মিনীন, মুজাদ্দিদে যামান, হযরত শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৭. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ ছুফী নূর মুহম্মদ নিজামপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ্, আশিক্বে রসূলিল্লাহ্, কুতুবুল ইরশাদ মুবারক, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী ফাতেহ আলী বর্ধমানী রহমতুলাহি আলাইহি।

* তাঁকে রসূলে নোমা বলা হয়। কারণ তিনি রসূল পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার সরাসরি যিয়ারত মুবারক করিয়ে দিতে পারতেন।

৩৯. ইলাহী বহুরমতে আমিরুশ শরীয়ত ওয়াত্ ত্বরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, শাহ ছুফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহিল মা'রূফ মুহম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্বী ফুরফুরাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি। ভারত

৪০. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত, আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ছদরুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যশোরী)

৪১. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ছতুরা হক্ব দরবার শরীফ বি বাড়ীয়া।

৪২. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলহিহি ফরাজীকান্দী হক্ব দরবার শরীফ মতলব চাঁদপুর।

৪৩ ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বজলুর রহমান দামাত বারকাতহুমুল আলীয়া আহমদাবাদ হক্ব দরবার শরীফ করটিয়া বাজার টাঙ্গাইল, ঢাকা।

৪৪. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আজহাজ্জ ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী। সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র-মসজিদে কু'বা কলেজ রোড বগুড়া।

নাকশ্‌বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার শাজরা শরীফ

[নকশ্‌বন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া দু'ত্বরীক্বা মিলে নকশ্‌বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বা হয়েছে]

১. ইলাহী বহুরমতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন, শাফিউল মুজনিবীন, রহমাতুল্লীল আলামীন, হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ ﷺ ।

২. ইলাহী বহুরমতে খলীফাতু রসূলিল্লাহ, আফদ্বালুন্ নাস বা'দাল আম্বিয়া হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব رضي الله عنه ।

৩. ইলাহী বহুরমতে ছাহিবু রসূলিল্লাহ্ হযরত সালমান ফারসী رضي الله عنه ।

৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম ক্বাসিম বিন মুহম্মদ বিন আবু বকর রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম মূসা কাযিম রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম আলী রিযা রহমতুল্লাহী আলাইহি।

৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ মা'রুফ কারখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবুল হাসান সাররী সাক্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১০. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা সাইয়্যিদুত্ ত্বায়িফা জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১১. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ আলী রোদবারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১২. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আবুল ক্বাসিম নাসিরাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত আবূ আলী দাক্কাক রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত ইমাম আবুল ক্বাসিম কুরাইশী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ আলী ফারমুদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি হযরত আবুল হাসান খারকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি হতেও খিলাফত পেয়েছেন। হযরত আবুল হাসান খারকানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সুলতানুল আরিফীন হযরত খাজা বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার খলীফা।**

১৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আবূ ইউসুফ হামাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজায়ে জাহাঁ হযরত আব্দুল খালিক্ব গুজদাওয়ানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আরিফ রেওগারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

১৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মাহমূদ আনজীর ফাগনবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২০. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আযীযানে আলী রামিতানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২১. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মুহম্মদ বাবা সাম্মাসী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২২. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা সাইয়্যিদ আমীর কুলাল রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজায়ে খাজেগাঁ, ইমামুশশরীয়ত ওয়াত তরীক্বত হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি নকশ্‌বন্দিয়া তরীক্বার ইমাম।**

২৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৫. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা ইয়া'কুব চরখী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা উবায়দুল্লাহ্‌ আহরার রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৭. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মুহম্মদ যাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৮. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা দরবেশ মুহম্মদ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

২৯. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা মুহম্মদ আমাকাংগী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩০. ইলাহী বহুরমতে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্‌ রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩১. ইলাহী বহুরমতে হযরত আফদ্বালুল আওলিয়া, ইমামে রব্বানী, ক্বাইয়ূমে আউয়াল, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী হযরত শায়েখ আহমদ ফারূক্বী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তিনি মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার ইমাম। তিনি নকশ্‌বন্দিয়া ত্বরীক্বাকে এতদূর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন যা নতুন রূপ লাভ করে, পরবর্তী সময়ে তা মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বা নামে মাশহুর হয়। এই ত্বরীক্বাকে নকশ্‌বন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বাও বলা হয়।**

৩২. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আদম বিন নূরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৩. ইলাহী বহুরমতে হযরত সাইয়্যিদ আব্দুল্লাহ আকবরবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৪. ইলাহী বহুরমতে হযরত শায়খ আব্দুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৫. ইলাহী বহুরমতে রঈসুল মুহাদ্দিছিন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ্‌ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৬. ইলাহী বহুরমতে হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী রহমতুল্লাহি আলাহি।

৩৭. ইলাহী বহুরমতে আমিরুল মু'মিনীন, মুজাদ্দিদে যামান, হযরত শাহ সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৮. ইলাহী বহুরমতে কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ ছুফী নূর মুহম্মদ নিজামপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

৩৯. ইলাহী বহুরমতে ওয়াসিল বিল্লাহ, আশিক্বে রসূলিল্লাহ, কুতুবুল ইরশাদ মুবারক, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী ফাতেহ আলী বর্ধমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

* **তাঁকে রসূলে নোমা বলা হয়। কারণ তিনি রসূল পাক ﷺ উনার সরাসরি যিয়ারত মুবারক করিয়ে দিতে পারতেন।**

৪০. ইলাহী বহুরমতে আমিরুশ শরীয়ত ওয়াত্ ত্বরীক্বত, মুজাদ্দিদে যামান, কুতুবুল আলম, শাহ ছুফী আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহিল মা'রূফ মুহম্মদ আবু বকর ছিদ্দীক্বী ফুরফুরাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি। ভারত

৪১. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত, আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ছদরুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি। (যশোরী)

৪২. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ছতুরা হক্ব দরবার শরীফ বি বাড়ীয়া।

৪৩. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন রহমতুল্লাহি আলাইহি ফরাজীকান্দী হক্ব দরবার শরীফ মতলব চাঁদপুর।

৪৪ ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে মাদারজাদ, কুতুবুল আলম, সুলত্বানুল আরিফীন, হযরত মাওলানা শাহ ছুফী সাইয়্যিদুনা মুর্শিদুনা ইমামুত তরিক্বত ওয়াশশরীয়ত আশেকে ইলাহি, আশেকে রাসুল ﷺ ওলীয়ে কামেল মুকাম্মিল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বজলুর রহমান দামাত বারকাতহুমুল আলীয়া আহমদাবাদ হক্ব দরবার শরীফ করটিয়া বাজার টাঙ্গাইল, ঢাকা।

৪৫. ইলাহী বহুরমতে ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আজহাজ্জ ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী। সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মসজিদে কু'বা কলেজ রোড বগুড়া এবং মুহাম্মাদীয়া সিদ্দিকীয়া সুন্নীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ তারাকুল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

কামিল মুর্শিদ বা শায়খ-উনার নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ হওয়ার অকাট্য দলিলসমূহ

যেহেতু কামিল মুর্শিদ বা ওলীগণের ছোহ্বত লাভ করা বা তাঁদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফেই বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই উহা নামাজ রোজার ন্যায়ই ফরজ।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ–

অর্থঃ " হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং ছদেক্বীন বা সত্যবাদীগণের (অলীগণের) সঙ্গী হও।" **(পবিত্র সূরা তওবা/আয়াতশরীফ ১১৯)**

উপরোক্ত আয়াত শরীফে ছদিক্বীন দ্বারা তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যাঁরা জাহির বাতিন, ভিতর-বাহির, আমল-আখলাক, সীরত-ছুরত, ক্বওল-ফে'ল সর্বাবস্থায় সত্যের উপর ক্বায়েম রয়েছেন। অর্থাৎ যাঁরা ইলমে ফিক্বাহ্ ও ইলমে তাছাউফে তাকমীলে (পূর্ণতায়) পৌছেছেন। এক কথায় যাঁরা আল্লাহ্ পাক উনার মতে মত এবং আল্লাহ্র রসূল, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খতামুন্নাবিয়্যীন, হুজুর পাক ﷺ উনার পথে পথ হয়েছেন এবং সর্বদা আল্লাহ্ পাক উনার যিক্রে মশগুল। অর্থাৎ যাঁরা কামিল পীর বা মুর্শিদ, তাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ–

অর্থ ঃ "আপনি নিজেকে তাঁদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁদের রবকে ডাকে (অর্থাৎ যিক্র করে) তার সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য।" **(পবিত্র সূরা কাহ্ফ/আয়াতশরীফ ২৮)**

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক উনার সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য ক্বল্বী যিক্র করেন, তাঁর অনুসরণ ও ছোহ্বত এখতিয়ার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে আরো বলেন,

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়েছে, তাঁর পথকে অনুসরণ কর।" (পবিত্র সূরা লুক্বমান/আয়াতশরীফ ১৫)

এখানে ছদিকীন বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা সত্যের উপরে নিজে আমল করতে এবং অন্যের নিকটে প্রকাশ করতে কাউকে ভয় পান না বা দলীয় স্বার্থে কোনো অর্থ ও ইজ্জতের লোভের চিন্তা করেন না। আর সেই ভয় ও চিন্তা কেবল মাত্র হক্বানী ওলী আওলীয়াদেরই থাকে না। যেমন- মহান আল্লাহ পাক বলেন-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

(১০ নং পবিত্র সূরা ইউনুস, আয়াত শরীফ-৬২, ১১ নং পারা)

কামিল মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে আরো ইরশাদ মুবারক করেন

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ পাক যাঁকে হিদায়েত দান করেন, সে-ই হিদায়েত পায়। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে দৃঢ় থাকে, তার জন্য কোন ওলীয়ে মুর্শিদ (কামিল পীর) কখনোই পাবেন না। বা পাওয়া সম্ভব নয়। (পবিত্র সূরা কাহফ/ আয়াতশরীফ ১৭)

অর্থাৎ যারা কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়না, তারা পথভ্রষ্ট। কারণ তখন তাদের পথ প্রদর্শক হয় শয়তান। যেমন মহান আল্লাহ পাক বলেন- وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ অর্থ : যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র যিকির হতে গাফিল থাকে তার জন্য একজন শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায়, যে তাকে খারাপ পথে পরিচালিত করে এবং ভাল কাজ থেকে দূরে সরে রাখে। (পবিত্র সূরা যুখরুফ, আয়াত শরীফ-৩৬)

তাই সুলতানুল আরেফীন, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমতুল্লাহি আলাইহি, সাইয়্যিদুত্ ত্বায়েফা, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি সহ সকল হক্কানী অলীগণ নিজ নিজ কিতাবে বলেন যে,

مَنْ لَّيْسَ لَهٗ شَيْخٌ فَشَيْخُهٗ شَيْطَانٌ

অর্থ ঃ "যার কোন শায়খ বা মুর্শিদ নেই, তার মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক হলো শয়তান।" (ক্বওলুল জামীল, নুরুন আলা নূর, তাছাউফ তত্ত্ব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

আর শায়খ্ বা মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে ছহীহ হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে

اَلشَّيْخُ لِقَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِيْ اُمَّتِهٖ

অর্থ ঃ "শায়খ মুর্শিদ তাঁর ক্বওমের মধ্যে তদ্রুপ, যেরূপ নবী আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতের মধ্যে।" (দায়লামী, মকতুবাত শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ হাদীছ শরীফ)

অর্থাৎ নবী আলাইহিস্ সালাম উনাদের দ্বারা নবুয়তের মাধ্যমে যেরূপ উম্মতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সর্বক্ষেত্রে ইছলাহ্ লাভ হয়, সেরূপ শায়খ বা মুর্শিদের দ্বারাও বেলায়েতের মাধ্যমে মুরীদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সর্বক্ষেত্রে ইছলাহ্ লাভ হয়। সুবহানাল্লাহ্।

অতএব, নবী আলাইহিস্ সালাম উনার উম্মত না হয়ে যেরূপ হিদায়েত লাভ করা যায়না, নবুয়তের দরজা বন্ধ হওয়ার পর আখেরী রসূল ﷺ উনার তরীক্বায় তদ্রুপ বেলায়েতের মুর্শিদ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত না হয়েও ইছলাহ্ বা পরিশুদ্ধতা লাভ করা যায় না। বরং শয়তানী প্রবঞ্চনায় পড়ে গোমরাহীতে নিপতিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আর এ কারণেই জগদ্বিখ্যাত আলেম, আলেমকূল শিরমনি, শ্রেষ্ঠতম মায্হাব, হানাফী মায্হাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামুল আ'যম, হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

لَوْ لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ اَبُوْ نُعْمَانَ

অর্থ ঃ (আমার জীবনে) যদি দু'টি বৎসর না আসতো, তবে আবু নু'মান (আবূ হানীফা) ধ্বংস হয়ে যেত।" (সাইফুল মুকাল্লিদীন, ফতওয়ায়ে ছিদ্দীকিয়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

অর্থাৎ আমি(আবূ হানীফা যদি আমার শায়খ বা পীর ছাহেব হযরত ইমাম বাকের ও হযরত ইমাম জা'ফর ছদিক রহমতুল্লাহি আলাইহিমা) উনার নিকট বাইয়াত না হতাম, তবে আমি ধ্বংস বা বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র সূরা ফাত্হ্ ১০নং আয়াত শরীফে বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ–

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা আপনার হাত মোবারকে হাত রেখে বাইয়াত তথা বিক্রি হয়েছে তারা যেন আমার কুদরতি হাত মোবারকে হাত রেখে বাইয়াত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ

সুতরাং প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি কোন কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত না হবে, তার পক্ষে শয়তানী প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত হওয়া ব্যতীত ক্বল্‌বে যিক্‌র জারী করা অসম্ভব। আর ক্বলবে যিক্‌র জারী করা ব্যতীত শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় এবং প্রশান্ত হৃদয়ে বা হুজুরি ক্বালবে কোন ইবাদতই সম্ভব নয়। তাই পরিশুদ্ধতা লাভ করার জন্য বা ক্বলবে যিক্‌র জারী করার জন্য অবশ্যই একজন কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত হতে হবে।

আর তাই এ যাবত পৃথিবীতে যত ইমাম-মুজতাহিদ ও আওলিয়া-ই-কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম আগমন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন একজন মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হয়েছেন এবং তাঁদের স্ব স্ব কিতাবে মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করাকে কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল সাপেক্ষে ফরজ বলেছেন। এমনকি সেহাহ্ সিত্তার সম্মানিত লেখকগণ তথা ইমাম বুখারী, মুসলিম,তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণও বাইয়াত হয়েছেন (মাকতুবাত শরীফসহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব) যেমন- গাউসুল আ'যম, মাহ্বুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, ইমামুল আইম্মা, হযরত বড় পীর আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিখ্যাত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব "সিররুল আসরারে" লিখেন-

وَلِذَالِكَ طَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقُلُوْبِ فَرْضٌ

অর্থ ঃ "ক্বলব জিন্দা করার জন্য অর্থাৎ অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য "আহলে তালক্বীন" তালাশ করা বা কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা ফরজ।" অনুরূপ ফতহুর রব্বানীতে উল্লেখ আছে। তদ্রুপ হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিশ্ব সমাদৃত কিতাব ক্বিমিয়ায়ে সায়াদাতে, ক্বাইউমুয্ যামান হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মাকতুবাত শরীফে, আওলাদে রসূল, আশেক্বে নবী, হযরত আহ্‌মদ কবীর রেফাঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর অল বুনিয়ানুল মুশাইয়্যাদ কিতাবে উল্লেখ করেন যে, "অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্য বা ইল্‌মে তাছাউফ অর্জন করার জন্য একজন কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ।" অনুরূপ তাফসীরে রুহুল বয়ান, রুহুল মায়ানী ও কবীরে উল্লেখ আছে।

মূলতঃ কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেব মুরীদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতঃ মহান আল্লাহ্ পাক উনার খাছ নৈকট্য লাভ করানোর এক বিশেষ উছীলা বা মাধ্যম।

এজন্যই মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে নির্দেশ করেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর এবং আল্লাহ্ পাক-উনার নৈকট্য লাভ করার জন্য উছীলা তালাশ (গ্রহণ) কর।" (পবিত্র সূরা মায়িদা/ আয়াতশরীফ ৩৫)

এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় "তাফসীরে রুহুল বয়ানে" উল্লেখ আছে যে,

اَلْوَصُوْلُ لَا يَحْصِلُ اِلَّا بِالْوَسِيْلَةِ وَهِيَ الْعُلَمَاءُ الْحَقِيْقَةُ وَمَشَائِخُ الطَّرِيْقَةُ

অর্থ ঃ "উছীলা ব্যতীত আল্লাহ পাক-উনার নৈকট্য লাভ করা যায়না। আর উক্ত উছীলা হচ্ছেন হাক্বীক্বী আলেম বা তরীক্বতপন্থী কামিল মুর্শিদগণ।" মহান আল্লাহ পাক বলেন- اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমরা মহান আল্লাহ পাক, রাসুল পাক ﷺ এবং হক্বানী আলেম তথা ওলী আওলীয়াদের আদেশ নির্দেশ মেনে নাও। (পবিত্র সূরা নিসা, আয়াত শরীফ-৫৯)

কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, অন্তর পরিশুদ্ধ করা ও হুজুরী ক্বল্‌ব অর্জন তথা কমপক্ষে বেলায়েতে আমুল খাছ হাছিল করার জন্য জরুরত আন্দাজ ইল্‌মে তাছাউফ অর্জন করা যেরূপ ফরজ, তদ্রুপ একজন হক্কানী কামিল মুর্শিদ বা পীর ছাহেবের নিকট বাইয়াত হওয়াও ফরজ।

কারণ মহান আল্লাহ পাক উনার প্রতিটি আদেশ পালন করা ফরজহেতু নামাজ রোজার ন্যায়ই বাইয়াত তথা হক্বানী ওলীর কাছে মুরিদ হওয়াও কুরআন সুন্নাহ আদেশ হিসেবেই ফরজ। যেহেতু উহা ও উনারই আদেশ মুবারক। আর উহার বিরুধীতা কারিরা কুরআন সুন্নাহ অস্বীকার কারি বেঈমান ও বাতিল ফিরক্বাহ্।

মাযহাব মানা এবং বাইয়াত হওয়া ফরজ হেতু ইমাম বুখারী সহ সিহাহ্ সেত্তার সকল ইমাম মাযহাব মেনেছেন ও বাইয়াত হয়েছেনঃ

চার মাযহাব এসেছে খইরুল কুরুনে আর মাযহাব অস্বীকারকারী ওহাবী মাযহাব তথা লা-মাযহাবী তথা বর্তমানে আহলে হাদীস দাবীদার মতবাদ এসেছে এখন থেকে ১৫০ বছর আগে বৃটিশ আমলে। বৃটিশ খৃষ্টানগণ এবং দুইজন হিন্দু হরিচাঁদ ও লাল চাঁদ ওহাবী মাযহাব চালু করে (ওহাবী মাযহাবের ইতিহাস বই দলীল)

তাইতো ইমাম বুখারী সহ সিহাহ সেত্তার সকল ইমাম এবং চার মাযহাবের সম্মানিত ইমাম গণ সকলেই মাযহাব মেনেছেন এবং মাযহাব মানা ও বাইয়াত হওয়া কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলীল সাপেক্ষেই ফরজ প্রমান করেছেন এবং হককানী অলীদের নিকটে বায় আত তথা মুরীদও হয়েছেন। ওহাবী তথা লা-মাযহাবীদের ভ্রষ্ট চিন্তাধারায় যদি মাযহাব মানা ও বাইয়াত হওয়া শেরেক, বেদয়াত হয় তাহলে বুখারী, মুসলীম, তিরমীযি, ইবনে মাযাহ, আবুদাউদ এবং নাসাঈ তথা সিহাহ্ সিত্তাহর কিতাব তারা কিভাবে দলিল হিসেবে গ্রহণ করবে? কারণ তাদের ভাষায় মুশরিকদের কোনো কিতাবতো দলিল হয় না।

দলীল সমূহ :

তাফ: কবির, খাযেন, ফতহুল আযীয, জরীর তাবারী, বাগবী, ইনসাফ, বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, সায়ে ক্বাতুল মুসলিমীন, ইয়াম্বু, তাই সীরুল উসুল, ইকমাল, ইবনে খালক্বান, হাশিয়ায়ে তাহ্তাবী, তাবয়ীনুল মাহারিম, নূরুল আনওয়ার, ইক্দুল জ্বিহাদ, হাদায়েক্বে হানাফীয়া, তুহ্ফাতুল মাছউল, মাদারিজুন নবুয়ত, নূরুল আনওয়ার, সাইফুল মুকাল্লিদীন, ইসনা আশারীয়া, আহকামুল কুরআন জাস্সাস, তাফ: কুরতুবী, মাকতুবাত শরীফ, ফতহুরব্বানী, গুনিয়াতুতত্বলীবীন, কিমিয়ায়ে সায়াদাত, ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, তাফ: রুহুল বয়ান, ছিররুল আছরার, জামীউল উসুল, মুছাল্লামুসসুবুত, দুররুল মুখতার, ফত: আমিনীয়া, ফত: সিদ্দিকীয়া, **বাইয়াত হওয়া ফরজ কুরআনের দলীলঃ** পবিত্র সুরা তওবা-১১৯ পবিত্র সুরা নিছা-৫৯, পবিত্র সুরা ফাতিহা ৬, পবিত্র সুরা নিসা ৬৯ আয়াত। পবিত্র সুরা বনি ইসরাইল-৭১, পবিত্র সুরা ক্বাহাফ ১৭ ও ২৮, পবিত্র সুরা লোকমান ১৫, পবিত্র সুরা মায়েদা ৩৫ পবিত্র সুরা আনআম ৭৯, পবিত্র সুরা ইউনুস-১০৫, পবিত্র সুরা নহল-১২০, পবিত্র সূরা হজ্জ-৩১, পবিত্র সূরা রুম-২১, (হানীফ), কওলুল জামীল, নূরুন আলানূর, তাসাউফ তত্ব, তাফ: কবির, বুনিয়ানুল মুশাইয়াদ পবিত্র সুরা, ফাত্হ্ আয়াত শরীফ ১০ (বায়আত) ইত্যাদি সহ প্রায় ৫৫০ টিরও বেশী দলীল।

হানাফী মাযহাবের নামকরণ হানাফী হওয়ার কারণ : পবিত্র কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য অকাট্য দলিল সাপেক্ষে এবং অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাবের দলীল সাপেক্ষে প্রমানিত হয়েছে যে ওহাবীরা তথা লা-মাযহাবীরা নবীজি পাক ﷺ উনার শত-শত তথা এক হাজারেরও বেশি বৎসর পরে নতুন আবিষ্কৃত বাতিল ও বেদআতি দল হইয়াও তাহারা হক দল দাবী করিয়া মিথ্যা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। সত্য পন্থী হানাফীদের উপরে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়া দিয়া বলিয়া থাকে যে হানাফীরা হাদীস শরীফ অনুসরণ না করিয়া আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি কে অনুসরণ করিয়া থাকেন। নায়ুযুবিল্লাহ। ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লহি আলাইহি উনার নাম আবু নু'মান বিন ছাবিত হওয়ার পরে ও পবিত্র কুরআন শরীফের হুকুম "তোমরা ইবরাহীম عليه السلام উনার হানীফ সম্প্রদায়কে অনুসরণ কর। যারা হানীফ-তারা কখনই মুশরিক নয়" পবিত্র সূরা হজ্জ-৩১, পবিত্র সূরা নহল-১২০, পবিত্র সূরা ইউনুছ-১০৫ ও পবিত্র সূরা আনআম-৭৯নং আয়াত সহ অসংখ্য আয়াতে কারীমার হানীফা শব্দের সহিত আমল আকীদার পূর্ণ মিল থাকার কারনে ইমাম আযম রহমতুল্লহি আলাইহি উনার মাযহাবের নামকরণ হয় হানাফী মাযহাব সুবহানাল্লাহ্ (অসংখ্য নির্ভর যোগ্য কিতাব তার দলীল)। মুসনাদে আবু হানিফা, কিতাব আল-আছার ইত্যাদি। প্রায় ২০টি নির্ভরযোগ্য কিতাব)

সম্মানিত জ্ঞানী পাঠক! হানাফীদের সকল আমল গুলোর জন্য উপরোক্ত হাদীস শরীফগুলো সহ অসংখ্য হাদীস শরীফ ও কুরআন শরীফের আয়াতশরীফই দলীল হিসাবে মউজুদ রহিয়াছে কলেবর বাড়িয়া যাইবে বলিয়া সামান্য কয়েকটিই দেয়া হইল। ফেকাহের কিতাব ব্যবহার করিলে তো প্রত্যেক বিষয়ে একেকটি পৃথক পৃথক বই হইয়া যাইবে।

নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার প্রতি মুরীদ বা সালেকগণের আদব-কায়দা সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

মুরীদ বা সালেকের জন্য আদব-কায়দার প্রতি খেয়াল রাখা অবশ্য কর্তব্য। আদব অর্থ স্বাভাবিকতা। অর্থাৎ যাই স্বাভাবিক, তাই আদব। দ্বীন ইসলামকে বলা হয় "ফিতরাত" বা স্বাভাবিকতার ধর্ম। অর্থাৎ অন্য ভাষায় ইসলাম আদবেরই ধর্ম। অন্যদিকে তরীক্বত সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কিতাবে বলা হয়েছে যে,

اَلطَّرِيْقَةُ كُلُّهُ اَدَبٌ

অর্থ ঃ "তরীক্বতের সবটুকুই আদব।"

তাই তরীক্বতের মধ্যে বেয়াদবের কোন ঠাঁই বা স্থান নেই। এ কথাটিকে ফার্সীতে বলা হয়েছে এভাবে- " বেয়াদব মাহরুমে গাস্ত আজ লুৎফে রব"।

অর্থ ঃ "বেয়াদব আল্লাহ্ তায়ালার রহমত (করুণা) থেকে বঞ্চিত।"

আদবের গুরুত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই আমরা এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। প্রকৃতপক্ষে আদব শেখার কোন শেষ নেই। যা কিছু স্বাভাবিক তাই শিখতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। এখানে মুরীদ বা সালেকের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আদব তাসাউফের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কিতাব হতে বর্ণনা করা হলো। বাকী আরো অনেক কিছু নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ছোহ্বতে এসে শিখে নিতে হবে।

১. সালেক বা মুরীদ সর্বদাই নিজ মুর্শিদ কে আল্লাহ পাক ও হুজুর পাক ﷺ উনাদের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে।

২. মনকে সকল দিক থেকে সরিয়ে মুর্শিদের দিকে নিয়োজিত রাখবে। যথাসম্ভব মাল সম্পদ, জান ও জ্ঞান দিয়ে তাঁর খিদমত করবে।

৩. মুর্শিদের হুকুম ছাড়া তাঁর সামনে ফরজ ও সুন্নত ব্যতীত কোন নফল আমল করবেনা।

৪. মুরীদ এমন স্থানে দাঁড়াবেনা, যাতে করে মুর্শিদের উপর বা তাঁর ছায়ার উপর মুরীদের ছায়া বা পা পড়ে।

৫. মুর্শিদের খাছ কোন কিছুই ব্যবহার করবেনা। তাঁর জায়নামায বা সেন্ডেলের উপর পা রাখবেনা। ওযু-গোসলের স্থানে ওযু-গোসল করবেনা। পায়খানা-পেশাবখানার ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

৬. মুর্শিদের সামনে বসে তাঁর বিনা হুকুমে খাওয়া-দাওয়া করবেনা, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য অমনোযোগী হবেনা।

৭. মুর্শিদ যেদিকে আছেন, সেদিকে কখনোই পা বিস্তার করবেনা বা থু থু ফেলবেনা।

৮. মুর্শিদের সকল কাজকেই ভাল মনে করবে, যদিও প্রকাশ্যে তা ভাল মনে না হয়। কামিল মুর্শিদ আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে ইল্হাম প্রাপ্ত হয়েই কাজ করে থাকেন। যদিও অনেকেরই তা বুঝার জ্ঞান নাই।

৯. মুর্শিদকে সবচেয়ে বেশী মুহব্বত করবে। সব ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করবে। তাঁর কাজ থেকেই ফিক্বহার হুকুমাদি শিক্ষা করবে।

১০. মুর্শিদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার কখনো বাদ-প্রতিবাদ, এমনকি অন্তরে কোন সন্দেহ পর্যন্ত পোষণ করবেনা।

১১. মুর্শিদের নিকট কখনোই কারামত দেখতে চাইবেনা।

১২. মুরীদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলে মুর্শিদের নিকট আরজ করবে। তিনি বুঝিয়ে দিলে যদি মন না বুঝে, তবে নিজেরই ত্রুটি মনে করবে। মুর্শিদের প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করবেনা।

১৩. কোন ঘটনা বা স্বপ্ন প্রকাশ পেলে, তা মুর্শিদের নিকট আরজ করবে, তিনি যা ব্যাখ্যা করেন, তাই মেনে নিবে। নিজের কাশফ্ বা ইল্হামের উপর কোনরূপ ভরসা করবেনা।

১৪. মুর্শিদের ছোহ্বতে থেকে বিনা কারণে ও বিনা অনুমতিতে প্রস্থান করবেনা। তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বলবেনা বা তার সামনে হাঁটবে না।

১৫. মুরীদ বা সালেক যা কিছুই হাছিল করুন না কেন, তা স্বীয় মুর্শিদের উছিলায় মহান আল্লাহর রহমতে হয়েছে ধারণা রাখবে।

১৬. মুর্শিদের নিকট অপরের সালাম নিয়ে আসা আদবের খেলাফ। তাঁর নিকট এসে কিছুদিন থাকার ইচ্ছা হলে পূর্বেই চিঠি-পত্রাদি বা অন্য কোন মারফত অনুমতি নিয়ে আসা দরকার। চিঠি-পত্রাদি সরাসরি মুর্শিদের নিকট না লিখে দরবারের অন্য কারোর নিকট লিখাই অধিক শিষ্ঠতা বা আদব।

১৭. মুর্শিদের সহিত কখনোই তর্ক-বিতর্ক করবেনা। তাঁর উপর কোন ইচ্ছা চাপানোর চেষ্টা করবেনা বরং তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করবে, তাঁর নিকট এমনভাবে থাকবে, যেমন গোসলদানকারীর হাতে মৃত ব্যক্তি।

১৮. নিজের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাসম্ভব তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী করবে।

১৯. মুরীদ বা সালেক নিজেকে মুর্শিদের অন্যান্য মুরিদের সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করবে। এবং সকল মুরিদের সাথে নিজ ভাইয়ের মত ব্যবহার করবে। কারণ নিজ ভাই-মা-বাবা ইত্যাদি কেয়ামতের দিন সবাই সবাইকে ভুলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর মহব্বতে যাদের সাথে মহব্বত হবে এক সাথে

তাদের হাশর ও জান্নাত হবে। কেউ কাউকে ভুলতে পারবে না। (পবিত্র সূরা আবাসার শেষের আয়াতসমূহ, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।

২০. মুর্শিদ কাশ্‌ফ দ্বারা মুরীদের অবস্থা জ্ঞাত হচ্ছেন, এটা না ভেবে তাঁর নিকট নিজ হাল বা অবস্থা জানাবে।

২১. মুর্শিদের সাথে সময় ও সুযোগ বুঝে বিণয়ের সাথে কথা বলবে। তাঁর জবাব খুব মনোযোগ ও ভক্তিভরে শুনবে।

২২. মুর্শিদের আওলাদ-ফরজন্দকে তাঁরই জাত হিসেবে তাঁর তুল্য সম্মান করবে। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকেও পরম ভক্তি করবে। অন্যদিকে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে তাঁর নিকট মর্যাদা তলব করবেনা।

২৩. অবশ্য মুরীদ যদি প্রাণপন চেষ্টা করেও মুর্শিদের প্রতি আদবসমূহ রক্ষা করতে না পারে, তবে অবশ্যই অবশ্যই তাঁর নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করে মাফ নিতে হবে।

২৪. প্রত্যেক তরীক্বার মুরীদ বা সালেকগণের জন্য স্বীয় তরীক্বার পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের সাজরানামা পাঠ করা, সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা একান্ত আবশ্যক।

এখানে একটি বিষয় বুঝে নিতে হবে, যে মুরীদ বা সালেক নিজ মুর্শিদের উছীলায় ফানা-বাকা মর্তবা পর্যন্ত উপনীত, যার ইল্‌হাম এমন প্রশস্ত ও উন্মুক্ত যে, তার পীর ছাহেবও এটা অনুমোদন করেন ও তার পূর্ণতার সাক্ষ্যদান করেন, শুধুমাত্র সে-ই নিজ ইল্‌হাম অনুযায়ী আমল করতে পারবে, অথবা তার মুর্শিদের ইল্‌হাম অনুযায়ী আমল করতে পারবে, যদিও তা তার পীর ছাহেবের ইল্‌হামের বিপরীত হয়।

মনে রাখতে হবে, আদব তরীক্বতের জন্য একান্তই আবশ্যক। আদব ব্যতীত ছোহ্‌বতের কোন ফল পাওয়া যাবেনা। এমনকি তরীক্বতের শিক্ষাই পূর্ণ হবেনা। বর্ণিত আছে-হাদীয়ে বাংলা ও আসাম হযরত কারামত আলী জৈন্যপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর ,মুর্শিদ মুজাদ্দিদুয্‌ যামান, হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার দরবার শরীফে ৮ দিনে তরীক্বতের সায়ের-সুলুক শেষ করেন। কিন্তু উনারপরও ১০ দিন সেখানে অবস্থান করে আদব শিক্ষা করেন। সুবহানাল্লাহ্‌।

উপরোক্ত ঘটনায় আদবের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা বুঝা যায়। তাই সালেকের জন্য আদব খুবই জরুরী। **(মাকতুবাত শরীফসহ সমূহ তাসাউফের কিতাব)**

"বিঃদ্রঃ-ইশা ও ফজর নামাজের পরে এ দরূদ শরীফ যেন কোন তরীক্বার মুরীদের কখনো ক্বাযা না হয়, সেদিকে প্রত্যেক তরীক্বার সালেকগণ বিশেষ খেয়াল রাখবে। অসুস্থতার, কারণে যদি বসে পড়া সম্ভবপর না হয় তবে শুয়ে পড়বে। বিশেষ কারণবশতঃ যদি কোনদিন ছুটে যায়, তবে ক্বাযা পড়ে নিবে নতুবা ফায়দা পাবেনা।

এখান থেকে ক্বাদরীয়া ত্বরীক্বার বিস্তারিত ছবক পর্যন্ত সকল ত্বরীকার ছালিকগণ অবশ্যই পড়তে ও আমল করতে হবে।

ক্বাদরীয়া ত্বরীক্বার সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক ওযীফা শরীফ

ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ্জ ড. মুফতী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী

সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র মসজিদে কু'বা ছয়তলা বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে, গোরস্তান, কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া।

উল্লেখ্য, ইবাদত বন্দিগীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক উনার মহব্বত-মা'রিফত হাছিল করার জন্যে বান্দাকে তার যাহির ও বাতিন ইছলাহ করে নিতে হবে। এজন্য যিনি সত্যিকারের আল্লাহ্ পাক উনার ওলী তাঁর ছোহবত ইখতিয়ার করতঃ তাঁকে ইতায়াত বা অনুসরণ করে সুন্নত অনুসারে চলার কোশেশ করা এবং তাঁর নিকট বাইয়াত হয়ে ত্বরীক্বা মুতাবিক ক্বল্‌বী যিকির ও অন্যান্য সবক্ব আদায়ের মাধ্যমে ইখলাছ হাছিল করা প্রত্যেক বান্দার জন্য ফরয। মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন।

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰادِقِيْنَ–

"হে মুমিনগণ মহান আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদী আল্লাহ্ ওয়ালাদের সাথী হয়ে যাও।" **পবিত্র সূরা তওবা-১১৯ ও** وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ **পবিত্র সূরা নিছা-৫৯ আয়াত শরীফ।**

আয় আল্লাহ্ পাক! আমাদের সকলকে এ ফরয পালনের তওফীক দান করুন, আমীন।

পাস আনফাস যিকির

সকল ত্বরীক্বার সালিকগণ সকল সময় সর্বাবস্থায় এই যিকির করতে থাকবে। এই যিকির শ্বাস প্রশ্বাস খেয়ালের সাথে করতে হয়। নাক দিয়ে শ্বাস ফেলবার সময়

لَا اِلٰهَ

(লা-ইলাহা) এবং ভিতরে শ্বাস টানবার সময়

اِلَّا اللهُ

(ইল্লাল্লাহ্) খেয়াল করবে। অথবা শ্বাস ফেলতে আল্লাহ্ এবং শ্বাস নিতে আল্লাহ্ অথবা শ্বাস নিতে আল্লাহ্ আর শ্বাস ফেলতে "হু" শব্দ খেয়াল করবে। উল্লেখ্য, সকল ত্বরীক্বার সালিকগণ পাস আনফাস যিকির করতে হবে। এ যিকির করার সময় কোনো প্রকার জোড় জবরদস্তি করবে না। চলা-ফিরা, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া সহ সব সময় সর্বাবস্থায় এ যিকিরের খিয়াল রাখবে। সজাগ অবস্থায় সব সময় অনুরূপ যিকির খিয়ালের সাথে করতে থাকলে আল্লাহ তা'আলার ফজলে ও করমে ঘুমিয়ে থাকার সময়ও এ যিকির চলতে থাকবে। এর ফলে ধীরে ধীরে সালেকের দিল থেকে বন্দীনের মহব্বত কমে যাবে এবং আল্লাহ পাক উনার মহব্বত বাড়তে থাকবে এবং গায়েবী মদদ তথা সাহায্য নাজিল হয়ে দুনিয়াতে শান্তি, মৃত্যুর সময় কলেমা নছিব ও আখেরাতে মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে জান্নাত লাভ হবে।

ত্বরীক্বার দরূদ শরীফ পাঠ করার পূর্বে সকল ত্বরীক্বার সালিকগণ নিম্নোক্ত নিয়মে ছওয়াব রেসানী করে নেবে।

সকল ত্বরীক্বার ছোয়াব রেসানী করার নিয়ম

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(১) ইস্তিগ্ফার তিনবার- অথবা সাতবার পাঠ করবে।
উচ্চারণ- আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিং কুল্লি যাম্বিউঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।
অথবা

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুমু ওয়াআতূবু ইলাইহি। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)

(২) আউযূবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ শরীফ সহ পবিত্র সূরা ফাতিহা (আল্‌হামদু শরীফ) তিনবার অথবা একবার।

(৩) বিসমিল্লাহ সহ পবিত্র সূরা ইখলাছ (কূল হুয়াল্লাহ শরীফ) ১০ বার অথবা তিনবার এবং

(৪) ইশার নামাযের পরে ত্বরীক্বার যে দরূদ শরীফ পড়া হয়, সেই দরূদ শরীফ ১১ বার অথবা পাঁচবার পড়ে মুনাজাত করবে।

বিঃদ্রঃ- সকল ত্বরীক্বার সালিক বা মুরিদগণ অজীফার আগে এবং ছোয়াব রেসানীর পরে নিম্নোক্ত ভাবে মোনাজাত করবে।

মুনাজাত ঃ আয় আল্লাহ্ পাক! আমি যা কিছু পড়লাম তাঁর ছওয়াব আপনার হাবীব হুযুর পাক ﷺ উনার খিদমতে, তাঁর আল-আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাব رضي الله عنهم গণের খিদমতে, তামাম আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও সকল তরীক্বার আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণের খিদমতে পৌঁছে দিন এবং তাঁদের রুহানী ফয়েজের ওসীলায় আপনার খাছ মারিফত ও মহব্বত আমাদের সকলকে নছীব করুন। আর হুযূর পাক ﷺ উনার সুন্নত পালনের মধ্যে দিয়ে আপনার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মৃত্যু পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

ক্বাদরিয়া ত্বরীক্বার সবক্ব বা দরূদ শরীফ
ইশার নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

প্রথমে ছওয়াব রেসানী করে নামাযে বসার মত বসে চোখ বন্ধ করে ক্বলবের (বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে ক্বল্‌বের মাক্বাম) দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ক্বল্‌ব মুবারকের ওসীলায় হযরত নবী করীম ﷺ-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মোবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক।

তার পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বে। কোন দিন যেন কম-বেশী না হয়। কোন কারণে এশার নামাজে বাদ পরলে সারা রাতের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ- " আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা হাবীবিনা মুহাম্মাদিম মা' দানিল জুদি ওয়াল্ কারামি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।"

অর্থঃ আয় আল্লাহ্ পাক আপনি ছলাত ও সালাম (খাছ রহমত ও শান্তি) নাযিল করুন। আমাদের রসূল পাক ﷺ-উনার উপর, যিনি সমস্ত দান ও বখ্শীশের খনি এবং উনার আল-আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাব رضي الله عنهم গণের উপরও।"

ফজর নামায বা'দ দরূদ শরীফঃ

প্রথমে ছওয়াব রেসানী করে নামাযে বসার মত বসে চোখ বন্ধ করে ক্বল্বের (বাম স্তনের দু'আংগুল নীচে ক্বল্বের মাক্বাম) দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ক্বলব মুবারকের ওসীলায় হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার ক্বল্ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ তাওয়াজ্জুহ্, যিয়ারত ও মুহব্বত মোবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। তার পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০ বার পড়বে। কোন দিন যেন কম-বেশী না হয়। কোন কারণে ফজর নামাজে বাদ পড়লে সারা দিনের যে কোন্ সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَرْشَدِ اَوْلَادِهٖ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ-

উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা হাবীবিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা আরশাদী আওলাদিহিশ্ শায়িখি আব্দিল ক্বাদির জিলানী ইমামিত্ ত্বরীক্বাতি ওয়াল আওলিয়ায়িল কামিলীন।"

অর্থ ঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি ছলাত (খাছ রহমত) নাযিল করুন আমাদের রসূল হুযূর পাক ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত রসূল عليهم السلام গণের রসূল ও উনার সমধীক সুপথ প্রাপ্ত বংশধর হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপরে যিনি ত্বরীক্বত ও কামিল ওলীগণের ঈমাম।"

চীশ্‌তিয়া ত্বরীক্বার প্রাথমিক ওযীফা শরীফ

চীশ্‌তিয়া ত্বরীক্বার সবক্ব বা দরূদ শরীফ ঃ

"চীশ্‌তিয়া" ত্বরীক্বার মুরীদ বা সালিকগণ ইশার নামাযের পর পূর্বোক্ত তথা ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠার নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মুনাজাত করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্‌বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

ইশার নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি, আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় হযরত নবী করীম ﷺ উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জহ্‌ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্‌ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ইশার নামাযের পর ১০০ হতে ৫০০ বার পর্যন্ত এক নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম-বেশি না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে এশার নামাযের পরে বাদ পরলে সারা রাতের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্‌ নাবিইয়্যিল উম্মিইয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্‌ পাক! আপনি ছলাত্ব (খাছ রহ্‌মত) ও সালাম (খাছ শান্তি) নাযিল করুন আমাদের রসূল হুযুর পাক ﷺ উনার উপর যিনি হচ্ছেন সকল নবী রসুল عليهم السلام উনাদের শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাবগণের উপরও।"

ফজর নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

মুরীদ বা সালিকগণ ফজর নামাযের পর পুর্বোক্ত নিয়মে ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্‌বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি, আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের দিকে

মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ফজর নামাযের পর ১০০ হতে ৫০০ বার পর্যন্ত এক নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম-বেশি না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে ফজরে বাদ পরলে সারা দিনের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهِ الشَّيْخِ مُعِيْنِ الدِّيْنِ سِشْتِيْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ—

উচ্চারণ-" আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা মুহ্ই সুন্নাতিহিশ্ শায়িখি মুঈনিদ্দীন চিশ্তী ইমামিত্ ত্বরীক্বতি ওয়াল আউলিয়াইল কামিলীন।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত নাযিল করুন আমাদের রসূল হুযূর পাক ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত রসূল عليهم السلام গণের সাইয়্যিদ এবং তাঁর সুন্নত জিন্দাকারী হযরত খাজা মুইনুদ্দীন চিশ্তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপর যিনি ত্বরীক্বত ও কামিল ওলীগণের ইমাম।

নকশ্বন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার প্রাথমিক ওযীফা শরীফ
নকশ্বন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার সবক্ব বা দরূদ শরীফ ঃ

নকশ্বন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীক্বার মুরীদ বা সালিকগণ ইশার নামাযের পর পুর্বোক্ত তথা ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠার নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মোনাজাত করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

ইশার নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় হযরত নবী করীম ﷺ উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ইশার নামাযের পর ১০০ হতে ৫০০ বার পর্যন্ত এক নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম-বেশি না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে এশা নামাযে বাদ পরলে সারা রাতের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ-"আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়াসীলাতী ইলাইকা ওয়া আলীহী ওয়া সাল্লিম।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহ্মত নাযিল করুন আমাদের রসূল হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি আপনার প্রতি আমার উছীলা এবং তাঁর আওলাদ, আযওয়াজ ও আছহাব رضي الله عنهم গণের উপরও খাছ শান্তি নাযিল করুন।"

ফজর নামায বা'দ দরূদ শরীফ ঃ

মুরীদ বা সালিকগণ ফজর নামাযের পর পূর্বোক্ত তথা ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠার নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মুনাজাত করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে চোখ বন্ধ করে এবং ক্বল্বের দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি, আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় হযরত মুজাদ্দিদি আলফি ছানি রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। উনার পূর্ণ মহব্বত, তাওয়াজ্জুহ্ ও যিয়ারত মুবারক আমায় নছীব করুন ইয়া আল্লাহ্ পাক। আমীন।

অতঃপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ প্রত্যেহ ফজর নামাযের পর ১০০ বার একই নিয়মে পড়বে। কোন দিন যেন কম-বেশি না হয় অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে। কোন কারণে ফজরে বাদ পরলে সারা দিনের যে কোন সময়ে পড়ে নিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِيْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ–

উচ্চারণ-"আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা মুহ্ইই সুন্নাতিহী মুজাদ্দিদি আল্‌ফি ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি।"

অর্থঃ "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত নাযিল করুন আমাদের রসূল হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি সমস্ত রসূল عليهم السلام গণের সাইয়্যিদ এবং তাঁর সুন্নত জিন্দাকারী হযরত মুজাদ্দিদি আল্‌ফি ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপরও।"

তারপর নিম্নলিখিত দু'আ ১০০ হতে ৫০০ বার পড়বে অথবা নিজ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা যতবার পড়ার নির্দেশ দিবেন, ততবার পাঠ করবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ–

উচ্চারণ- লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযিম।

অর্থঃ " আল্লাহ পাক-উনার সাহায্য ব্যতীত গুণাহ্ হতে বেঁচে থাকার ও নেক কাজ করার কারো কোন শক্তি নেই।" অতঃপর উপরোক্ত দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্র

মসজিদে কু'বা ছয়তলা বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্তান, কলেজ রোড বগুড়া শহর বগুড়া এবং মুহাম্মাদীয়া সিদ্দিকীয়া সুন্নীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মস্‌জিদ তারাকুল, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

নগণ্য খাদেম হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ঃ

হক্ব ফুরফুরা সিলসিলাভূক্ত সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও টাঙ্গাইল করটিয়া আহমদাবাদ হক্ব ও সুন্নতি দরবার শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফত প্রাপ্ত-

ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ্ব ড. মুফতি মুহম্মাদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দিকী।

সকল তরিক্বার মুরীদ বা সালেকগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে

(১) হুশ/দর দম : অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে যিকরের খেয়াল রাখা। সদা সর্বদা এ খেয়াল রাখলে আল্লাহ তায়ালার রহমতে অতি শীঘ্রই হুযূরী ক্বলব হাছিল হবে।

(২) নজর বর ক্বদম : অর্থাৎ পথ চলার সময় পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা (উপবেশনকালে বসার সময় আপন সম্মুখ ভিন্ন অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করা)।

(৩) সফর দর ওতন : অর্থাৎ নফসের খারাপ খাছলত হতে মনকে পবিত্র করত: ফেরেশতাগণের পবিত্র খাছলত অর্জন করা। তার মানে নফস হতে অন্য বস্তুর মুহব্বত পরিত্যাগ করে আল্লাহ উনার মুহব্বতের জন্য কোশেশ করা।

(৪) খেলওয়াত দর আন্‌জুমান : অর্থাৎ সর্বদা ক্বলবকে আল্লাহ পাক উনার প্রতি মশগুল রাখা। জনসমাগম, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার নানাবিধ কাজে লিপ্ত থেকেও আল্লাহ পাক উনার স্মরণ হতে বিরত না থাকা।

(৫) ইয়াদ কর্‌দ : অর্থাৎ সর্বদাই আল্লাহ পাক উনার স্মরণ করা।

(৬) বাজ গাশ্‌ত : অর্থাৎ কিছুক্ষণ যিক্‌র করার পর আল্লাহ পাক উনার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ দোয়া করা-
আয় আল্লাহ পাক! আপনিই আমার মক্বছুদ, আপনারই জন্য আমি দুনিয়া ও আখিরাতকে পরিত্যাগ করেছি। আপনি আমাকে আপনার মা'রিফত, মুহব্বত ও নিয়ামত দান করুন এবং আপনার দীদার লাভে লাভবান করুন।

(৭) নেগাহ দাশ্‌ত : অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যান্য চিন্তা যাতে মনে স্থান না পায়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

(৮) ইয়াদ দাশ্‌ত : অর্থাৎ দিলের রোখকে সর্বদা একমাত্র আল্লাহ পাক উনার দিকে রাখা।

(৯) অকুফে যামানী : অর্থাৎ সময় সম্পর্কে সচেতন থাকা। যাতে ক্বলব আল্লাহ পাক উনার যিকর হতে কোন সময়ই গাফেল হয়ে না পড়ে তৎপ্রতি খেয়াল রাখা। কোন যামানা বা মুহূর্ত বেখেয়ালে কেটে গেলে, তজ্জন্য পরিতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে যাতে তদ্রুপ না হয়, তজ্জন্য দৃঢ় মনস্থির করা।

(১০) অকুফে ক্বলবী : অর্থাৎ ক্বলব সম্পর্কে সচেতন থাকা। ক্বলবে আল্লাহ পাক উনার যিকর হচ্ছে কিনা, তৎপ্রতি খেয়াল রাখা।

(১১) অকুফে আদাদী : অর্থাৎ সংখ্যা সম্পর্কে সচেতন থাকা। যিকর করার সময় বেজোড় সংখ্যার দিকে খেয়াল রাখা।

বি:দ্র: উল্লিখিত ওযীফাসমূহ কিছুকাল ভালরূপে আমল করার পর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা অথবা অবসরমত যে কোন সময় বিনা আওয়াজে অন্তত: এক ঘন্টা লতিফার যিকর ও মুরাক্বাবা করবে। যতবেশী করবে, ততই ফায়দা পাবে। যিকর ও মুরাক্বাবা শুরু করার পূর্বে ছওয়াব রেসানী করে নিবে।

যিকর জারী হওয়ার আলামত বা লক্ষণ

লতিফাসমূহে যিকর জারী হওয়ার পূর্বে নিম্নোবর্ণিত কয়েকটি অবস্থা হতে পারে।

(১) লতিফায় স্পন্দন বা কম্পনের সৃষ্টি। নাড়ীর ন্যায় স্পন্দন বা ঘড়ির কাটার ন্যায় কম্পন অনুভূত হতে পারে। অনেক সময় ক্বলবের দ্বার সংকীর্ণ হলে ফয়েয বরদাশতে অক্ষমহেতু শরীরে কম্পন হতে পারে।

(২) লতিফার স্থান গরম অনুভূত হতে পারে।

(৩) শরীরে পিপিলিকা চলার কারণে যেরূপ পিলপিল অনুভূত হয়, তদ্রুপ অনুভূত হতে পারে।

(৪) নিজ কানে যিকরের শব্দ শুনতে পাওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, যিকর জারী হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয় যে, প্রথমে পশমের গোড়ায় যিকর জারী হয়, দ্বিতীয়ত: চামড়ার মধ্যে, তৃতীয়ত: চামড়ার নীচে সাদা অংশের মধ্যে, চতুর্থত: গোশতের মধ্যে, পঞ্চমত: হাড়ের মধ্যে, যষ্ঠত: হাড়ের ভিতরের মগজের মধ্যে, সপ্তমত: সমস্ত শরীরে।

আর ক্বলব সম্পর্কে বলা হয়, ক্বলবের মধ্যে সাতটি স্তর রয়েছে। তা হলো-ছুদূর, নশর, শামস, নূরী কুরব মাকীন, নফসী।

যখন কেউ ক্বলবের যিকর শুরু করে, তখন ক্বলবের উপরের স্তর ছুদূর-উনার মধ্যে যিকর জারী হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরে যিকর জারী হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা সাপেক্ষে কোন লতিফার যিকর জারী হলে পরবর্তী ছবক নেয়া যাবে।

এছাড়া সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার আদেশক্রমে বা অনুমোদন সাপেক্ষে সবক পাল্টানো যাবে।

ওযীফা শরীফ

ক্বাদেরিয়া তরীক্বার বিস্তারিত ওযীফা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى اَرْشَدِ اَوْلَادِهٖ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত আলমকে সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেছেন এবং খাছ রহ্মত ও শান্তি নাযিল হোক সমস্ত রসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام গণের সাইয়্যিদ, আমাদের প্রাণের আঁকা, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খতামুন্ নাবীয়্যীন, হুজুর পাক ﷺ-উনার উপর, তাঁর সমস্ত আওলাদ ও আছহাব رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ গণের উপর, বিশেষ করে তাঁর সমধিক সুপথ প্রাপ্ত বংশধর হযরত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপর, যিনি তরীক্বত ও কামিল ওলীগণের ইমাম।

ক্বাদেরিয়া তরীক্বার ইমাম হযরত মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, গাউসুল আ'যম, শায়খ, সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাধারণ মানুষের শরীরে দশটি লতিফা আছে। যথা-ক্বল্ব, রূহ্, সির, খফি, আখ্ফা, নফ্স, আব (পানি), আতেশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস)। পূর্বোল্লিখিত ক্বদরীয়া ত্বরীক্বায় লিখিত এই কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠার নিয়মে ক্বাদেরিয়া ত্বরীক্বার সংক্ষিপ্ত ওযীফার সাথে এই অংশ বিস্তারিত ওযীফা হিসেবে আমল করতে হবে।

এক জরবী যিক্র

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত হতে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার নিছবত অনুযায়ী এক জরবী যিক্রের ফয়েজ আমার ক্বল্বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা নিম্নোক্ত নিয়ত করবে

আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব মুবারকের উছীলায় হযরত মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, গাউসুল আ'যম, শায়খ, সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, তাঁর ক্বল্‌ব মুবারক থেকে এক জরবী আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়া আল্লাহ্।

নিয়ম ঃ চোখ দু'টি বন্ধ করে নামাযে বসার ন্যায় বসবে। তারপর অল্প আওয়াজে اَللهُ (আল্লাহ্) শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয় সংযোগে মোট দু'বার উচ্চারণ করে ক্বল্‌বে জরব দিতে থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালাকে কুদরতী ভাবে হাজির-নাযির জেনে اَللهُ (আল্লাহ্) লফ্‌জ (শব্দ)-উনার প্রতি খেয়াল করে যিক্‌র করতে থাকবে। নিজের খেয়ালকে ক্বল্‌বের দিকে এবং ক্বল্‌বকে আল্লাহ্ পাক-উনার দিকে রুজু করে রাখবে।

দুই জরবী যিক্‌র

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত থেকে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার নিছবত অনুযায়ী আল্লাহ্ আল্লাহ্ দুই জরবী যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা নিম্নোক্তভাবে নিয়ত করবে

আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের উছীলায় হযরত গাউসুল আ'যম, শায়খ, সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, তাঁর ক্বল্‌ব মুবারক থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ দুই জরবী যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

নিয়ম ঃ চোখ দু'টি বন্ধ করে নামাযে বসার মত বসবে। এক জরবী যিক্‌রের ন্যায় প্রথমতঃ আল্লাহ্ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয় সংযোগে উচ্চারণ করে ডান জানুতে জরব দিবে। দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয় সংযোগে উচ্চারণ করে ক্বল্‌বে জরব দিবে। এভাবে বারবার ও তাড়াতাড়ি জরব দিতে থাকবে। দুই জরবী যিক্‌রে (প্রত্যেকবার) মোট চারবার আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করবে। শেষবারের জরব পূর্বাপেক্ষা জোরে হবে।

তিন জরবী যিক্‌র

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্‌ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছে। আল্লাহ্‌ তায়ালার কুদরত হতে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার নিছবত অনুযায়ী আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ তিন জরবী যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা নিম্নোক্তভাবে নিয়ত করবে

আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের উছীলায় হযরত গাউসুল আ'যম, শায়খ, সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, তাঁর ক্বল্‌ব মুবারক থেকে তিন জরবী আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

নিয়ম ঃ চোখ দু'টি বন্ধ করে চার জানু হয়ে বসবে। পূর্বের ন্যায় আল্লাহ্‌ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয় সংযোগে ডান জানুতে, দ্বিতীয়বার আল্লাহ্‌ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয় সংযোগে বাম জানুতে এবং তৃতীয়বার আল্লাহ্‌ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্‌ব উভয় সংযোগে ক্বল্‌বে জরব দিবে। এভাবে দিলের খাহেশ অনুযায়ী বার বার জরব দিতে থাকবে। তিন জরবী যিক্‌রে (প্রত্যেকবার) মোট ছয়বার আল্লাহ্‌ শব্দ উচ্চারণ করবে। শেষবারে জোরে জরব দিতে হবে।

চার জরবী যিক্‌র

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্‌ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছে। আল্লাহ্‌ তায়ালার কুদরত হতে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার নিছবত অনুযায়ী আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ চার জরবী যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা নিম্নোক্তভাবে নিয়ত করবে

আমি আমার ক্বল্‌বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি। আমার ক্বল্‌ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের উছীলায় হযরত গাউসুল আ'যম, শায়খ, সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ক্বল্‌ব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, তাঁর ক্বল্‌ব মুবারক থেকে চার জরবী যিক্‌রের ফয়েজ আমার ক্বল্‌বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

নিয়ম ঃ চোখ দু'টি বন্ধ করে চার জানু হয়ে বসবে। আগের মত প্রথমবার আল্লাহ্ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্ব উভয় সংযোগে ডান জানুতে, দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্ব উভয় সংযোগে বাম জানুতে এবং তৃতীয়বার আল্লাহ্ শব্দ একবার মুখে, আরেকবার হলকুম ও ক্বল্ব উভয় সংযোগে ক্বল্বে এবং চতুর্থবার আল্লাহ্ শব্দ একবার মুখে আরেকবার হলকুম ও ক্বল্ব উভয় সংযোগে উচ্চারণ করে সম্মুখে জরব দিবে। চার জরবী যিক্রে মোট আটবার আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। শেষবারে পূর্বাপেক্ষা জোরে জরব দিতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালার কয়েকটি মুবারক নামের যিক্র-

খফি যিক্র

اَللّٰهُ حَاضِرِیْ(আল্লাহু হাদ্বিরী)- আল্লাহ্ পাক কুদরতি ভাবে আমার নিকটে আছেন।

اَللّٰهُ نَاظِرِیْ (আল্লাহু নাযিরী)- আল্লাহ্ পাক কুদরতি ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন।

اَللّٰهُ سَمِیْعِیْ (আল্লাহু সামীয়ী)- আল্লাহ্ পাক কুদরতি ভাবে আমার কথা শুনছেন।

اَللّٰهُ بَصِیْرِیْ (আল্লাহু বাছীরী)- আল্লাহ্ পাক কুদরতি ভাবে আমাকে দেখছেন।

اَللّٰهُ مَعِیْ(আল্লাহু মায়ী)- আল্লাহ্ পাক কুদরতি ভাবে আমার সাথে আছেন।

যিক্রের হালতে উল্লিখিত নাম মুবারকের অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বল্ব মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার মুবারক নাম- আল্লাহু হাদ্বিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু সামীয়ী, আল্লাহু বাছীরী, আল্লাহু মায়ী-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। এ মুবারক নামসমূহের ফয়েজ আমার ক্বল্বে আসুক ইয়াআল্লাহ। তারপর ক্বল্বের দিকে খেয়াল করে উপরের নামসমূহ মনে মনে পড়তে থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সঙ্গে ও কাছে থাকার মানে হলো যে, আল্লাহ্ তায়ালার ইল্ম ও কুদরত প্রত্যেক বস্তুর সাথে আছে। তিনি প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা অবগত আছেন ও তাঁর কুদরত (ক্ষমতা) প্রত্যেক বস্তুর উপর রয়েছে। তিনি সময়, স্থান ও দিকের হিসেবে সঙ্গী বা কাছে নন বরং ইল্ম ও কুদরত হিসেবে। কারণ তিনি সময়, স্থান ও দিকের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুবহানাল্লাহ্।

ফানা ফিল্লাহ্ মাক্বামের মুরাক্বাবা

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ (আল্লাহু সামীউন)- আল্লাহ্ শ্রবণকারী,
اَللّٰهُ بَصِيْرٌ (আল্লাহু বাছীরুন)- আল্লাহ্ দর্শনকারী,
اَللّٰهُ عَلِيْمٌ (আল্লাহু আলীমুন)- আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী।
اَللّٰهُ قَدِيْرٌ(আল্লাহু ক্বাদীরুন)- আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।

নিয়ত ঃ আমি আমার জান ও জিস্মের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার জান ও জিস্ম আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার জান ও জিস্ম মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার জাতে বাহ্তের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ্ তায়ালার জাতে বাহত থেকে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার নিছবত অনুযায়ী ফানা ফিল্লাহ্ মাক্বামের ফয়েজ আমার জান ও জিস্মে আসুক ইয়াআল্লাহ।

নিয়ম ঃ চোখ বন্ধ করে অল্প আওয়াজে ধীরে ধীরে اَللّٰهُ سَمِيْعٌ নফ্স লতিফা থেকে আরম্ভ করে সির লতিফা পর্যন্ত নিয়ে যাবে, তারপর اَللّٰهُ بَصِيْرٌ সির লতিফা থেকে খফি লতিকা পর্যন্ত নিয়ে যাবে, তারপর اَللّٰهُ عَلِيْمٌ খফি লতিফা থেকে আখ্ফা লতিফা পর্যন্ত নিয়ে যাবে, তারপর اَللّٰهُ قَدِيْرٌ আখ্ফা লতিফা থেকে আরশ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর আবার اَللّٰهُ قَدِيْرٌ আরশ থেকে আখ্ফা লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ عَلِيْمٌ আখ্ফা লতিফা থেকে খফি লতিফা পর্যন্ত, খফি লতিফা থেকে সির লতিফা পর্যন্ত এবং اَللّٰهُ سَمِيْعٌ সির লতিফা থেকে নফ্স লতিফা পর্যন্ত পৌছবে। এ রকম বার বার করতে থাকবে। এছাড়া আরো অনেক মুরাক্বাবা আছে, সেগুলো মুর্শিদে কামিল মুরীদের হাল বুঝে দিয়ে থাকেন। কাজেই সেগুলো মুর্শিদে কামিলের কাছে শিখে নিবে।

আমার মামদুহ্ প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা ড. আশরাফ আলীমুল্লাহ সিদ্দিকী ইরশাদ মুবারক করেছেন যে, "কেউ যদি ইচ্ছা করে তবে মুজাদ্দেদিয়া তরীক্বার ছবকগুলিও ক্বাদেরিয়া তরীক্বায় মশ্ক করতে পারে। তাতে অনেক ফায়দা পাওয়া যায়। নিয়তের সময় শুধু ক্বাদেরিয়া তরীক্বার নিছবত অনুযায়ী বলতে হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্য

একমাত্র আল্লাহ্ পাক-উনার রেদ্বা বা সন্তুষ্টি হাছিলের জন্যই সালেকগণ উনার ইবাদত-বন্দেগী করবে। কোন সময়ই কোন ইবাদত-বন্দেগী যেন দুনিয়া হাছিল, বেহেশ্‌ত লাভ ও দোযখের আযাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য অথবা ছওয়াবের আশায় না হয়। সকল ইবাদত-বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্ পাক-উনার ও রাসূলে পাক ﷺ উনার জন্য অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করতে হবে।

যেমন এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক জানিয়ে দিয়েছেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ—

অর্থ ঃ "বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার হায়াত, আমার মউত (সব কিছুই) তামাম আলমের রব আল্লাহ্ পাক-উনার জন্য।" (পবিত্র সূরা আনআম/১৬২) এবং اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

কাজেই যারা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত-বন্দেগী করবে, তারা কখনোই আল্লাহ্ পাক-উনার ওলী হতে পারবেনা। অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ-মহিলারা সকল কাজে এবং ইচ্ছায় আল্লাহ পাক এবং রসুলে পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি হাসিল করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করবে।

আর আল্লাহ্ পাক-উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খতামুন্ নাবিয়্যীন, হুজুর পাক ﷺ বলেন,

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَّطَالِبُهَا كِلَابٌ.

অর্থ ঃ "দুনিয়া হচ্ছে একটি মৃত লাশ এবং উহার অন্বেষণকারী হচ্ছে কুকুর।" (ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন)

আল্লাহ্ পাক-উনার মাহ্বুব বান্দা বলেন,

طَالِبُ الدُّنْيَا مُؤَنَّثٌ وَّطَالِبُ الْعُقْبٰى مُخَنَّثٌ وَّطَالِبُ الْمَوْلٰى مُذَكَّرٌ

অর্থ ঃ "দুনিয়াকে অন্বেষণকারী মহিলা, আখিরাতের অন্বেষণকারী হিজরা এবং আল্লাহ্ পাককে অন্বেষণকারী পুরুষ।"

সুতরাং প্রত্যেকেরই আল্লাহ্ পাককে অন্বেষণকারী পুরুষ হওয়া উচিত। মনে করা যাক, কোন এক ব্যক্তি যদি কুরবানী করে এবং এ কুরবানী যদি আল্লাহ্ পাক-উনার উদ্দেশ্যে করে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টিও হাছিল হলো আর সাথে সাথে গোশ্‌তও খাওয়া হলো। কিন্তু যদি এ কুরবানী গোশত্ খাওয়ার উদ্দেশ্যে করে, তবে শুধু গোশত্ খাওয়াই হবে, আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টি হাছিল হবেনা। তদ্রুপ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত-বন্দেগী করে, তাহলে তিনি আল্লাহ্ পাক-উনার ওলী হবেন এবং সাথে সাথে বেহেশ্‌তও হাছিল হবে। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁর মাহ্‌বুব বান্দাদের বেহেশ্‌ত না দিয়ে কি তাঁর নাফরমান বান্দাদেরকে বেহেশ্‌ত দিবেন? কখনোই না।

আর যারা শুধু বেহেশ্‌তের আশায় ও দোযখের ভয়ে ইবাদত-বন্দেগী করে, তারা আল্লাহ্ পাক-উনার সন্তুষ্টি হাছিল করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বলবেন, "তোমরা আমার মখলুক বেহেশ্‌তের আশায় ও দোযখের ভয়ে ইবাদত-বন্দেগী করেছ। অথচ আমি বলেছিলাম,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ–

অর্থ ঃ "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।" (পবিত্র সূরা জারিয়াত/৫৬)

হাশরের দিনের উত্তম ঘটনা

হাশরের দিনে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক-উনার আরশের নীচে নূরের স্ত ম্ভের উপর বসা থাকবেন। তাঁদের নূরের জ্যোতিতে সমস্ত হাশরের ময়দান আলোকিত হয়ে যাবে। তাঁদেরকে দেখে হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণ পর্যন্ত হায়বিয়তে (চিন্তায়) পড়ে যাবেন। আর বলবেন, "আয় আল্লাহ্ পাক! উনারা আবার কোন্ নবী?" তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, "উনারা কোন নবী নন বরং আমার হাবিব আখেরী রসুল ﷺ উনার উম্মতের মধ্যেই আমার কিছু বান্দা, যারা আমার কাছে কোন নিয়ামতের আশায় ইবাদত করেনি। শুধুমাত্র আমারই সন্ত

ষ্টির জন্যই ইবাদত করেছে। এ কারণেই তাঁদের এ মর্যাদা হাছিল হয়েছে।" তারপর আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন, "তোমরা গিয়ে আমার এ বান্দাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাঁরা আমার কাছে কি চায়।" তখন ফেরেশ্‌তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে তাঁরা বলবেন, "আমরা কিছুই চাইনা।" মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। এটা শুনে আল্লাহ্ পাক বলবেন, "যাও, তাঁদেরকে বল, তাঁরা যেন বেহেশ্‌তে চলে যায়।" একথা শুনে তাঁরা আবার বলবেন, "বেহেশ্‌ত আবার কি? আমরা তো বেহেশ্‌তের জন্য ইবাদত করিনি।" তারপর আল্লাহ্ পাক খুব জালালীর সাথে বলবেন, "যাও, তাঁদেরকে বল, তাঁরা যেন দোযখে চলে যায়।" একথা শুনামাত্র তাঁরা খুশীর আবেগে এক চিৎকার মেরে দোযখের দিকে ছুটতে আরম্ভ করবেন। যখন তাঁরা দোযখের নিকটে চলে যাবেন, তখন দোযখের মালেক ফেরেশ্‌তা তাঁর বাহিনী নিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং আল্লাহ্ পাক-উনার কাছে ফরিয়াদ করতে থাকবেন, "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি আপনার এ বান্দাদেরকে থামান। এদের কেউ যদি একটি আঙ্গুলও দোযখে ডুবিয়ে দেয়, তাহলে দোযখের আগুন আবাদুল আবাদের (চিরদিনের) জন্য নিভে যাবে। আর কখনো এ আগুন জ্বলবেনা। এদের আল্লাহ্ ও নবী প্রেমের ইশ্‌কের আগুনের কাছে দোযখের আগুন কিছুই নয়।" তখন আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে নিজের দীদার (দর্শন) লাভ করাবেন। আর ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন, "যাও, তোমরা এদেরকে কোলে করে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিয়ে দাও।" এভাবেই তাঁদেরকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হবে। (সুবহানাল্লাহ্) (কিতাব আল-আছার, মুছনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি প্রশিদ্ধ কিতাব)

সুতরাং সালেকগণের উচিত, তারা যেন প্রতিটি মূহুর্তে আল্লাহ্ পাক ও তাঁর হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খতামুন্ নাবিয়্যীন, হুজুর পাক ﷺ-উনার ইশ্‌কে নিজেদেরকে নিমগ্ন রাখে। তাহলেই মাশুককে পাওয়া যাবে। মাশুককে যখন পাওয়া যাবে, তখন মাশুকের সমস্ত নিয়ামত এমনিতেই পাওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত আছে,

مَنْ لَّهُ الْمَوْلٰى فَلَهُ الْكُلُّ

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ পাক যার হয়ে যাবেন, সমস্ত কিছুই তার হয়ে যাবে" । কারণ মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا পবিত্র সুরা বাক্বারা আয়াত শরিফ ২৯।

কাজেই ইবাদতের লক্ষ্য যদি নিয়ামত লাভের উদ্দেশ্য হয়, তবে এভাবে মহা মূল্যবান সময় শুধু অপচয়ই হবে, আর এ অপচয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অনেকে বলে থাকে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খতামুন্ নাবিয়্যীন, হুজুর পাক ﷺ-উনার ইত্তেবা উদ্দেশ্য বা মাকছুদ। কিন্তু কথাটি ছোকরের (বেহুঁশীর) অন্তর্গত।

কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

অর্থ ঃ "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।" (পবিত্র সূরা জারিয়াত/৫৬)

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ.

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খতামুন্ নাবিয়্যীন, হুজুর পাক ﷺকে বলেন, আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাককে মুহব্বত কর, তবে মহব্বতের উদ্দেশ্য আমার ইত্তেবা কর, তাহলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে মুহব্বত করবেন। এবং তোমাদের যাবতিয় গুনা সমূহ মাফ করে দিবেন।" (পবিত্র সূরা আলে ইমরান/৩১)

এ আয়াতে কারীমায় পরিস্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাক-উনার মুহব্বত, রেদ্বামন্দী বা সন্তুষ্টি অর্জন করা বান্দার উদ্দেশ্য বা মাকছুদ। কিন্তু তা সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খতামুন্ নাবিয়্যীন, হুজুর পাক ﷺ-উনার ইত্তেবা বা অনুসরণ এবং মহব্বতের মাধ্যমে হতে হবে।

প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার প্রতি মুরীদ বা সালিকগণের আদব-কায়দা সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

মুরীদ বা সালিকের জন্য আদব-কায়দার প্রতি খেয়াল রাখা অবশ্য কর্তব্য। আদব অর্থ স্বাভাবিকতা। অর্থাৎ যাই স্বাভাবিক, তাই আদব। দ্বীন ইসলামকে বলা হয় 'ফিতরাত' বা স্বাভাবিকতার দ্বীন। অর্থাৎ অন্য ভাষায় ইসলাম আদবেরই দ্বীন। অপরদিকে তরীক্বত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে-

اَلطَّرِيْقَةُ كُلُّهٗ اَدَبٌ.

অর্থ ঃ "তরীক্বতের সবটুকুই আদব।" (মাকতুবাত শরীফ, মাদারিজুস্ সালিকীন ইত্যাদি) আরো বলা হয়েছে যে-

اَلتَّصَوُّفُ كُلُّهٗ اَدَبٌ.

অর্থ ঃ "তাছাউফ সম্পূর্ণই আদবের অন্তর্ভূক্ত।" (মাকতুবাত শরীফ, মাদারিজুস্ সালিকীন ইত্যাদি)

আদবের গুরুত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই আমরা এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। প্রকৃতপক্ষে আদব শেখার কোন শেষ নেই। যা কিছু স্বাভাবিক তাই শিখতে হবে, গ্রহণ করতে হবে।

আর আদব শিক্ষার অর্থ নিজের মধ্যে সৎচরিত্রের সমাবেশ করা এবং ়া রক্ষা করা। যার মধ্যে উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, সে চরিত্রবান ও ভদ্র।

আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং তেমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো।" (পবিত্র সূরা তাহ্রীম-৬)

অর্থাৎ তাদেরকে এমন আদব শিক্ষা দাও, যার ফলে তারা দোযখ হতে নিস্কৃতি লাভ করতে পারে।

সহীহ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, নাবিয়্যুস্ সাক্বালাইন হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন-

حُسْنُ الْاَدَبِ مِنَ الْاِيْمَانِ.

অর্থ ঃ "উত্তম আদব হলো ঈমানের অংশ।" অর্থাৎ উত্তম আদবই ঈমান। হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَاَحْسَنَ تَادِيْبِىْ.

অর্থ ঃ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, আমার রব আল্লাহ্ পাক আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তম আদব শিক্ষা দিয়েছেন।" (কানযুল উম্মাল, ইবনুস্ সামআন ইত্যাদি)

প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে-

اَلْاَدَبُ خَيْرٌ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

অর্থ ঃ "আদব স্বর্ণ ও রৌপ্যের চেয়েও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।"

মূলকথা, দুনিয়াবী হোক বা ধর্মীয় হোক, সমস্ত কাজেই আদব ও শিষ্টতা রক্ষা করে চললে মানুষ তার মনজিলে মকছূদে পৌঁছতে সমর্থ হবে।

আদবের শ্রেণী বিভাগ

আদব সাধারণভাবে ৭ প্রকার-

১. আল্লাহ পাক-উনার সাথে আদবঃ

এটি হচ্ছে তাওহীদ সম্পর্কে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক-উনার প্রতি হুসনে যন। বা অধিক ধারণা বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থঃ "হে হাবীব ﷺ আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ পাক এক। আল্লাহ্ পাক বেনিয়াজ বা অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মও নেননি এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।" **(পবিত্র সূরা ইখলাছ-১, ২, ৩, ৪)**

উনার ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ আক্বাঈদের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে-

اَللّٰهُ مُنَزَّهٌ عَنْ جِسْمٍ وَعَرَضٍ وَجَوْهَرٍ وَتَصْوِيْرٍ وَتَعْدِيْلٍ وَتَبْعِيْضٍ

وَتَجْزِيْئٍ وَتَرْكِيْبٍ وَتَنَاهِيٍّ وَتَحْدِيْدٍ.

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা শরীর, চওড়া ও প্রশস্ততা, পরিধি বা ব্যাস বা বস্তু, ছূরত বা আকার-আকৃতি, সংখ্যা, টুকরা, অংশ, সম্মিলিত রূপ, শেষ হওয়া, সীমা ইত্যাদি থেকে পূতঃ পবিত্র।" **(আক্বাঈদে নসফী, শরহে ফিক্বহে আকবর, আকাঈদে দেওবন্দ ইত্যাদি)**

অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার বান্দা বা সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহ পাককে খালিক্ব বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যতটুকু সুধারণা পোষণ করা প্রয়োজন ততটুকু সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।

২. আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার সাথে আদবঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ.

অর্থ ঃ "আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ রসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন।" **(পবিত্র সূরা আলে ইমরান-১৪৪)**

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আক্বাঈদের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّهٗ وَعَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَصَفِيُّهٗ وَنَقِيُّهٗ وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً.

অর্থ ঃ "হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ আল্লাহ পাক-উনার নবী এবং তাঁর বান্দা ও রসূল। তাঁর পক্ষ হতে মনোনীত ও পবিত্রতম। তিনি কখনো মূর্তিপুজা করেননি। এবং চোখের পলকেও আল্লাহ পাক-উনার সাথে কখনো শিরক্ করেননি এবং কবীরা ও ছগীরা গুনাহতে কখনও লিপ্ত হননি।" (আল্ ফিক্বহুল আকবর, আকাঈদে নছফী ইত্যাদি)

অর্থাৎ উম্মত হিসেবে হুযূর পাক ﷺ তাকে খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন হিসেবে যতটুকু সুধারণা পোষণ করা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ করা। তাঁকে কখনও আমাদের মত বা বড় ভাইয়ের মত বা পৃথিবীর অন্য কারোও মত বা মাটির মানুষ মনে না করা। (বুখারী মুসলিম ইত্যাদি) কারণ মাদানী সূরা মায়েদাহ ১৫নং আয়াতে, (قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ) এবং অসংখ্য ছহীহ্ হাদীস শরীফে তাকে সরাসরি নূরনবী ﷺ বলা হয়েছে। যা ইবনে আব্বাস (রা) সহ সকল সাহাবী (রাঃ) গণের ব্যাখ্যা ও মত।

আর মাদানী সূরা আহাযাবের ৩২নং আয়াত শরীফেই বলা হয়েছে। উনার আহলিয়া তথা স্ত্রী গণই কখনও অন্য মহিলার মত নয় يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ। তাহলে তিনি নবীহয়ে কিভাবে আমাদের মত হন?

৩. নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালামগণের সাথে আদব ঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ.

অর্থ ঃ "কোন নবীর পক্ষে খেয়ানত করা সম্ভব নয়।" **(পবিত্র সূরা আলে ইমরান-১৬২)**

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থঃ "কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ পাক তাঁকে কিতাব, শরীয়ত ও নুবুওওয়াত দিবেন। অতঃপর তিনি মানুষদেরকে বলবেন, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আমার ইবাদত করো।" **(পবিত্র সূরা আলে ইমরান-৭৯)**

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ আক্বাঈদের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে-

اَلْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ.

এবং সূরা ইউসুফে আল্লাহ পাক تَعَصَّمَ বা নবীদেরকে নিষ্পাপ মাসুম বলেছেন।

অর্থঃ "সমস্ত নবী-রাসূল আলাইহিমুস্ সালাম ছগীরা, কবীরা, কুফরী, শির্কী, এমনকি অপছন্দনীয় কাজ থেকেও পবিত্র।" **(আল ফিক্বহুল আকবর, আকাঈদে নছফী ইত্যাদি)**

অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার বান্দা হিসেবে নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালামগণের প্রতি যতটুকু সুধারণা পোষণ করা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু সুধারণা পোষণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই উনার খিলাফ আক্বীদা পোষণ করা যাবেনা।

৪. হযরত ছহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণের সাথে আদবঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

অর্থ ঃ "আল্লাহ পাক হযরত ছহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ পাক-উনার প্রতি সন্তুষ্ট।" **(পবিত্র সূরা আল বাইয়্যিনাহ-৮)**

হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

অর্থঃ "হযরত উমার ফারূক رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেন, আমার ছাহাবা আজমাঈন رضي الله عنهم গণ তারকা সাদৃশ্য। তাঁদের যে কাউকে যে কোন ব্যক্তি অনুসরণ করবে সেই হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে।" **(রযীন, মিশকাত, মাছাবীহুস্‌ সুন্নাহ্‌, মিরকাত ইত্যাদি)**

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আক্বাঈদের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে-

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ.

অর্থঃ "ছহাবা رضي الله عنهم গণ সকলই ন্যায়, ইনছাফ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم-উনার উম্মত হিসেবে তাঁর সমস্ত ছহাবায়ে কিরামগ رضي الله عنهم ণকে ছাহাবী হিসেবে যতটুকু সুধারণা পোষণ করা প্রয়োজন ততটুকুই সুধারণা পোষণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই উনার খিলাফ আক্বীদা পোষণ করা যাবেনা। কারণ পবিত্র সূরা তওবার ১০০নং আয়াতশরীফে উনাদের মান্যকারীদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে বলা হয়েছে اَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ এবং পবিত্র সূরা ফাত্‌হের ২৯নং আয়াত শরীফে ছহাবা رضي الله عنهم . উনাদের বিরোধীতা কারী দেরকে কাফের বলা হয়েছে। لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ ।

৫. হযরত আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণের সাথে আদব ঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ.

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি রুজু হয়েছেন তাঁকে অনুসরণ করো।" (পবিত্র সূরা লুক্বমান-১৫)

হাদীছে কুদসী শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ.

অর্থঃ "আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওলীর বিরোধিতা করে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করি।" (বুখারী, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ ইত্যাদি প্রায় ৩৫০টি হাদীস শরীফের কিতাব)

প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত রয়েছে-

اَحِبُّوْا اَوْلِيَاءَ اللهِ فَاِنَّهُمْ هُمُ الْمَقْبُوْلُوْنَ وَلَا تَبْغَضُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ.

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহ পাক-উনার ওলীগণকে মুহব্বত করো, নিশ্চয়ই তাঁরা মকবুল। আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করোনা, নিশ্চয়ই তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত।"

অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উঁনার বান্দা হিসেবে আল্লাহ পাক-উনার ওলীগণের প্রতি এতটুকু সুধারণা পোষণ করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন তাঁদের বেলায়েতের ইহানত না হয়। এবং তাদের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। যা পবিত্র সূরা নিছা ৫৯, সূরা কাহাফ ১৭ ও ২৮ এবং সূরা তওবার ১১৯নং আয়াত সহ অসংখ্য আয়াত শরীফ ও সহীহ হাদীস শরীফ দ্বারা ফরজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত প্রমানিত।

৬. ইনসান ও জিনের প্রতি আদবঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

অর্থঃ "তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলো।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা-৮৩)**

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন-

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ.

অর্থ ঃ "আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বতে মাল-সম্পদ দান করো নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুছাফির, ভিক্ষুক এবং গোলামদেরকে।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা-১১৭)**

মহান আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ মুবারক করেন-

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى. وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থঃ "তোমরা পরস্পরকে নেকী ও পরহেযগারীর মধ্যে সাহায্য করো। পাপ ও আল্লাহ পাক বিরোধী কাজে সাহায্য করো না" **(পবিত্র সূরা মায়িদা-২)**

হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

অর্থঃ "হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" **(তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাক্বী, মিশকাত ইত্যাদি)**

অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার বান্দাগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি এতটুকু সুধারণা পোষণ করবে এবং সদ্ব্যবহার করবে যাতে কারো মান-সম্ভ্রম, ইজ্জত ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। তবে হক্ব কথা বলা উত্তম জিহাদ এবং হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান। যা ছহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমানিত কাজেই হক্ব বললে কারো বিপক্ষে গেলে সমস্যা নেই বা গিবৎ নয় বরং তা উত্তম জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। (বুখারী মুসলিম ইত্যাদি)

৭. মাখলুক্বাতের প্রতি আদবঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا.

অর্থঃ "তিনি (আল্লাহ পাক) তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন সবকিছুই।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা-২৯)**

হাদীছ শরীফে বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ اَحْسَنُ اِلٰى عِيَالِهٖ.

অর্থঃ "হযরত আনাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, সমস্ত মাখলুক হচ্ছে আল্লাহ পাক-উনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক-উনার কাছে ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয় যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।" **(বায়হাক্বী, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিরকাত ইত্যাদি)**

অর্থাৎ সমস্ত মাখলুকাতের প্রতি তার হক্ব অনুযায়ী সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। এছাড়াও আরো অনেক প্রকার আদব রয়েছে। যেমন-

৮. দ্বীন ইসলামের প্রতি আদবঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ.

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক-উনার নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" **(পবিত্র সূরা আলে ইমরান-১৯)**

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন-

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

অর্থঃ "সেই আল্লাহ পাক যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়ে বা সকল দ্বীনকে বাতিল ঘোষণা করে। আর ইহার সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।" **(পবিত্র সূরা ফাত্হ-২৮)**

হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَّهُوْدَ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَّكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِيْ.

অর্থ ঃ হযরত জাবির ﷺ আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত উমার ফারূক ﷺ যখন হুযূর পাক ﷺ-উনার নিকট এসে বললেন, আমরা ইহুদীদের অনেক ধর্মীয় কাহিনী, কথা-বার্তা; নিয়ম-কানুন ইত্যাদি শ্রবণ করে থাকি যা আমাদের নিকট ভাল লাগে। আমরা উহা থেকে কিছু লিখে রাখতে পারবো কি? তখন হুযূর পাক ﷺ বললেন, "তোমরাও কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ বা বিভ্রান্ত রয়েছ? যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা বিভ্রান্ত রয়েছে? আল্লাহ পাক-উনার কসম! আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ দ্বীন এনেছি। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যদি এখন থাকতেন, তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হতো।" **(আহমদ, বায়হাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, মিশকাত ইত্যাদি)**

হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ.

অর্থ ঃ "ইসলাম হচ্ছে আলো বা হিদায়েত। আর কুফরী হচ্ছে অন্ধকার বা গোমরাহী।" অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ইসলামের উপর দায়িম-কায়িম থাকতে হবে।

হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ.

অর্থ ঃ "হযরত হুসাইন ﷺ বলেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, কোন ব্যক্তির জন্য দ্বীনের সৌন্দর্য হলো অহেতুক বা অপ্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা।" **(তিরমিযী, মিশকাত ইত্যাদি)**

মহান আল্লাহ পাক বলেন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (পবিত্র সূরা আলেইমরান ৮৫)

৯. ইসলমির প্রতি আদবঃ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন- رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

অর্থঃ "বলো, ও আমার রব! আমার ইল্‌ম বৃদ্ধি করে দিন।" **(পবিত্র সূরা ত্বাহা-১১৪)**

হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ.

অর্থ ঃ "হযরত আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ইল্‌ম অর্জন করা ফরয।" **(মুসলিম, ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মুসনাদে আবূ হানীফা ইত্যাদি)**

ইল্‌ম হচ্ছে দু'প্রকার। (১) ইল্‌মে ফিক্বাহ (২) ইল্‌মে তাছাউফ।

ইল্‌মে ফিক্বাহ্‌র আদব হচ্ছে- তার দ্বারা যাহিরী আমল এবং ছূরত পরিপাটি ও বিশুদ্ধ করা।

আর ইল্‌মে তাছাউফের আদব হচ্ছে-উনার দ্বারা গায়রুল্লাহ্‌র মুহব্বত দূর করতঃ আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বত-মা'রিফাত অর্জন করে অন্তরকে পরিপাটি ও বিশুদ্ধ করা।

উপরোক্ত সমস্ত প্রকার আদব শিক্ষা করতে হলে আওলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ছোহবত ইখতিয়ার করতে হবে। অন্যথায় তা শিক্ষা করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ" আল্লাহ পাককে ভয় করো এবং ছাদিক্বিন বা সত্যবাদী অলী গণের ছোহ্বত তথা ইখতিয়ার তথা গ্রহণ করো।" **(পবিত্র সূরা তওবা-১১৯)**

অর্থাৎ একমাত্র আওলিয়ায়ে কিরামগণেরই ছোহ্বত ইখতিয়ার করতে হবে।

উত্তম ঘটনা: হযরত আলী হাজবিরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার এক মুরীদের ধারণা হলো, আমি কামালিয়ত অর্জন করেছি, ওলী হয়ে গিয়েছি।

সুতরাং কোন ওলীর বা লোক সংশ্রবে থাকার চেয়ে নির্জনে থাকাই আমার জন্য উত্তম। তাই তিনি লোক সংশ্রব ত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করেন। একবার গভীর রাতে কয়েকজন লোক সেখানে উট নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। সুতরাং উক্ত দরবেশ উটে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। বেশ কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর তাকে একটি মনোরম স্থানে নিয়ে তারা উপস্থিত হলো। এখানে সুন্দর সুন্দর লোক, নানা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য, সুমিষ্ট ফল ও ফোয়ারা রয়েছে। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন। নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি দেখতে পেতেন, তিনি তার ঘরের দরজায় পড়ে রয়েছেন।

বেশ কিছু দিন এভাবে চলতে থাকে। তিনি নিয়মিত উটে আরোহণ করে বেহেশ্তে ভ্রমণ করেন, বেহেশ্তের নিয়ামত আহার করেন। ফলে তাঁর মধ্যে অহংকার ও গৌরব বদ্ধমূল হয়ে গেল। তিনি তার বুযুর্গী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার দাবি করতে লাগলেন। হযরত জুনাইদ রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট গমন করেন। দেখতে পেলেন, সে গৌরব ও অহংকারের দাবানলে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি মুরীদকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। হযরত জুনাইদ রহ্মতুল্লাহি আলাইহি তাসাউফের ফয়েজ দিয়ে বললেন, এরপর যেদিন তুমি সেখানে যাবে, তখন তিনবার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে ফুঁ দিবে।

পরবর্তী রাতে একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটলো। এবার দরবেশের অন্তরে এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো যে, সত্যিই তিনি বুযুর্গীর উচ্চ মর্যদায় উপনীত হয়েছেন। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার উঁচু মর্তবা ও মা'রিফাতের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা রইলো না। তবুও শুধু অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনবার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করে ফুঁ দিলেন।

মুরীদ স্বয়ং বলেন, আমার ফুঁ দেয়ার সাথে সাথেই স্বপ্নের বেহেশ্তের লোকজন যারা পানাহারে মত্ত ছিল, চিৎকার করে পলায়ন করলো। আমি দেখতে পেলাম, আমি একটি আবর্জনার স্তুপের উপর বসা এবং আমার চারপাশে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে মৃত ব্যক্তিদের হাড়। আমি স্বীয় অবস্থা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলাম এবং নির্জনতা ছেড়ে বুযুর্গগণের ছোহ্বতে আসলাম।"

ছোহ্বত সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَائِلِ الْحُكَمَاءَ خَالِلِ الْعُلَمَاءَ جَالِسِ الْكُبَرَاءَ.

অর্থঃ "হযরত জুহাইফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন,বুযুর্গ তথা অভিজ্ঞদেরকে জিজ্ঞাসা করো, আলিমদের সাথে মুহব্বত রাখো এবং বৃদ্ধদের তথা অলীদের সাথে উঠা-বসা করো।" **(কানযূল উম্মাল, হাকীম ইত্যাদি)**

উনার ব্যাখ্যায় বলা হয়, আল্লাহ পাক তাঁর নবী ও রসূল হযরত মূসা عليه السلام - উনার প্রতি ওহী করেছিলেন যে, হে আমার নবী ও রসূল! عليه السلام কয়েক প্রকার লোকের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে কয়েক প্রকার তা'ছীর পয়দা হয়ে থাকে।

(১) আওলিয়ায়ে কিরাম-উনার ছোহবত ইখতিয়ার করলে আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বত ও মা'রিফাত পয়দা হয় এবং দুনিয়া বা গায়রুল্লাহ্র মুহব্বত দূর হয়। সকল ইলম বৃদ্ধি হয়। বরকত রহমত পাওয়া যায়।

(২) যাহিরী আলিমদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে যাহেরী ইল্ম বৃদ্ধি হয় কিন্তু হাক্বীক্বতে পৌছা যায়না। অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বত-মা'রিফাত হাছিল হয়না।

(৩) হাকীম বা অভিজ্ঞদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে প্রত্যেক বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা পাওয়া যায়।

(৪) বৃদ্ধদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়াবী অভিজ্ঞতা পয়দা হয়।

(৫) রাজা-বাদশাহ্দের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে অহংকার পয়দা হয়।

(৬) আমীর-ওমরাহদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়।

(৭) সম্পদশালীদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে ধন-সম্পদের প্রতি লোভ পায়দা হয়।

(৮) স্ত্রীলোকদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে কামভাব বৃদ্ধি পায়।

(৯) বাচ্চা বা শিশুদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করলে খেল-তামাশার প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হয়।

এ জন্য হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

اَلصُّحْبَةُ مُتَأَثِّرَةٌ.

অর্থঃ " ছোহ্বত ক্রিয়া করে।" বা প্রভাবান্বিত করে।

হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الْغِلَّ وَتَهَادُّوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءَ.

অর্থঃ "হযরত আতা' রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, পরস্পর মুছাফাহা করো। এতে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়, মনের কালিমা দূর হয়। একে অন্যকে হাদিয়া দাও। এতে ভালবাসা গভীর হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।" **(মুয়াত্তা মালিক, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)**

আমি (আলী হাজবিরী) হযরত শায়খ আবুল কাসিম গুরগানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, ছোহ্বত বা সঙ্গলাভের শর্ত কি? তিনি বললেন, মানুষকে আনন্দ দিবে এবং উপকার করবে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করার মধ্যেই সংশ্রবের যাবতীয় বিপদ নিহিত। সঙ্গলাভের মাধ্যমে উপকার ও ছওয়াব ঐ সময় অর্জিত হবে, যখন তুমি অন্যের স্বার্থ ও শান্তি কে অগ্রাধিকার দিবে।

২৫. প্রত্যেক সালিক বা মুরীদের মন শায়খের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত। সবক আদায় করতঃ সালিকের কি হাছিল হলো অথবা না হলো সেদিকে দৃষ্টিপাত না করা উচিত কেননা ইহা গায়রুল্লাহ। এবং সবকের হাল উপলব্ধি বা সবকের বিষয়ে অধিক জ্ঞান হাছিলের জন্য অন্য কারো দ্বারস্থ না হওয়া উচিত।

এখানে একটি বিষয় বুঝে নিতে হবে, যে মুরীদ বা সালিক নিজ শায়খ বা মুর্শিদের ওসীলায় ফানা-বাকা মর্তবা পর্যন্ত উপনীত, যার ইল্হাম এমন প্রশস্ত ও উন্মুক্ত যে, তার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা ও তা অনুমোদন করেন ও তার পূর্ণতার সাক্ষ্যদান করেন, শুধুমাত্র সে-ই নিজ ইল্হাম অনুযায়ী আমল করতে পারবে, যদিও তা তার শায়খ বা মুর্শিদের ইল্হামের বিপরীত হয়।

মনে রাখতে হবে, আদব তরীক্বতের জন্য একান্তই আবশ্যক। আদব ব্যতীত ছোহ্বতের কোন ফল পাওয়া যাবেনা। এমনকি তরীক্বতের শিক্ষাই পূর্ণ হবেনা। বর্ণিত আছে, হাদীয়ে বাংলা ও আসাম হযরত কারামত আলী জৌনপুরী রহমতুল্লাহি

আলাইহি, তাঁর শায়খ মুজাদ্দিদুয্ যামান হযরত আহমদ শহীদ রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার দরবার শরীফে ৮ দিনে তরীক্বতের সায়ির-সুলূক শেষ করেন। কিন্তু এরপরও ১০ দিন সেখানে অবস্থান করে আদব শিক্ষা করেন।

বেয়াদবের পরিণতি ও তার আলামত

তরীক্বতের মধ্যে বেয়াদবের কোন ঠাঁই বা স্থান নেই। এ কথাটিকে ফার্সীতে হযরত মাওলানা রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন এভাবে-

از خدا جویم توفیق ادب +

بے ادب محروم گشت از لطف رب.

অর্থঃ "আমি আল্লাহ পাক-উনার নিকট আদব তলব করছি, কারণ বেয়াদব আল্লাহ পাক-উনার রহ্মত (করুণা) থেকে বঞ্চিত।" (মসনবী শরীফ)

ইল্মে তাছাউফের প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, কোন ব্যক্তি হোক সে আলিম অথবা জাহিল আল্লাহ্ পাক না করুন সে যদি কোন আল্লাহর ওলীর সাথে বেয়াদবি করে তবে তার প্রতি আল্লাহ পাক-উনার রহমতের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে লা'নত বর্ষিত হতে থাকে। আর এই লা'নত বুঝার জন্য কয়েকটি আলামত বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ সে ইবাদত-বন্দিগীতে অলস হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ কোন মেয়ে লোক অথবা আমাদের (ক্বারীবুল বুলূগ তথা অল্প বয়স্ক বালকদের) প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর ওলীগণের সরাসরি ও প্রকাশ্য বিরোধিতা করবে।

চতুর্থতঃ হযরত নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালামগণের শানের খিলাফ মন্তব্য করবে।

পঞ্চমতঃ খোদ আল্লাহ পাক-উনার শানের খিলাফ আক্বীদা ও মত পোষণ করবে।

আর বেয়াদবের শেষ পরিণতি হচ্ছে, ঈমান ও আমল হারা হয়ে জাহান্নামী হিসাবে মৃত্যুবরণ করা।

উপরোক্ত আলোচনায় আদবের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা বুঝা যায়। তাই সালিকের জন্য আদব খুবই জরুরী।

কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজ্‌মা ও ক্বিয়াস-উনাদের দৃষ্টিতে ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করা ও কামিল মুর্শিদ-উনার নিকট বাইয়াত হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম প্যাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

অর্থঃ "আর যখন আপনার রব ফেরেশ্‌তাদেরকে বললেন, আমি যমীনে খলীফা প্রেরণ করবো।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা-৩০)**

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক যখন মানুষ প্রেরণ করার বা সৃষ্টি করার কথা ফেরেশতাদেরকে জানালেন, ফেরেশতারা বললেন-

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.

অর্থাৎ "আয় বারে ইলাহী! আপনি কি যমীনে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যারা মারমিারি, কাটাকাটি ও রক্ত প্রবাহিত করবে? অথচ আমরা সবসময় আপনার প্রশংসার সাথে তাস্‌বীহ্‌- তাহ্‌লীল পাঠ করছি ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা-৩০)**

অর্থাৎ যদি তাস্‌বীহ্‌- তাহ্‌লীল ও যিকির-আয্‌কারের জন্যে হয়, তবে তো আমরাই রয়েছি, তাহলে বণী আদম সৃষ্টি করার কি কারণ রয়েছে?

ফেরেশ্‌তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জাননা।" **(পবিত্র সূরা বাক্বারা-৩০)**

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, "আমি যমীনে কেন খলীফা পাঠাবো, তার হাক্বীক্বী রহস্য তোমাদের জানা নেই।" উক্ত গুপ্তভেদ বা হাক্বীক্বী রহস্য জানানোর উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

অর্থঃ " আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" **(পবিত্র সূরা জাবিয়াত-৫৬)**

স্মরণীয় যে, ইবাদত হলো দু'প্রকার-(১) ইবাদতে যাহিরাহ ও (২) ইবাদতে বাতিনাহ।

ইবাদতে যাহিরাহ হচ্ছে-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুয়ামিলাত, মুয়াশিরাত ইত্যাদি। আর ইবাদতে বাতিনাহ হচ্ছে ঈমান ও ইরফানে খোদাওয়ান্দী বা আল্লাহ পাক-উনার মা'রিফাত ও মুহব্বত।

মূলতঃ আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদতে যাহিরার সাথে সাথে ইবাদতে বাতিনাহ তথা ইরফানে খোদাওয়ান্দী বা আল্লাহ পাক-উনার মা'রিফাত-মুহব্বত হাছিল করার জন্য। যদি শুধু ইবাদতে যাহিরাহ করার জন্য হতো, তাহলে ফেরেশ্তারাই যথেষ্ট ছিলেন। তাই উল্লিখিত আয়াত শরীফে لِيَعْبُدُوْنِ শব্দের তাফসীরে মুহাক্কিক-মুদাক্কিক ও অনুসরণীয় মুফাস্সিরীনে কিরামগণ বলেন, لِيَعْرِفُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ পাক জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, শুধুমাত্র ইরফানে খোদাওয়ান্দী বা আল্লাহ পাক-উনার মা'রিফাত-মুহব্বত হাছিল করার জন্য।

এক কথায় যাহির ও বাতিন উভয় দিক দিয়ে আল্লাহ পাক-উনার হাক্বীক্বী আব্দ্ বা গোলাম হওয়াই বান্দার একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই তাছাউফের পরিভাষায় আব্দিয়াতের মাক্বাম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মাক্বাম। অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার মতে পরিপূর্ণ মত এবং সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হুযূর পাক ﷺ-উনার পথে পরিপূর্ণ পথ হওয়াই হাক্বীক্বী আব্দিয়াত বা গোলামী। আর যে ব্যক্তি তা হতে পারবে, সে ব্যক্তিই হাক্বীক্বী আব্দ বা গোলাম।

উত্তম ঘটনা : এ প্রসঙ্গে কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে যে, অনেকদিন পূর্বে আল্লাহ পাক-উনার একজন ওলীবান্দা বাজার থেকে একজন গোলাম (দাস) খরীদ করে আনেন। খরীদ করে বাড়ীতে আনার কিছুক্ষণ পর আল্লাহ পাক-উনার ওলী তাঁর খরীদকৃত গোলামকে জিজ্ঞাসা করেলেন, হে গোলাম! তুমি কি খাবে? গোলাম জবাব দেয়, হুযূর আপনি আমার মনিব, আপনি আমাকে যা খাওয়াবেন আমি তাই খাব। আল্লাহ পাক-উনার ওলী পুণরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পরিধান করবে?

গোলাম জবাব দেয়, আপনি যা পরিধান করতে দিবেন তাই পরিধান করবো। পুণরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় থাকবে? গোলাম জবাব দেয়, আপনি যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবো। আল্লাহ পাক-উনার ওলী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হে গোলাম! তুমি কি কাজ করবে? গোলাম জবাব দেয়, হুযূর! আপনি আমাকে যে কাজ দিবেন, আমি সে কাজই করবো। যেহেতু আমি আপনার ক্রয়কৃত গোলাম।

যখন আল্লাহ পাক-উনার ওলীর খরীদকৃত গোলাম উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করলো, তখন আল্লাহ পাক-উনার ওলী কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত মুরীদ-মু'তাকিদ ও ভক্তবৃন্দ প্রশ্ন করলেন, হুযূর! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে তো সে অন্যায় কিছু বলেনি, বরং সে সন্তুষ্টিমূলক ও সঠিক জবাব দিয়েছে। আল্লাহ পাক-উনার ওলী বলেন দেখ, এ গোলাম সন্তুষ্টিমূলক ও সঠিক জবাব দেয়ার কারণেই আমি কাঁদছি। মাত্র অল্প কিছুক্ষণ হয় এ গোলামকে আমি খরীদ করে এনেছি, আর ইহারই মধ্যে সে তার মতকে আমার মতের সাথে পরিপূর্ণ মিলিয়ে দিয়েছে, এটাই তো হাক্বীক্বী গোলামীর নিদর্শণ। আর আল্লাহ পাক আমাকে গোলামীর জন্য সৃষ্টি করেছেন, অথচ আমি এখনো পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ পাক-উনার মতে মত হতে পারিনি।

মূলকথা হলো, মহান আল্লাহ পাক উম্মতে মুহম্মদীকে ইবাদতের পদ্ধতি ও ইরফানে খোদাওয়ান্দী বা আল্লাহ পাক-উনার মা'রিফাত-মুহব্বত হাছিল করার নিয়ম-নীতি, তর্জ-তরীক্বা বাতিয়ে দেয়ার জন্য, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ, হুযূর পাক ﷺ-উনার মাধ্যমে পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম দান করেন।

আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ ঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সমাপ্ত করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" **(পবিত্র সূরা মায়িদা-৩)**

মূলতঃ জিন ও মানব জাতির জন্য আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হুযূর পাক ﷺ-উনার হুকুম মোতাবেক চলতে হলে যা কিছুর দরকার, সকল বিষয়েরই ফায়সালা বা সমাধান দ্বীন-ইসলামের মধ্যে অর্থাৎ কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াসের মধ্যে রয়েছে।

ইল্‌মে ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাউফ-উনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইবাদতে যাহিরাহ ও ইবাদতে বাতিনাহ উভয়টি সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য অন্ততঃ জরুরত আন্দাজ ইল্‌ম অর্জন করা ফরয।

এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ ঃ "হযরত আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ইল্‌ম অর্জন করা ফরয।" **(মুসলিম, ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত, মাছাবীহুস সুন্নাহ ইত্যাদি)**

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইবাদত যেহেতু দু'প্রকার অর্থাৎ ইবাদতে যাহিরাহ ও ইবাদতে বাতিনাহ, সেহেতু তৎসম্পর্কিত ইল্‌ম দু'প্রকার-ইল্‌মে যাহির ও ইল্‌মে বাতিন, তথা ইল্‌মে ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাউফ।

ইল্‌মে ফিক্বাহ্ হাছিল করার মাধ্যমে বান্দা সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইবাদতে যাহিরাহ অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুয়ামিলাত, মুয়াশিরাত ও আক্বাইদ ইত্যাদি বাহ্যিক ইবাদতসমূহ পালন করতে পারবে।

আর ইল্‌মে তাছাউফ হাছিল করার মাধ্যমে বান্দা ইবাদতে বাতিনাহ অর্থাৎ নিজ অন্তরসমূহকে ইবাদতে যাহিরাহ বিনষ্টকারী কুস্বভাব বা বদ্ খাছলত থেকে হিফাযত করে ইখলাছের সহিত ইবাদতে যাহিরাহ পালন করে মহান আল্লাহ পাক-উনার হাক্বীক্বী মা'রিফাত ও মুহব্বত হাছিল করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنِ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ.

অর্থ ঃ "হযরত হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, ইল্‌ম দু'প্রকার। একটি হচ্ছে, ক্বল্‌বী ইল্‌ম (ইল্‌মে তাসাউফ) যা উপকারী ইল্‌ম। অপরটি হচ্ছে, জবানী ইল্‌ম (ইল্‌মে ফিক্বাহ)-যা আল্লাহ পাক-উনার তরফ থেকে বান্দার প্রতি দলীল স্বরূপ।" (দারিমী, মিশকাত, মিরকাত , আশায়াতুল লুময়াত, লুময়াত ইত্যাদি)

মিশকাত শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার সাইয়্যিদুল মুহাদ্দিছীন হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি "মিরকাত শরীফে" উল্লেখ করেন, মালিকী মাযহাবের ইমাম, ইমামুল আইম্মাহ, হযরত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি ইল্‌মে ফিক্বাহ শিক্ষা করলো অথচ ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করলো না, সে ব্যক্তি ফাসিক। আর যে ব্যক্তি ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করলো কিন্তু ইল্‌মে ফিক্বাহ শিক্ষা করলো না অর্থাৎ গুরুত্ব দিলনা, সে যিন্দিক (কাফির)। আর যে ব্যক্তি উভয়টিই অর্জন করলো, সে ব্যক্তি মুহাক্কিক।"

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইসলামে পরিপূর্ণ ইল্‌ম অর্থাৎ ইল্‌মে ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাউফ জরুরত আন্দাজ শিক্ষা করা ফরযে আইন।

ইল্‌মে তাছাউফ অর্জন করা ফরয হওয়ার কারণ

স্মরণযোগ্য যে, ইল্‌মে ফিক্বাহ যেমন- আক্বাইদ, ইবাদত, মুয়ামিলাত, মুয়াশিরাত ইত্যাদি সম্পর্কিত ইল্‌ম অর্জন করা ফরয তদ্রূপ অন্তর থেকে বদ্ খাছলত বা কুস্বভাবসমূহ বের করে নেক খাছলত বা সুস্বভাবসমূহ হাছিল করে "তাযকিয়ায়ে ক্বল্‌ব"-বা অন্তর পরিশুদ্ধ করার জন্যও জরুরত আন্দাজ ইল্‌মে তাছাউফ অর্জন করা ফরয। যা কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজ্‌মা ও ক্বিয়াস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ ঃ "মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ পাক-উনার ইহসান যে, তাঁদের মধ্য হতে তাদের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহ পাক-উনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে তায্‌কিয়া (পরিশুদ্ধ) করবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন। যদিও তারা পূর্বে হিদায়েত প্রাপ্ত ছিলনা।" (পবিত্র সূরা আলে ইমরান-১৬৪)

অনুরূপ পবিত্র সূরা বাক্বারার ২৯ ও ১৫১নং আয়াত শরীফে এবং পবিত্র সূরা জুমুয়ার ২নং আয়াত শরীফে উপরোক্ত আয়াত শরীফের সমার্থবোধক আয়াত শরীফ উল্লেখ আছে।

মুফাসসিরীনে কিরামগণ يُزَكِّيهِمْ উনার ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তাফসীরের কিতাব যেমন- তাফসীরে জালালাইন, কামালাইন, কুরতুবী, তাবারী, কবীর, খাযিন, বাগবী, ইবনে কাছীর, দুররে মান্‌ছুর, আবী সউদ, মাযহারী, রুহুল বয়ান, রুহুল মায়ানী, মায়ারিফুল কুরআনসহ আরো অনেক তাফসীর গ্রন্থে "তায্‌কিয়ায়ে ক্বল্‌ব" বা অন্তর পরিশুদ্ধ করাকে কুরআন, সুন্নাহর আলোকে ফরয বলেছেন এবং তজ্জন্য ইল্‌মে তাছাউফ অর্জন করাকেও ফরয বলেছেন।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইল্‌মে তাছাউফ অর্জন করার মাধ্যমে অন্তর থেকে বদ্‌ খাছলতসমূহ দূর করে দিয়ে নেক খাছলতসমূহ পয়দা করা ও অন্তর পরিশুদ্ধ করা ফরয।

নেক খাছলত ও বদ খাছলত

অনুসরণীয় ইমাম-মুজতাহিদ ও আল্লাহর ওলীগণ ইল্‌মে তাছাউফকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) মুহলিকাত, (২) মুনজিয়াত। এ প্রসঙ্গে "মুসাল্লামুছ ছুবূত" নামক কিতাবের মুক্বাদ্দিমায় উল্লেখ আছে যে,

وَعِلْمُ الطَّرِيْقَةِ وَهِيَ مُبَاحِثُ الْمُهْلِكَاتِ وَالْمُنْجِيَاتِ.

অর্থঃ "মুহলিকাত" অর্থাৎ ক্বল্‌ব বা আত্মার ধ্বংসসাধনকারী বদ্‌ খাছলত এবং "মুনজিয়াত" অর্থাৎ অন্তরকে মুক্তিদানকারী নেক খাছলত সম্পর্কিত ইল্‌মকেই ইল্‌মে তরীক্বত বা ইল্‌মে তাছাউফ বলে।"

মূলতঃ অন্তর থেকে বদ্‌ খাছলতসমূহ দূর করে দিয়ে নেক খাছলকসমূহ পয়দা করার মাধ্যমেই হাক্বীক্বী ইছলাহ বা পরিশুদ্ধতা লাভ সম্ভব।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

অর্থ ঃ হযরত আমির ﷺ বলেন, আমি হযরত নু'মান বিন বশীর ﷺকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, আল্লাহ্ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "মানব শরীরে এক টুকরা গোশ্ত রয়েছে, তা পরিশুদ্ধ হলে গোটা শরীর পরিশুদ্ধ হবে এবং তা বিনষ্ট বা ধ্বংস হলে গোটা শরীর ধ্বংস হবে। সাবধান! উক্ত গোশ্তের টুকরাটি হলো ক্বল্ব বা অন্তর। (বুখারী, মুসলিম, দারিমী, মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, মাছাবীহুস সুন্নাহ ইত্যাদি)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মুহ্লিকাতের (বদ্ খাছলত) কারণে ক্বল্ব বিনষ্ট হয়। আর মুনজিয়াতের (নেক খাছলত) কারণে ক্বল্ব পরিশুদ্ধ হয়। অতএব, মুহলিকাত ও মুন্জিয়াত সম্পর্কিত ফরয পরিমাণ ইল্ম অর্জন করাও প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। তাই এখানে মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মুহ্লিকাত তথা ক্বলব ধ্বংসকারী আমল সমূহের বিবরণ

মুহ্লিকাত (مُهْلِكَاتٌ) ঐ সকল বদ্ খাছলত বা কুস্বভাবকে বলে, যে সকল বদ্ খাছলত মানুষকে বা মানুষের অন্তরকে ধ্বংস বা হালাক করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে জনৈক বুযুর্গ কবি বলেন-

خواهی که شود دل تو چوں ائنه +

بد چیز بروں کن از درون سینه.

অর্থঃ "তুমি যদি চাও তোমার অন্তর আয়নার মত পরিষ্কার হোক, তবে তুমি তোমার অন্তর থেকে বদ্ স্বভাবসমূহ বের করে দাও।"

এ সকল বদ্ খাছলত হচ্ছে- ১. কিব্র (অহংকার), হাসাদ (হিংসা), ৩. বুগ্য (শত্রুতা), ৪. গদ্বব (রাগ), ৫. গীবত (পরনিন্দা), ৬. হির্ছ (লোভ), ৭. কিয্ব (মিথ্যা), ৮. বুখ্ল (কৃপনতা), ৯. রিয়া (লোক দেখানো), ১০. গুরুর (ধোকাবাজী), ১১. কিনা (অন্যায় ভাবে কারো দুশমনী), ১২. ত্বমা' (হালাল-হারাম না দেখে ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা করা), ১৩. কাছীরুল কালাম (অযথ অতিরিক্ত কথা বলা), ১৪. শরফ (সম্মান কামনা করা), ১৫. হুব্বেজাহ (প্রভুত্ব প্রিয়তা), ১৬. হুব্বুদদুনিয়া (দুনিয়ার মুহব্বত), ১৭. খোদপছন্দী (আত্মগৌরব), ১৮. কুওওয়াতে

শাহ্ওয়াত (কামশক্তি), ১৯. খতা (ভুল, মোহ বা ভ্রম), ২০. হুব্বুল মাল (মালের অধিক মুহব্বত), ২১. নিফাক্ব (কপটতা), ২২. গাফলতী (অলসতা), ২৩. শাব্য়ান (অধিক আহার করা), ২৪. খছ্ম (ঝগড়া), ২৫. নাম্মাম (চোগলখোরী), ২৬. ফুহ্শ (অশ্লিলতা), ২৭. মুনাজিরা (বৃথা তর্ক), ২৮. বদ্ দুয়া (অযথা অভিশাপ), ২৯. তোহ্মত (অপবাদ), ৩০. মকর (ষড়যন্ত্র), ৩১. শিকায়াত (খারাপ বলা, দোষ বর্ণনা করা), ৩২. বদ্ গুমান (কু-ধারণা), ৩৩. আফাতুল লিসান (যবানের খারাবী), ৩৪. জোর্ন (ভীতু), ৩৫. আয্ল্ (তাড়াহুড়া করা), ৩৬. কুফ্র (অস্বীকার করা), ৩৭. আমল (অবৈধ আকাংখা), ৩৮. জিহালত (অজ্ঞতা) ইত্যাদি।

উদাহরণ স্বরূপ "রিয়া" নামক বদ্ খাছলতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত বা আমল করাই হচ্ছে রিয়া। রিয়াকারীর কোন আমল আল্লাহ্ পাক-উনার দরবারে কবুলযোগ্য নয়। তাই রিয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ইল্ম অর্জন করা সকলের জন্য ফরয।

এ প্রসঙ্গে ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে যে-

وَعِلْمُ الرِّيَآءِ لِاَنَّ الْعَابِدَ مَحْرُوْمٌ مِّنْ ثَوَابِ عَمَلِهٖ بِالرِّيَآءِ.

অর্থঃ "রিয়া সম্পর্কিত ইল্ম অর্জন করা ফরয। কারণ ইবাদতকারী রিয়ার কারণে ইবাদতের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।"

মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ.

অর্থ ঃ "ঐ মুছল্লী বা নামাযীদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও আখেরাতে জাহান্নাম, যে মুছল্লীরা অলসতার সাথে এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে।" (পবিত্র সূরা মাউন-৪, ৫, ৬)

সহিহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَلرِّيَآءُ.

অর্থঃ "হয্রত আবূ সাঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, রিয়া হলো গোপন শির্ক।" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন)

হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ.

অর্থঃ "হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, রিয়ার সামান্য অংশও শির্কের অন্তর্ভুক্ত।" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিরকাত ইত্যাদি)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রিয়াকারী ব্যক্তির কোন ইবাদত-বন্দিগী আল্লাহ পাক-উনার দরবারে কবুলযোগ্য নয়।

বদকার আলেমের পরিণতি :

এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا

لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ أُلْقِيَ فِى النَّارِ.

অর্থ ঃ "হযরত আবূ হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোককে প্রথমে বিচারের জন্য আনা হবে। প্রথম যে ব্যক্তিকে আনা হবে, সে হলো একজন শহীদ। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "হে ব্যক্তি! তোমাকে আমি এত শক্তি-সামর্থ দিলাম, তা দিয়ে তুমি কি করেছ? সে বলবে, আল্লাহ পাক! আমি জিহাদ করতে করতে আপনার জন্য শহীদ হয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন, "মিথ্যা কথা! তুমি আমার জন্য জিহাদ করনি, মানুষ তোমাকে বড় পালোয়ান বা শক্তিশালী বা শহীদ বলবে, সেজন্য তুমি জিহাদ করেছ, যুদ্ধ করেছ। আর মানুষ তোমাকে শহীদ বলেছে।" (তোমার বদলা তুমি পেয়েছ) তখন আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন, "হে ফেরেশ্‌তারা! এ লোকটাকে চুলে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।" তাই করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

দ্বিতীয় আরেকজন লোককে আনা হবে, যাকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে। সে কুরআন শরীফ ছহীহ্-শুদ্ধভাবে পড়তে শিখেছে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন, "হে আলিম ছাহেব, ক্বরী ছাহেব! তোমাকে এত ইল্‌ম দেওয়া হয়েছিল, শুদ্ধ করে কুরআন শরীফ পাঠ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, তুমি কি করলে?" সে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ পাক! আমি আপনার জন্যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি, আর আপনার জন্যই আমি কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পাঠ করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন, "মিথ্যা কথা! বরং মানুষ তোমাকে বড় আলিম, বড় ক্বারী ছাহেব বলবে, সে জন্যই তুমি ইল্‌ম অর্জন করেছ, কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়া শিখেছ। কাজেই মানুষ তোমাকে বড় আলিম, বড় ক্বারী ছাহেব বলেছে (তোমার বদলা তুমি পেয়েছ)।" তখন আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন, "হে ফেরেশ্‌তারা! তোমরা এ লোকটাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।" তখন তার চুলে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

এরপর তৃতীয় আরেকজনকে আনা হবে, যাকে অনেক সম্পদ দান করা হয়েছে। তাকে আল্লাহ পাক বলবেন, "হেব্যক্তি! তোমাকে আমি দুনিয়াতে অনেক সম্পদের মালিক করেছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কি করলে?" সে ব্যক্তি বলবে, হে

আল্লাহ পাক! আমি আপনার পছন্দনীয় এমন কোন পথ নেই, যে পথে দান-খয়রাত করিনি। অর্থাৎ আপনি যতগুলো রাস্তা পছন্দ করতেন-মস্জিদ, মাদ্রাসা, লঙ্গরখানা, ইয়াতীমখানা, গরীব-মিস্কীন, রাস্তা-ঘাট পুল, পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত জায়গায় আমি কম-বেশি দান করেছি। কোন প্রার্থীকে আমি খালি হাতে ফিরিয়ে দিইনি। সবাইকে কম-বেশী দান করেছি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ পাক বলবেন, "মিথ্যা কথা! তুমি এজন্য দান করেছ যে, লোকে তোমাকে দানশীল বলবে। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে।" আল্লাহ পাক তখন বলবেন, "হে ফেরেশ্তারা! এ দানশীল ব্যক্তিকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।" তখন ফেরেস্তারা তাকেও চুলে ধরে অধমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (নাউযুবিল্লাহ) (মুসলিম, মিশকাত, মাছাবীহুস সুন্নাহ, শরহে নববী, মিরকাত ইত্যাদি প্রায় ৫০টি সহীহ হাদীস শরিফের কিতাব)

অনুরূপ বাকী সকল বদ্ খাছলতই খুবই নিন্দনীয় এবং তার পরিণতিও ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক।

কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফের উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, উল্লিখিত মুহ্লিকাত বা বদ্ খাছলতসমূহ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, তার পক্ষে "ইবাদতে যাহিরাহ্র" দ্বারা আল্লাহ পাক-উনার হাক্বীক্বী রেযামন্দি কস্মিনকালেও অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ উল্লিখিত বদ্ খাছলতসমূহ বান্দার ইবাদতসমূহকে হালাক বা ধ্বংস করে দেয়।

মুন্জিয়াত-তথা মুক্তি দানকারী আমল সমুহের বিবরণ

মুন্জিয়াত (مُنْجِيَاتٌ) হলো ঐ সকল নেক খাছলত বা সৎ স্বভাব, যে সকল নেক খাছলত বা সৎ স্বভাব নাযাত বা মুক্তি দেয়। অর্থাৎ "তায়াল্লুক মায়াল্লাহ" বা আল্লাহ পাক-উনার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়।

কোন বুযুর্গ কবি বলেন-

خواهی که شوی بمنزل قرب مکین + بنیك چیز نفس خویش را فرما تعلیم.

অর্থঃ "যদি তুমি মহান আল্লাহ পাক-উনার নৈকট্য লাভ করতে চাও, তবে তোমার নফ্স বা অন্তরকে নেক খাছলতসমূহ দ্বারা তা'লীম দাও।"

আর ঐ সকল নেক খাছলত হচ্ছে-১. তওবা (গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন), ২. ছবর (ধৈর্য), ৩. শোকর্ (কৃতজ্ঞতা), ৪. তাওয়াক্কুল (ভরসা), ৫. ইখলাছ (একনিষ্ঠতা), ৬. খওফ (ভয়), ৭. রিদ্বা (সন্তুষ্টি), ৮. মুহব্বত (ভালবাসা), ৯. মুরাক্ববা (চিন্তা-ভাবনা), ১০. মুহাসাবা (আমলের হিসাব), ১১. ইনাবত (রুজু হওয়া), ১২. যুহদ্ (দুনিয়া বিরাগী হওয়া), ১৩. অরা' (পরহেযগারী), ১৪. ক্বনায়াত (অল্পে তুষ্ট), ১৫. তাস্লীম (আত্মসমর্পণ করা), ১৬. তাফাক্কুর (সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা), ১৭. শওক্ব (আগ্রহ), ১৮. তাওহীদ (একত্ববাদ), ১৯. নিয়ত (সংকল্প), ২০. ছিদ্ক (সত্যবাদীতা), ২১. ফক্বর্ স্বেচ্ছায় দারিদ্রতা গ্রহণ করা), ২২. যিক্রুল মউত (মৃত্যুর স্মরণ), ২৩. আহ্ওয়ালে আখিরাত (পরকালের অবস্থা), ২৪. সাখাওয়াত (দানশীলতা), ২৫. তাওয়াদু (বিনয় বা নম্রতা), ২৬. মাকছুদ (আশা), ২৭. মুজাহাদা (চেষ্টা বা কোশেশ) ২৮. মুশাহাদা (ধ্যান বা খেয়াল করা), ২৯. ইল্ম (জ্ঞান), ৩০. ইস্তিক্বামাত (দৃঢ়তা), ৩১. হায়া (লজ্জা), ৩২. ক্বিল্লাতুত্ ত্বয়াম (কম খাওয়া), ৩৩. আদব (শিষ্টাচার), ৩৪. ইয়ার বা হুররিয়াত (স্বাধীনতা বা অপরের লাভকে প্রাধান্য দেয়া), ৩৫. হুযূরী ক্বল্ব (সর্বদা অন্তরে যিকির-ফিকির জারি রাখা), ৩৬. খিদ্মাতুল ফুক্বরা (ওলীগণের খিদমত), ৩৭. উজ্লত (নির্জনতা) ৩৮. তাফবীজ (ভার অর্পন বা দায়িত্ব দেয়া), ৩৯. ইহ্সান (পরোপকার), ৪০. শুজায়াত (বাহাদুরী), ৪১. আহ্দ (ওয়াদা পুরন করা), ৪২. ক্বিল্লাতুল কালাম (কম কথা বলা), ৪৩. ক্বিল্লাতুল মানাম (কম ঘুমানো), ৪৪. কিল্লাতুল ইখলাত মায়াল আনাম (মানুষের সাথে কম মেলামেশা করা) ইত্যাদি।

উদাহরণস্বরূপ ইখলাছের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ পাক-উনার রেযামন্দি বা সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য ইবাদত বা আমল করার নাম হচ্ছে ইখ্লাছ। ইখ্লাছ অর্জন করা বা ইখ্লাছের সাথে আমল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

অর্থঃ "তাদেরকে (ঈমানদার) শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন খালিছভাবে অর্থাৎ ইখলাছের সহিত আল্লাহ পাক-উনার ইবাদত করে।" (পবিত্র সূরা আল বাইয়্যিনাহ-৫)

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِيَ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهٗ خَالِصًا وَّابْتُغِىَ بِهٖ وَجْهُهٗ.

অর্থঃ "হযরত আবূ উমামা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ঐ আমল কবুল করবেন না, যা ইখলাছের সাথে আল্লাহ পাক-উনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা না হয়।" (নাসায়ী, দায়লামী ইত্যাদি)

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ.

অর্থ ঃ "হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তোমাদের অন্তরের (ইখ্লাছের) দিকে লক্ষ্য করেন।" (মুসলিম, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, শরহে নববী, মিরকাত ইত্যাদি)

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হুযূর পাক ﷺ আরো ইরশাদ মুবারক করেন-

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ.

অর্থ ঃ "ইখলাছের সাথে ইবাদত কর। অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" (তারগীব, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ক্বিমিয়ায়ে সায়াদাত ইত্যাদি)

সুতরাং ইখলাছবিহীন কোন ইবাদত-বন্দেগীই মহান আল্লাহ পাক-উনার নিকট কবুলযোগ্য নয়।

দশ লতিফার বিবরণ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তরীক্বাসমূহের ইমামগণ বলেন, "প্রতিটি উম্মতের শরীরে দশটি লতিফা রয়েছে। যেমন- ক্বলব, রূহ, সির, খফি, আখফা, নফস, আব (পানি), আতেশ(আগুন),খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস)।

উল্লিখিত লতিফাসমূহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত এবং প্রত্যেকটি লতিফাই এক একটি নেক খাছলতের মাক্বাম। যেমন-

(১) ক্বলব : বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে অবস্থিত। আর ক্বলব হচ্ছে তওবার মাক্বাম। অর্থাৎ সালিক যখন ক্বলবের সবক্ব আদায় করে, তখন সে পাপ বা নাফরমানী থেকে ফিরে আসে। তওবার বিপরীত হচ্ছে পাপ বা নাফরমানীর মধ্যে মশগুল থাকা। অর্থাৎ যার তওবার মাক্বাম হাছিল না হবে, সে পাপ বা নাফরমানীতে মশগুল থাকবে।

(২) রূহ ঃ ডান স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে অবস্থিত। রূহ হচ্ছে ইনাবতের মাক্বাম। অর্থাৎ নেক কাজের দিকে রুজু হওয়া। আর উনার বিপরীত হচ্ছে পাপ বা নাফরমানীর দিকে রুজু হওয়া। অর্থাৎ যার ইনাবতের মাক্বাম হাছিল না হবে, সে পাপের দিকে রুজু হবে।

(৩) সিরঃ কড়ার উপর বুকের মধ্যখানে অবস্থিত। সির লতিফা যুহদের মাক্বাম। অর্থাৎ দুনিয়া বিরাগী হওয়া, আর উনার বিপরীত হচ্ছে দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্থ থাকা। অর্থাৎ যে ব্যক্তির যুহদের মাক্বাম হাছিল না হবে, সে দুনিয়াদারীর মধ্যে গরক্ব (ডুবে) থাকবে।

(৪) খফি ঃ কপালে অবস্থিত। খফি লতিফা অরা' বা পরহেযগারীর মাক্বাম। অথৃাৎ সন্দেহজনক বস্তু হতে বিরত থাকা। অরা' বা পরহেযগারীর বিপরীত দিক হচ্ছে সন্দেহজনক বস্তুর মধ্যে মশগুল থাকা। অর্থাৎ এমাক্বাম হাছিল না হওয়া পর্যন্ত সে সন্দেহজনক বস্তুর মধ্যে মশগুল থাকবে।

(৫) আখ্ফাঃ মাথার তালুতে অবস্থিত। আখ্ফা হলো শোকরের মাক্বাম। অর্থাৎ এ মাক্বাম হাছিল হওয়ার কারণে যথাযথভাবে নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব। এ ছাড়া যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব নয় বরং নাশোকরী করবে। অর্থাৎ শোকরের মাক্বাম হাছিল না হলে, সে সর্বদাই নাশোকরী করবে।

(৬) নফ্সঃ নাভীমূলে অবস্থিত। নফ্স হলো তাওয়াক্কুলের মাক্বাম। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ পাক-উনার উপর ভরসা করা। আর উনার বিপরীত হলো গায়রুল্লাহ্র উপর ভরসা করা। অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের মাকাম হাছিল না হওয়া পর্যন্ত সে গায়রুল্লাহ্র তথা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুনিয়াবী শক্তির উপর ভরসা করবে।

(৭) আব্ (পানি) ঃ উম্মতের সমস্ত শরীরেই অবস্থিত। আব্ লতিফা ক্বানায়াতের মাক্বাম। অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট থাকা। ক্বানায়াতের বিপরীত দিক হলো অতি লোভী ও

অলস হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ মাক্বাম হাছিল না করবে, সে অতি লোভী ও অলস হবে।

(৮) আতেশ (আগুন) উম্মতের সমস্ত শরীরে অবস্থিত। আতেশ লতিফা তাসলীমের মাক্বাম। অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার আহ্কামসমূহকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া বা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। আর উনার বিপরীত হচ্ছে বাগী বা বিদ্রোহী হওয়া ও বদ্ মেজাজী হওয়া। অর্থাৎ তাসলীমের মাক্বাম হাছিল না হওয়া পর্যন্ত সে বিদ্রোহী ও বদ্ মেজাজী হবে।

(৯) খাক (মাটি) ঃ উম্মতের সমস্ত শরীরে অবস্থিত। ইহা রিদ্বার মাক্বাম অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক-উনার কাজের উপর বা তক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা বা বিনয়ী হওয়া। আর উনার বিপরীত দিক হচ্ছে তক্বদীরের ফায়ছালা অমান্য করা ও খারাপ উদ্দেশ্যে বিনয়ীভাব প্রকাশ করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তির এ মাক্বাম হাছিল না হবে, সে তক্বদীর অমান্যকারী ও অহংকারী হবে।

(১০) বাদ্ (বাতাস) ঃ উম্মতের সমস্ত শরীরের মধ্যে অবস্থিত। বাদ্ লতিফা ছবরের মাক্বাম। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করা। আর উনার বিপরীত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে অধৈর্য্য বা অস্থিরচিত্ত হওয়া ও ভোগ-বিলাসিতায় মশগুল থাকা। অর্থাৎ এ মাক্বাম হাছিল না হলে, সে অধৈর্য্য বা অস্থিরচিত্ত হবে ও ভোগ বিলাসিতায় মশগুল থাকবে।

উল্লেখ্য, শেষ চারটি লতিফাকে "আরবায়ে আনাছির" বলে, যদ্বারা প্রত্যেক উম্মতকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব, মুহ্লিকাত ও মুন্জিয়াত এবং দশ লতিফা সংক্রান্ত ফরয পরিমাণ ইল্ম অর্জন করা ফরযে আইন। অর্থাৎ উম্মতের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে হলে উল্লেখিত বদ্ খাছলতসমূহ অন্তর থেকে দূর করে নেক খাছলতসমূহ অন্তরে পয়দা করতে হবে। শুধুমাত্র মুহ্লিকাত ও মুনজিয়াতের তা'রীফ, সবর, আলামত ও ইজাজ মুখস্ত করলেই বা তার পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করলেই অন্তরের ব্যধি থেকে মুক্তি পাওয়া বা ইল্মে তাছাউফ অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং সাথে সাথে হক্কানী মুরশিদের নিকট মুরিদ হয়ে ক্বলবী যিকির করা বা তরীক্বার সবক্বসমূহ আদায় করা একান্ত কর্তব্য, তবেই ইছলাহ্ বা পরিশুদ্ধতা লাভ করা সম্ভব। যেমন- কোন রোগী যদি ডাক্তারের দেয়া ব্যবস্থাপত্রের শুধু নিয়ম-কানুনই মুখস্থ করে, কিন্তু সে অনুযায়ী ওষুধ না খায়, তবে সুস্থতা লাভ করতে পারবে না।

বিশেষ করে ক্বলবী যিকির ব্যতীত অন্তর পরিশুদ্ধ করা অর্থাৎ মুহ্লিকাত বর্জন ও মুনজিয়াত অর্জনসহ হুযূরী ক্বলব হাছিল করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। অথচ নামাযসহ সকল ইবাদত-বন্দিগী যথাযথ আদায় করতে হলে এবং মহান আল্লাহ পাক-উনার খাছ রেযাবন্দি হাছিল করতে হলে অন্তর পরিশুদ্ধ করা ও হুযূরী ক্বল্ব হাছিল করা অর্থাৎ ক্বল্বে দায়িমীভাবে আল্লাহ পাক-উনার যিকির জারী করা একান্তই অপরিহার্য।

কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফের দৃষ্টিতে কলবী যিকিরের গুরুত্ব ও ফযীলত

মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর কালাম পাকে এবং আখিরী রসূল হাবীবুল্লাহ, নূরে মুজাস্সাম, যিকরুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ হাদীছ শরীফে যিকিরের বহু গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন, যিকিরের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ.

অর্থাৎ- "তোমরা আমার যিকির কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।" তথা সাড়া দিব। (পবিত্র সূরা বাক্বারা-১৫২)

এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ.

অর্থঃ "হযরত আবূ হুরায়রা رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত। হযরত রসূলে পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, মহান আল্লাহ পাক বলেন, আমি আমার বান্দাহ্র নিকটে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ধারণা করে। যখন সে আমার যিকির করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যখন সে একা একা আমার যিকির করে তখন আমিও তাঁকে একা একা স্মরণ করি বা আলোচনা করি। আর যখন সে মজলিসে আমার যিকির করে তখন আমি তাকে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি বা আলোচনা করি।" (বুখারী, মিশকাত, মাছাবীহুস সুন্নাহ ইত্যাদি)।

প্রমাণিত হলো যে, বান্দা যত বেশী আল্লাহ পাক-উনার যিকির করবে তত বেশী আল্লাহ পাক-উনার নৈকট্য ও রহমত লাভ করবে। তাই যিকিরকারীর ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِيْ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

অর্থঃ "হযরত আবূ মূসা আশয়ারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে আর যে যিকির করেনা, তাদের মেছাল বা উদাহরণ হলো, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ ইত্যাদি)।

বান্দা বেশী বেশী যিকির করলে কামিয়াবী হাছিল করবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন- وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থঃ "তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ পাক-উনার যিকির করো। অবশ্যই তোমরা কামিয়াবী হাছিল করবে।" (পবিত্র সূরা জুমুয়া-১০)

যিকির বেশী করলে কতটুকু কামিয়াবী সে প্রসঙ্গে ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ وَاَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهٖ فِى الْكُفَّارِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَاِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً.

অর্থঃ "হযরত আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, হযরত রসূলে পাক صلى الله عليه وسلمকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "ক্বিয়ামতের দিন কোন বান্দাহ আল্লাহ পাক-উনার নিকট শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হবে? (জবাবে) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, 'অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাক-উনার যিকিরকারী পুরুষ ও নারী।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহ পাক-উনার রাস্তায় জিহাদকারী অপেক্ষাও কি?' তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, হ্যাঁ, যদি সে নিজ তরবারী দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে কাটে এমনকি তার তরবারী ভেঙ্গে যায় আর সে নিজে রক্তাক্ত হয় তা হতেও আল্লাহ পাক-উনার যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।" সুবহানাল্লাহ্। (আহমদ, তিরমীযী, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكٰهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْآ اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْآ اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللهِ.

অর্থঃ "হযরত আবূ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না যে, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে কোনটি উত্তম, তোমাদের রবের নিকট অধিক পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর এবং সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এমনকি জিহাদের ময়দানে শত্রুর গর্দান কাটা ও তোমার গর্দান কাটা হতেও উত্তম? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আপনি বলে দিন ইয়া রসূলাল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন, আল্লাহ পাক-উনার যিকির।" (মুয়াত্তায়ে মালিক, আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, মাছাবিহুস্ সুন্নাহ, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি।)

ছহীহ হাদীছ শরীফে যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَىْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَىْءٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى قَالُوْا وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَلاَ اَنْ يَّضْرِبَ بِسَيْفِهٖ حَتّٰى يَنْقَطِعَ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, প্রতিটি বস্তু পরিস্কার করার একটি মাজন বা মাধ্যম রয়েছে। আর অন্তর পরিস্কার করার মাজন বা মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ পাক-উনার যিকির। আল্লাহ পাক-উনার যিকির অপেক্ষা আল্লাহ পাক-উনার আযাব

থেকে অধিক পরিত্রাণ দানকারী আর কিছুই নেই। হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ গণ বললেন, আল্লাহ পাক-উনার রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়? তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, আল্লাহ পাক-উনার রাস্তায় তরবারী চালালেও নয় এমনকি যদি তা ভেঙ্গেও ফেলে।" (দা'ওয়াতুল কবীর লিল বায়হাক্বী, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)

উল্লিখিত হাদীছ শরীফসমূহ যিকিরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-উনার নৈকট্য লাভের ও অন্তর পরিশুদ্ধ করার মাধ্যম বলার সাথে সাথে আমল এমনকি দান-ছদকা ও জিহাদের চেয়েও বেশী গুরুত্ব ও ফযীলত দেয়া হয়েছে।

তাই মহান আল্লাহ পাক বান্দাকে সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ দায়িমীভাবে ও অধিক পরিমাণে যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا.

অর্থঃ " হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ পাক-উনার যিকির করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ্ পাঠ কর।" (পবিত্র সূরা আহ্যাব-৪১, ৪২)

এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اٰخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ لَفْظٍ اَىُّ الْاَعْمَالِ خَيْرٌ وَاَقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ قَالَ اَنْ تُمْسِىَ وَتُصْبِحَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থঃ "হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ থেকে সর্বশেষ যে হাদীছ শরীফ শুনেছি তা হলো, কোন আমল উত্তম এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-উনার নৈকট্য লাভের কারণ? (জবাবে) হুযূর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ মুবারক করেন, তোমার জিহ্বাকে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ পাক-উনার যিকির দ্বারা সিক্ত রাখ।" (ইবনে নাজ্জার, কানযুল উম্মাল ইত্যাদি)

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهٗ فَقَالَ اَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَّقَلْبٌ شَاكِرٌ وَّزَوْجَةٌ مُّؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى اِيْمَانِهٖ.

অর্থঃ "হযরত ছাওবান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো 'আর যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে...' তখন আমরা হযরত নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-উনার সাথে তাঁর কোন এক সফরে ছিলাম। তখন কিছু কিছু ছাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম বললেন, 'এ আয়াত শরীফ 'সোনারূপা' সম্পর্কে নাযিল হলো, আমরা যদি জানতাম, কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা জমা করে রাখতাম। (একথা শুনে) হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ পাক-উনার যিকিরকারী জিহ্বা কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী যে তাকে ঈমান বা দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করে।" (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিশকাত, মিরকাত ,ইত্যাদি)

মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সকাল-সন্ধ্যা ও দায়িমীভাবে আল্লাহ পাক-উনার যিকির করার তাওফীক দান করুন। কারণ জান্নাতবাসীদের কোন আফসুস থাকবেনা, শুধুমাত্র একটা আফসুস থাকবে তাহলো যে সময়টা তারা দুনিয়াতে যিকির ছাড়া কাটিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَلٰى شَيْءٍ اِلاَّ سَاعَةً مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থঃ "হযরত মুয়ায বিন জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ মুবারক করেন, জান্নাতবাসীগণ কোন কিছুর জন্য আফসুস করবেনা। তবে যে সময়টুকু আল্লাহ পাক-উনার যিকির ব্যতীত গত হয়েছে তার জন্য আফসুস করবে।" (দায়লামী, দীনূরী, ক্বাবাসুম্ মিন্ নূরী মুহম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্যাদি)

কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফ-উনাদের দৃষ্টিতে ক্বল্‌বী যিকির ফরজ হওয়ার দলীল এবং যিকিরের গুরুত্ব

মূলতঃ অন্তর পরিশুদ্ধ করা ও হুযূরী ক্বল্‌ব হাছিল করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে "ক্বল্‌বী যিকির"। অর্থাৎ তাছাউফ তথা মুহ্‌লিকাত ও মুন্‌জিয়াত সম্পর্কিত ইল্‌ম অর্জন করার সাথে সাথে ক্বল্‌বী যিকির করতে হবে, তবেই অন্তর পরিশুদ্ধ হবে ও হুযূরী ক্বল্‌ব অর্জিত হবে এবং নামাযসহ সকল ইবাদত-বন্দিগী শুদ্ধভাবে বা ইখলাছের সহিত আদায় করা সম্ভব হবে। যার ফলে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর দলিল সাপেক্ষে সাহাবা رضي الله عنهم সহ ওলী-আওলীয়াদের সকলেই ক্বল্‌বী যিকির করাকে ফরয বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

অর্থ "সাবধান! আল্লাহ পাক-উনার যিকিরের দ্বারাই ক্বল্‌ব (অন্তর) ইতমিনান বা পরিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ হুযূরী বা খুশু-খুযূ হাছিল হয়।" প্রশান্তি লাভ করে। (পবিত্র সূরা রা'দ-২৮)

কারণ স্বরূপ উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَّصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেন, "প্রত্যেক জিনিস পরিস্কার করার যন্ত্র রয়েছে। আর ক্বল্‌ব বা অন্তর পরিস্কার (পরিশুদ্ধ) করার যন্ত্র (মাধ্যম) হচ্ছে আল্লাহ পাক-উনার যিকির (ক্বলবী যিকির)।" (বায়হাক্বী, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিরকাত ইত্যাদি)

অর্থাৎ ক্বল্‌বী যিকিরের দ্বারা ক্বল্‌ব পরিস্কার হয়ে ইখলাছ তথা খুশু-খুযূ বা হুযূরী হাছিল হয়। উক্ত আয়াত শরীফ ও হাদীছ শরীফের দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্তর পরিশুদ্ধ অর্থাৎ ইখলাছ তথা হুযূরী বা খুশু-খুজু হাছিল করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে যিকির অর্থাৎ "ক্বল্‌বী যিকির।"

হযরত ইমাম-মুজতাহিদ ও আওলিয়ায়ে কিরামগণ কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ করতঃ যিকিরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন-লিসানী যিকির অর্থাৎ মৌখিক যিকির এবং ক্বল্বী যিকির অর্থাৎ অন্তরের যিকির। লিসানী যিকির হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার তাস্বীহ-তাহ্লীল, দুয়া-দরূদ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, ওয়াজ-নছীহত হারাম ও হালাল বিচার করে চলা ইত্যাদি। মূলতঃ লিসানী যিকিরের দ্বারা সার্বক্ষণিক বা দায়িমীভাবে আল্লাহ পাক-উনার যিকিরে মশগুল থাকা সম্ভব নয়। কারণ উল্লেখিত যিকিরসমূহ সময় ও স্থান বিশেষে করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। যেমন ওযু-ইস্তিঞ্জা, খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা, নিদ্রা ইত্যাদি। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে সার্বক্ষণিক বা দায়িমীভাবে যিকিরে মশগুল থাকা। কারণ বান্দা যে মুহূর্তে বা সময়ে আল্লাহ পাক-উনার যিকির থেকে গাফিল বা অমনোযোগী হয়, তখনই শয়তান তাকে ওয়াস্ওয়াসা দিয়ে পাপ বা নাফরমানীতে লিপ্ত করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ وَّاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

অর্থঃ "যারা আল্লাহ পাক-উনার যিকির থেকে বিরত (গাফিল) থাকে, তাদের জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর সেই শয়তান তাদের সঙ্গী হয় এবং তাদেরকে সৎ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে অর্থাৎ পাপ কাজে লিপ্ত করে দেয়। অথচ তারা মনে করে, তারা সৎ পথেই রয়েছে।" (পবিত্র সূরা যুখরূফ-৩৬, ৩৭)

আর ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

অর্থ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেন, শয়তান আদম সন্তানের ক্বল্বে আসন পেতে বসে থাকে। যখন আদম সন্তান যিকির করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আর যখন যিকির থেকে গাফিল হয়, তখন শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়।" (বুখারী, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ ইত্যাদি)

উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লেখ আছে যে-

فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ مِنْ دَوَامٍ عَلٰى ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ لَمْ يَقْرُبَهُ الشَّيْطَانُ بِحَالٍ قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْ نَسِيَ اللّٰهَ وَتَرَكَ مُرَاقَبَتَهُ وَلَمْ يَسْتَحْيِ مِنْهُ اَوْ اَقْبَلَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ حُظُوْظِ نَفْسِهٖ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ شَيْطَانًا يُوَسْوِسُ لَهُ فِيْ جَمِيْعِ اَنْفَاسِهٖ وَيَغَرِّى نَفْسَهُ اِلٰى طَلَبِ هَوَاهَا حَتّٰى يَتَسَلَّطَ عَلٰى عَقْلِهٖ وَعِلْمِهٖ وَبَيَانِهٖ.

অর্থঃ "উক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহ পাক-উনার যিকিরে মশগুল থাকে, শয়তান কোন অবস্থাতেই তার নিকটবর্তী হতে পারে না। মুফাস্‌সিরীনেকেরামগণ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাককে ভুলে যায় এবং তাঁর মুরাক্বাবা পরিত্যাগ করে এবং যতক্ষণ সে তার এ অবস্থা থেকে ফিরে না আসে অর্থাৎ যিকির-আযকার, মুরাক্বাবা-মুশাহাদা না করে, অথবা সে খাহেশাতে নফ্‌সের কোন একটির প্রতি অগ্রসর হয় তখন তার জন্য একটা শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায়। উক্ত শয়তান প্রতি মুহূর্তে তাকে ওয়াস্‌ওয়াসা দেয় এবং ধোকা দেয় খাহেশাতে নফ্‌স্‌কে অনুসরণের জন্য। পরিণামে খাহেশাতে নফ্‌স্‌ তার আক্বল, ইল্‌ম্‌ ও বয়ানের উপর প্রবল হয়।" অর্থাৎ সে মুখ দিয়ে যা বলে তা পালন করে না এবং তার কথার সাথে কাজের মিল থাকে না

তাদেরকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

অর্থঃ "ঐ ব্যক্তিকে অনুসরণ করো না, যার ক্বল্‌ব আমার যিকির থেকে গাফিল রয়েছে। অর্থাৎ যার ক্বল্‌বে যিকির নেই, সে নফ্‌সকে (শয়তানকে) অনুসরণ করে। আর তার কাজগুলো (আমলগুলো) শরীয়তের খিলাফ।" তথা কবিরা গুনাহ্‌। (পবিত্র সূরা কাহ্‌ফ-২৮)

অতএব, বুঝা গেল যে, ক্বলবী যিকির ব্যতীত শয়তান ও শয়তানী ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে বেঁচে থাকা যেমন অসম্ভব, তদ্রুপ শরীয়তের খিলাফ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আদৌ সম্ভব নয়।

তাই অন্তর পরিশুদ্ধ করতে হলে বা শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে হলে ক্বল্‌বী যিকির করতে হবে। কারণ ক্বল্‌বী যিকিরই সার্বক্ষণিক বা দায়িমী যিকিরের একমাত্র মাধ্যম।

মহান আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টি, দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে জান্নাত লাভের সহজ পথ

যেমন দায়িমী বা ক্বল্‌বী যিকির সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ.

অর্থঃ "সকাল-সন্ধ্যা, স্বীয় অন্তরে, সবিনয়ে, সভয়ে, অনুচ্চ আওয়াজে তোমার রব-উনার যিকির (স্মরণ) কর। আর (এ ব্যাপারে) তুমি গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা।" (পবিত্র সূরা আ'রাফ-২০৫)

উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাস্‌সির, ইমামুল মুফাস্‌সিরীন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জগদ্বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে কবীরে" উল্লেখ করেন-

من الناس من قال ذكر هذين الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان.

অর্থঃ "কেউ কেউ বলে, শুধুমাত্র সকাল-সন্ধ্যা যিকির করার কথা উক্ত আয়াত শরীফে বলা হয়েছে। মূলতঃ উক্ত আয়াত শরীফে সকাল-সন্ধ্যা যিকির করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দায়িমী বা সার্বক্ষণিক যিকির এবং সাধ্যানুযায়ী যিকিরে মশগুল থাকো।" অনুরূপ তাফসীরে রুহুল বয়ানেও উল্লেখ আছে।

প্রমাণিত হলো যে, অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও দায়িমী হুযূরী অর্জন করতে হলে অবশ্যই ক্বল্‌বী যিকির করতে হবে। কারণ ক্বল্‌বী যিকির ব্যতীত যেরূপ অন্তরের পরিশুদ্ধতা লাভ করা সম্ভব নয়, তদ্রুপ দায়িমী বা সার্বক্ষণিক হুযূরীও হাছিল করা অসম্ভব। তাই তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে-

دوام الحضور بالقلب اذ لا يتصور دوام الذكر باللسان.

অর্থঃ " দায়িমী হুযূরী বা যিকির কেবলমাত্র ক্বল্‌বের দ্বারাই সম্ভব। কেননা লিসান বা মুখ দ্বারা দায়িমী বা সার্বক্ষণিকভাবে যিকির করা অসম্ভব।"

তাই সকলেই তাছাউফের কিতাবসমূহে "ক্বল্‌বী যিকির" করাকে ফরয বলেছেন।

স্মর্তব্য, ইতিপূর্বে মুহ্‌লিকাত, মুন্‌জিয়াতসহ দশ লতিফার ইল্‌মীবিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা আমলে রূপায়িত করার জন্য প্রথমতঃ কামিল সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার নিকট বাইয়াত হয়ে মুরাক্বাবা-মুশাহাদা করে জরুরত আন্দাজ ইল্‌মে তাছাউফের মাক্বাম হাছিল করতে হবে। তবেই সত্যিকার অর্থে মুহ্‌লিকাত তথা বদ্ খাছলতসমূহ দূর হবে এবং মুন্‌জিয়াত তথা নেক খাছলতসমূহ অর্জিত হবে।

ক্বলবে যিকির জারী হওয়া প্রসঙ্গে

লতিফাসমূহে যিকির জারীর অর্থ উক্ত লতিফাসমূহে সর্বক্ষণ আল্লাহ আল্লাহ যিকির হওয়া। অর্থাৎ যার যে লতিফার যিকির জারী হবে, সে ব্যক্তির চলা-ফেরা, উঠা-বসা, ঘুম, খাওয়া, ওযু-ইস্তিঞ্জা, সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষণ সে লতিফা আল্লাহ আল্লাহ যিকির করবে। আর তাতে তার উক্ত লতিফা সংশ্লিষ্ট বদ্ খাছলতসমূহ বিদূরীত হবে এবং সৎ গুণসমূহ অর্জিত হবে। যেমন, ক্বল্‌ব লতিফাকে বলা হয় তওবার মাক্বাম। যার কৃল্‌বে যিকির জারী হবে অর্থাৎ যার ক্বল্‌ব তার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সর্বক্ষণ আল্লাহ আল্লাহ যিকির করবে, তখন তওবার মাক্বামের গুণ হিসেবে তার দ্বারা যদিও কোন গুনাহ সংঘটিত হয় তবুও গুনাহ্ করার পর গাফিল থাকার মানসিকতা দূর হবে এবং গুনাহ করার সাথে সাথে খাছ তওবা করার যোগ্যতা পয়দা হবে। এছাড়াও কৃল্‌বের মাক্বামের আরো অনেক তাৎপর্য রয়েছে।

অনুরূপ কৃল্‌বের পরে যথাক্রমে রূহ্, সির, খফি, আখ্‌ফা, নফ্‌স, আব্, আতেশ, খাক, বাদ্ অর্থাৎ দশ লতিফার প্রত্যেকটিতে যিকির জারী হলে সে লতিফার সংশ্লিষ্ট বদ্ খাছলতসমূহ বর্জিত হয় এবং সৎ গুণাবলী অর্জিত হয়। শায়খ বা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার হাতে বাইয়াত হয়ে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে যিকির করলে সাধারণতঃ প্রতিটি লতিফার যিকির জারী হতে এক মাস সময় লাগে। তবে কোশেশ ও ইখলাছের তারতম্যের কারণে কম-বেশী সময় লাগতে পারে।

সুলত্বানুল আয্‌কার যিকির প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য, দশ লতিফার প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা যিকির জারী হওয়ার পর সম্মিলিতভাবে দশ লতিফার যিকির করতে হয়। আর একেই বলা হয় সুলত্বানুল আয্‌কার বা যিকিরের বাদশাহ। এতে প্রথমে প্রত্যেক পশমের গোড়ায় গোড়ায় অতঃপর পর্যায়ক্রমে চামড়া, গোশ্‌ত, রক্ত, হাড় ও তার মজ্জায় অর্থাৎ সমগ্র শরীরে আল্লাহ আল্লাহ যিকির জারী হয়ে যায়, তখন মাথার তালু হতে পায়ের তলা পর্যন্ত শরীরের সবকিছুই আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতে থাকে।

আরো উল্লেখ্য, সুলত্বানুল আয্‌কার যিকিরের তিনটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে।

প্রথমতঃ সালিক বা মুরীদ অনুভব করতে পারবে যে, তার শরীরের সবকিছুই আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছে।

দ্বিতীয়তঃ সালিক অনুভব করতে পারবে যে, তার আশে-পাশের গাছ-পালা, তরুলতা সবকিছুই আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছে।

তৃতীয়তঃ সালিক অনুভব করতে পারবে যে, তাহ্তাস্সারা হতে ফাওক্বাল আর্শ্ পর্যন্ত সবকিছুই আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত যত ক্বায়িনাত বা মাখলুকাত রয়েছে, সবই আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির করছে। যে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক ফরমান-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

অর্থঃ "সাত আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুই তাঁর (আল্লাহ পাক-উনার) তাস্বীহ্ পাঠ করছে। এমন কিছুই নেই; যা তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করে না। কিন্তু তোমরা তা বুঝনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাশীল।" (পবিত্র সূরা বণী ইস্‌রাঈল-৪৪)

তাছাউফের পরিভাষায় একেই সুলত্বানুল আয্‌কারের শেষ স্তর বলা হয়। এ সবক্ব বা মুরাক্বাবা-মুশাহাদার দ্বারাই মুহ্লিকাত বা বদ্ গুণাবলী দূর হয়ে অন্তরে মুনজিয়াত বা সৎ গুণাবলী পয়দা হয়, যার ফলে সালিক বেলায়েতের দরজা তথা বেলায়েতে আমুল খাছ হাছিল করে। তাই কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজ্মা ও ক্বিয়াসের ছহীহ্ বর্ণনা সাপেক্ষে সকল ইমাম-মুজ্তাহিদ, আওলিয়ায়ে কিরাম ও মাশায়িখে ইযাম এরূপভাবেযিকির-ফিকির, মুরাক্বাবা-মুশাহাদার মাধ্যমে ক্বল্‌বসহ দশ লতিফায় যিকির জারী করতঃ অন্ততঃপক্ষে বেলায়েতে আমুল খাছ হাছিল করাকে ফরয-ওয়াজিব বলেন। তাঁদের মতে, অন্তর পরিশুদ্ধ করে ইখলাছ অর্জন করার এটাই একমাত্র উপায় বা পদ্ধতি।

পিতা-মাতা জীবিত থাকতেই এবং মহিলগণ স্বামীর উপস্থিতিতেই পর্দার সহিত শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া ফরজ

অনেকে মনে করে যে, পিতা-মাতা জীবিত থাকা কালে সন্তান-সন্তুতি এবং স্বামী থাকতেই মহিলারা শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া যায় না। অথবা বলে থাকে মহীলাদের জন্য স্বামী এবং সন্তানদের জন্য পিতা-মাতাই বড় পীর। এটা একটি অবান্তর ধারণা এবং মানুষকে ধোকা দেওয়ার ষড়যন্ত্র, যার শরীয়তের সাথে কোন মিল নেই। কারণ পিতা-মাতাই যদি বড় পীর হয়ে থাকে তাহলে যার পিতা-মাতা বেঈমান বা নাস্তিক তার পীর কে? এবং হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহী আলাইহি এবং হযরত আবু হানিফা রহমাতুল্লাহী আলাইহি সহ সকল

ওলি-আওলীয়াগণের মা-বাবা সত্তিকারের আল্লাহ্ ওয়ালা হওয়ার পরেও উনারা সকলেই মা-বাবা ছাড়াও হক্কানি অলীদের কাছে কেন বাইয়াত হয়েছেন? অথবা স্বামীই যদি বড় পীর হয়ে থাকে তাহলে যার স্বামী নাস্তিক বা বেঈমান তার পীর কে? যেমন হযরত আছিয়া আলাইহাছ ছালাম উনার স্বামী ফেরাউন কাফির হওয়ার কারনে তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম উনার কাছে বাঈয়াত হয়েছিলেন। ছহীহ্ হাদীছ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَفِیْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ.

অর্থঃ "হযরত আনাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ইল্‌ম্ অর্জন করা ফরয।" (মুসলিম, ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মুসনাদে আবূ হানীফা ইত্যাদি)।

ছহীহ হাদীছ শরীফে আরো উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنِ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَالِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ.

অর্থঃ "হযরত হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, ইল্‌ম দু'প্রকার, একটি হচ্ছে ক্বল্‌বী ইল্‌ম (ইল্‌মে তাছাউফ) যা উপকারী ইল্‌ম। অপরটি হচ্ছে জবানী ইল্‌ম (ইলমে ফিক্বাহ) যা আল্লাহ পাক-উনার তরফ থেকে বান্দার প্রতি দলীল স্বরূপ।" (দারিমী, মিশকাত, মিরকাত , মাছাবীহুস্ সুন্নাহ ইত্যাদি)

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয বলতে বুঝায় ইল্‌মে ফিক্বাহ ও ইল্‌মে তাছাউফ। উভয়টিই জরুরত আন্দাজ শিক্ষা করা ফরজ।"

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার আব্বা-আম্মা এবং নিজেও বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও অলী হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেন-

لَوْ لَا سَنَتَانِ لَهَلَكَ اَبُوْ نُعْمَانَ

অর্থঃ "আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি ধ্বংস হয়ে যেতাম যদি দু'বছর না পেতাম।" (সাইফুল মুক্বাল্লিহীন, ফতওয়ায়ে ছিদ্দীক্বিয়া ইত্যাদি) অর্থাৎ তিনি উক্ত দু'বছর হযরত ইমাম বাকের ও জা'ফর ছাদিক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহিমা-উনাদের দরবার শরীফে থেকে ইল্‌মে তাছাউফ হাছিল করেন।

উল্লেখ্য, হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রথমে হযরত ইমাম বাকির রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার কাছে মুরীদ হন এবং তাঁর বিছাল শরীফের পর তাঁরই ছেলে হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক্ব রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার কাছে বাইয়াত হয়ে কামালিয়াত হাছিল করেন। যা বিশ্বখ্যাত গায়াতুল আওতার ফী শরহে দুরবিল মুখতার, সাইফুল মুকাল্লিদীন, ইছনা আশারিয়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বিশ্বখ্যাত কিতাব মিশকাত শরীফের শরাহ্ মিরকাত শরীফে হযরত ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি (যিনি মালিকী মায্হাবের ইমাম)-উনার ক্বওল উল্লেখ করেছেন যে-

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

অর্থঃ " যে ব্যক্তি ইল্‌মে ফিক্বাহ শিক্ষা করলো অথচ ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করলো না, সে ব্যক্তি ফাসিক আর সূরা কাহাফের ২৮ নং আয়াত শরীফের ভিত্তিতে কবিরা গুণাহগার বা ফাসেকের অনুসরণ করা হারাম। আর যে ব্যক্তি ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করলো কিন্তু ইল্‌মে ফিক্বাহ শিক্ষা করলো না অর্থাৎ গুরুত্ব দিলনা, সে যিন্দিক (কাফির)। আর যে ব্যক্তি উভয়টিই অর্জন করলো, সে ব্যক্তি মুহাক্কিক।" (মিরকাত শরীফ)

আর ইলমে ফিক্বাহ্ অর্থাৎ ওযু, গোসল, ইস্তিঞ্জা, মুয়ামিলাত, মুয়াশিরাত ইত্যাদি শিক্ষার জন্য ওস্তাদ গ্রহণ করা যেমন মা-বাবা ও স্বামী বিদ্যান থাকার পরেও ফরয (আবশ্যক)। সেটা মাদরাসায় গিয়েই হোক অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোন ওস্তাদের নিকট থেকেই হোক তা জরূরত আন্দাজ শিক্ষা করা ফরয। তদ্রুপ ইল্‌মে তাছাউফের জন্যও মা-বাবা ও স্বামী বিদ্যান থাকার পরেও ওস্তাদ গ্রহণ করা ফরয। আর এ ওস্তাদকেই আরবীতে 'শায়খ' বা 'মুর্শিদ' বলা হয়। আর ফারসীতে 'পীর' বলা হয়।

'দুররুল মুখতার' যা বিশ্বখ্যাত ফতওয়ার কিতাব তার মধ্যে একটি উছূল উল্লেখ করা হয়েছে-

مَالَايَتِمُّ بِهِ الْفَرْضُ فَهُوَ فَرْضٌ مَالَايَتِمُّ بِهِ الْوَاجِبُ فَهُوَ وَاجِبٌ.

অর্থঃ "যে আমল ব্যতীত ফরয পূর্ণ হয় না, সে আমল করাও ফরয। যে আমল ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, সে আমল করাও ওয়াজিব।"

(ইলমে ফিক্বাহ বা দুনিয়াবী সকল জ্ঞান শিক্ষা) করার জন্য প্রত্যেকের পিতা-মাতা, স্বামী - অথবা মুরুব্বীগণই বিদ্যান থাকার পরেও তারা সকলেই নিজেদের সন্তানকে এবং স্বামী নিজ স্ত্রীকে মাদরাসায় অথবা স্কুল-কলেজে ভর্তি করিয়ে থাকেন। কারো যদি পিতা-মাতা, স্বামী অথবা মুরুব্বী জীবিত না থাকেন, তাহলে তার পক্ষে ইল্‌মে ফিক্বাহ্‌ বা দুনিয়াবী জ্ঞান শিক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সময় বিশেষে অসম্ভবও হয়ে যায়। কেননা ইল্‌মে ফিক্বাহ্‌ শিক্ষা করার সময় যেমন থাকা-খাওয়া, লেখা-পড়া ইত্যাদির জন্য টাকা-পয়সার জরূরত হয়, সে টাকা-পয়সার আঞ্জাম দেন পিতা-মাতা, স্বামী অথবা মুরুব্বীগণ। অনুরূপ ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করার সময়ও থাকা-খাওয়া, লেখা-পড়া ইত্যাদির জন্য টাকা-পয়সার জরূরত হয় এবং সে টাকা-পয়সার আঞ্জাম দেন পিতা-মাতা, স্বামী ও মুরুব্বীগণ। এটাই যদি সত্য হয় যে, পিতা-মাতা, স্বামী অথবা মুরুব্বীগণ জীবিত থাকা কালীন ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করা যাবে না, তাহলে যে সকল সন্তানেরা পিতা-মাতা অথবা স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় ইন্তেকাল করলো, তারা তো ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করতে পারলো না, যা তাদের জন্য ফরয ছিল। যার ফলে তারা একটি ফরয আদায় করা হতে মাহ্‌রূম থেকে গুনাহ্‌গার হলো। আর যদি পিতা-মাতা ও স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় ইল্‌ম অর্জন করা না যায়, তাহলে সন্তানদের ইল্‌ম অর্জন করার জন্য কি পিতা-মাতার ও স্বামীর মৃত্যু কামনা করতে হবে? (নাউযুবিল্লাহ)

কাজেই, পিতা-মাতা ও স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া যাবে না-এ ধারণা বা বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহর খিলাফ তথা কুরআন সুন্নাহ অস্বীকার করার কারনে কুফরীর তথা বেঈমানীর অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যদি পিতা-মাতা বা স্বামীই বড়পীর হয় তাহলে যাদের পিতা-মাতা ও স্বামী ফরজ তরক কারী ও হারাম কাজ সম্পাদন কারী তাদের পীরকে? যেমন করে আছিয়া আলাইহাস সালাম-উনার স্বামী ছিলো ফেরআউন ইত্যাদি।

শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর বাধা গ্রহণযোগ্য নয় :-

পূর্ববর্তী আলোচনা দ্বারা অকাট্যভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই ইলমে ফিক্বাহ্র সাথে সাথে ইছলাহ বা আত্মশুদ্ধি হাছিল করার লক্ষ্যে জরুরত আন্দাজ ইল্মে তাছাউফ হাছিল করাও ফরয। আর ইলমে তাছাউফ যেহেতু শায়খ বা মুর্শিদ ব্যতীত অর্জন করা যায় না তাই পিতা হোক, মাতা হোক, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, স্বামী হোক, স্ত্রী হোক সকলের জন্যই একজন কামিলে মুকাম্মিল শায়খ বা মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা ফরয। তবে যে কোন কাজ করার পূর্বে সন্তানের জন্য পিতা-মাতা আর স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়া বরকতের কারণ। কিন্তু সেজন্য যে বিষয়ে পিতা-মাতা বা স্বামীর জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে তাদের নিষেধাজ্ঞা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا.

অর্থ "যদি তারা তোমাকে শরীক (শির্ক্) করার জন্য আদেশ করে, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তাদেরকে অনুসরণ করো না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে উত্তমভাবে বসবাস কর।" (পবিত্র সূরা লুক্বমান-১৫)

আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

অর্থঃ "হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, কোন মখলুকের অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহ পাক-উনার নাফরমানী তথা হুকুমের খিলাফ করা যাবে না।" (বুখারী শরীফ, শরহুস্ সুন্নাহ ইত্যাদি)

অর্থাৎ কোন সন্তানকে যদি পিতা-মাতা এবং কোন স্ত্রীকে যদি স্বামী মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে নিষেধ করে তবে সন্তান ও স্ত্রীর জন্য সে নিষেধ মান্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয হবে না। কারণ তাদের উক্ত নিষেধ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার হুকুমের খিলাফ।

উপরোক্ত আয়াত শরীফ এবং হাদীছ শরীফ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, পিতা-মাতা সন্তানকে এবং স্বামী স্ত্রীকে কোন আদেশ করলে তা যদি শরীয়ত সম্মত হয়, তাহলে তা মানতে হবে। আর যদি শরীয়তের খিলাফ হয়, তাহলে তা মানা যাবে না। যেহেতু বাইয়াত হওয়া কুরআন সুন্নাহের অকাট্য দলীল সাপেক্ষেই ফরজ। তবে সর্বদাই সৎভাবে তাদের সাথে জীবন-যাপন করতে হবে।

সুতরাং কোন পিতা-মাতা যদি সন্তানকে এবং কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে বাইয়াত হতে নিষেধ করে তবে তা শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী মানা যাবে না। যেহেতু বাঈয়াত হওয়া কুরআন সুন্নাহের অকাট্য দলিল সাপেক্ষেই ফরজ তবে বরকতের জন্য জানানো যেতে পারে।

আর যদি কারো পিতা-মাতা বা স্বামী পীর, বুযুর্গ, ওলীআল্লাহ অথবা হক্কানী আলিম হন, তাহলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। কারণ আল্লাহ পাক বলেন-

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ.

অর্থঃ "যদি তোমরা না জান, তবে আহ্‌লে যিকির বা আল্লাহওয়ালাহণকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।" (পবিত্র সূরা নহল-৪৩ ও পবিত্র সূরা আম্বিয়া-৭)

যার পিতা-মাতা বা স্বামীর ইল্‌ম-কালাম নেই, তাদের নিকট যদি শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার অনুমতি চাওয়া হয়, আর তারা অনুমতি না দেন, তথাপিও তাকে শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে হবে। যেহেতু হক্কানী শায়খ বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হওয়া ফরয।

অতএব, প্রত্যেক স্বামী ও পিতা-মাতার কর্তব্য হলো- কোন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদ গ্রহণ করে ইলমে তাছাউফ শিক্ষা করা, আর তাদের দায়িত্ব তারা স্বীয় সন্তানদেরকে যদি স্ত্রীকে যেভাবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে থাকে, ঠিক সেভাবে কোন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদের দরবার শরীফে ইল্‌মে তাছাউফ শিক্ষা করার জন্য ফরজ পর্দার সহিত নিয়ে যেতে হবে যা কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল সাপেক্ষে তাদের জন্য ফরজ ওয়াজিবের অন্তর্ভূক্ত।

বিশ্বখ্যাত ওলী ও ফার্সী কবি হযরত শায়খ সা'দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "সন্তানের বুঝ পয়দা হওয়ার সাথে সাথেই কোন হক্কানী ওলীর ছোহবতে সোপর্দ করে দাও। হক্কানী ওলীর ছোহবত লাভের বদৌলতে সন্তান বড় ওলীআল্লাহ হতে না পারলেও সে কখনো গোমরাহ বা পথ ভ্রষ্ঠ হবেনা।"

তিনি বলেন, তিনি বাল্যকাল থেকেই নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। উনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যে, তাঁর আব্বা ছোটবেলা থেকেই তাঁকে নিয়ে ওলীআল্লাহর দরবার শরীফে যাতায়াত করতেন। (সুবহান্নাল্লাহ)

অনুরূপ প্রত্যেক স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য হলো নিজে হক্কানী ওলীর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করা এবং নিজ স্ত্রীকেও বাইয়াত করিয়ে দেয়া। কারণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই ইছলাহ হাছিল করা এবং ইলমে তাছাউফ শিক্ষা করা ফরজ। তা না হলে উভয়ের জীবন চলার পথে উজান ভাটি সম্পর্ক তথা অশান্ত বিরাজ করবে

শায়খ বা মুর্শিদ হক্ব বা না হক্ব তা যাচাই-বাছাই করার পর বাইয়াত হতে হবে

যে ব্যক্তি কোন কামিল মুর্শিদের নিকট বাইয়াত হতে চায়, তার জন্য বাইয়াত হওয়ার পূর্বে শর্ত হলো তাহক্বীক্ব করে অর্থাৎ যাচাই-বাছাই করে বাইয়াত হওয়া। হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ.

অর্থঃ "হযরত ইবনে সিরীন রহমতুল্লাহি আলাইহি কুরআন সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই ইল্‌মই হচ্ছে দ্বীন। অতএব, তোমরা কার নিকট থেকে ইল্‌ম গ্রহণ বা শিক্ষা করছো, তাঁকে দেখে নাও।" সে নিজে ইসলাম তথা কুরআন সুন্নাহর আদেশ নিষেধ মানে কিনা? যেমন বেগানা মহিলাদের তথা পরনারীর সাথে বেপর্দা হওয়া, ছবি, ভিডিও, টিভি, মহিলাদের মধ্যে টিভি ব্যবহার করে নিজেদের চেহারা প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখিয়ে পবিত্র সুরা নূরের ৩০ ও ৩১নং আয়াত শরীফ অস্বীকার করে কুফরী করা, ইসলামের দোহায় দিয়ে হরতাল, লংমার্চ ইত্যাদি সহ, "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" এমন কুফরী কথা ও আকিদাকে ইসলামের দোহাই দিয়ে যারা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করবে বা স্বীকৃতি দিবে। যার মূল কথাই কুফরী। ইত্যাদি হারাম কাজ যারা করবে এবং মিলাদ-কিয়ামের বিরোধীতা করা নবী ﷺ কে বড় ভাই অথবা আমাদের মত আকীদা পোষণ করবে, তাঁকে মাটির মানুষ বলা, হাত তুলে মুনাজাত ও শব-ই-বরাতের বিরোধীতা করা, মহিলা জামাত জায়েজ মনে করা, গান-বাজনা করা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে সে কষ্মিনকালেও হক্বকানী আলেম অথবা অলী হতে পারবে না। ওহাবীদের পীর বা আলেমদের আমল আকিদা অনুরূপ যা কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল সাপেক্ষে নবীজির দুশমনী যা কুফরি ও বেঈমানী। কারণ মহান আল্লাহ পাক বলেন-

وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ -تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا- وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا-

অর্থ : তোমরা তাদের সাথে অবস্থান কর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকালে সন্ধ্যায় মহান আল্লাহকে ডাকে অর্থাৎ যিকির করে। তোমরা কখনও তাদের অনুসরণ করোনা যারা কবিরা গুণাহ্ করে এবং নফসের গোলামী করে। তাদের প্রত্যেকটি কাজই কবিরা গুনাহ্ এবং তাদের অনুসরণকারীগণও কবিরা গুনাহে গুনাগার হবে (পবিত্র সূরা কাহাফ, আয়াত শরীফ-২৮) অর্থাৎ তার আক্বীদা-আমল কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত কি না? তা যাচাই-বাছাই করে নাও।" (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ ইত্যাদি)

যে বিষয়গুলো তাহক্বীক্ব করতে হবে তার থেকে জরুরী কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো-

(১) যার কাছে বাইয়াত হবে তিনি কোন হক্কানী ওলী বা মুর্শিদের তরফ থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত কি না।

(২) আক্বীদা আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুরূপ কি না।

(৩) আমলের দিক থেকে সুন্নতের পাবন্দ কি না।

(৪) ইসলামের দিক থেকে এতটুকু ইলমের অধিকারী কিনা, যার দ্বারা নিজেকে এবং অধিনস্ত মুরীদদেরকে হারাম-নাজায়িয, বিদ্‌য়াত-বেশরা, কুফরী-শিরকী, বেদ্বীনী ও বদ দ্বীনী থেকে ফিরিয়ে হক্ব মতে পথে দায়িম-ক্বায়িম রাখতে পারেন। আর মুরীদ হওয়ার পরে কোন প্রকার চু-চেরা, ক্বিল ও ক্বাল অর্থাৎ কোন বিষয়ে কি, কেন বলতে পারবে না। বিনা প্রশ্নে বিনা দ্বিধায় সন্দেহাতীত ভাবে সব বিষয় মেনে নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোন বিষয় বুঝে না আসলে আদবের সহিত জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, একবার এক ব্যক্তি বিশিষ্ট ওলী, হযরত আবূ বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার নিকট বাইয়াত হওয়ার জন্য আসলো এসে বললো, হুযূর আমাকে বাইয়াত করে মুরীদ করে নিন। আল্লাহ পাক-উনার ওলী তাকে বললেন, বাবা! বাইয়াত হওয়ার বিষয়টি অনেক কঠিন। তুমি কি ছূফীদের চাকচিক্যময় কথা শুনে বাইয়াত হতে এসেছো। যদি এ উদ্দেশ্যে এসে থাক তাহলে ফেরত চলে যাও। আর তা না হয়ে যদি আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার সন্তুষ্টি, রিযামন্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে এসে থাকো এবং এজন্য তোমার জান বাজি রাখতে পার তাহলে তুমি বাইয়াত হতে পার। সে ব্যক্তি বললো, হুযূর! আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার সন্তুষ্টি, রিযামন্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে এসেছি। লোকটির কথা শুনে আল্লাহ পাক-উনার ওলী প্রথমেই তাকে পরীক্ষা করার জন্য কালিমা শরীফ পাঠ করতে বললেন। সে ব্যক্তি পাঠ করলো-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ"

তিনি বলেন, না, এটা হয়নি। এভাবে পাঠ কর-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ شِبْلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. নাউযুবিল্লাহ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আবূ বকর শিবলী রসূলুল্লাহ ﷺ" নাউযুবিল্লাহ্ এটা শুনে সে ব্যক্তি ভয় পেয়ে গেল। তৎক্ষণাত সেখান থেকে সে চলে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পর সে মনে মনে ফিকির করতে লাগলো, হযরত আবূ বকর শিবলী রহমতুল্লাহি আলাইহি তো মশহুর ওলী, বিখ্যাত আলিম, তিনি তো কালিমা শরীফের এমন তা'লীম দেয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই এমন তা'লীম দেয়ার পিছনে কোন না কোন রহস্য নিহিত রয়েছে। তাই সে পূনরায় আসলো এবং বললো, হুযূর! আমাকে বাইয়াত করান। তিনি আবারো তাকে কালিমা শরীফ পাঠ করতে বললেন, সে ব্যক্তি পূর্বের মতোই পাঠ করলো-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

তিনি বললেন, না। তুমি পাঠ কর-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ شِبْلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. নাউযুবিল্লাহ

এই মুহূর্তে সে ব্যক্তি তাই পাঠ করলো। (নাউযুবিল্লাহ) যখন পাঠ করলো তখন তিনি বললেন, হে ব্যক্তি তুমি খালিছ ইস্তিগফার-তওবা কর। কারণ কালিমা শরীফ কখনই এমন নয় এমনটি বিশ্বাস করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কালিমা শরীফ-উনার এমন তা'লীম এজন্য দিয়েছি যাতে আমার কোন বিষয়ে তুমি চু-চেরা না করো অথবা ফানা ফিশ্‌শাইখ হতে পারো। যাবতীয় বিষয় যেন বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে মেনে নিতে পারো। আর তখনই তোমার পক্ষে বাইয়াত হওয়ার, মুরীদ হওয়ার সার্থকতা হবে। তুমি তাকমীলে পৌছতে সক্ষম হবে।

মূলতঃ শায়খ হচ্ছেন আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার ওয়ারিছ।

ছহীহ্ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْخُ فِىْ اَهْلِهٖ كَالنَّبِيِّ فِىْ اُمَّتِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى اَلشَّيْخُ فِىْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِىْ اُمَّتِهٖ.

অর্থ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালাম তাঁর উম্মতের নিকট যেরূপ সম্মানিত ও অনুসরণীয় শায়খ বা মুর্শিদ তাঁর অধীনস্ত দের নিকট তদ্রুপ সম্মানিত ও অনুসরণীয়।"

(মাকতুবাত শরীফ, দায়লামী, জামিউল জাওয়ামে, আল মাক্বাছিদুল হাসানাহ, তানবীহুশ শরীয়াহ, আল মীযান, আল জামিউছ ছগীর, আদ্ দুরারুল মুনতাশিরাহ ইত্যাদি)

হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণ সরাসরি আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার নিকট বাইয়াত হয়ে তাঁর ছোহবত ইখতিয়ারের মাধ্যমে যাহির-বাতিন ইছলাহ লাভ করেছেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার সন্তুষ্টি রিযামন্দি হাছিল করেছেন। নবুয়তের দরজা বন্ধ হওয়ার পর পরবর্তী উম্মত আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বায়িম-মক্বাম বা ওয়ারিশ তথা বেলায়েতের শায়খ বা মুর্শিদ ক্বিবলার নিকট বাইয়াত ও তাঁর ছোহবত ইখতিয়ারের মাধ্যমে যাহির-বাতিন ইছলাহ লাভ করে আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনাদের মুহব্বত, মা'রিফাত ও সন্তুষ্টি হাছিল করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ পাক বলেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থঃ "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্ পাককে অনুসরণ করার জন্য তাঁর হাবীব ﷺ উনাকে অনুসরণ কর এবং হক্কানী অলী-আউলীয়াকে অনুসরণ কর। (পবিত্র সূরা নিসা, আয়াত শরীফ ৫৯)

আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার সন্তুষ্টি রিযামন্দি কিভাবে হাছিল করা যায় সে বিষয়টি সম্পর্কে শায়খ বা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলাই পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যে কারণে তরীক্বতের কিতাব 'দেওয়ানে হাফিযে' বর্ণিত রয়েছে-

অর্থঃ "তোমার জ্ঞানবৃদ্ধ শায়খ যদি বলেন, তুমি তোমার জায়নামায শরাব দ্বারা রঙ্গীন করে নাও, তবে তুমি করে নিও। কারণ আল্লাহ পাককে হাছিল করার পথ ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে শায়খ বা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলাই সম্যক অবগত।" কারণ সত্তিকারের মুরশিদ যিনি তিনি কখনোই শরাব পান করানো বা কোনো প্রকার হারাম, বিদআত, শিরক করানো তো দুরের কথা একটা মাকরুহ কাজও তিনি ইচ্ছা করে নিজে এবং তার মুরিদকে করানোর পক্ষে থাকবেন না। এবং ফরজ তরক করানো তো দুরের কথা একটা নফল মুস্তাহাব ইচ্ছা করে নিজে ছাড়বেন না এবং মুরিদকেও ছাড়াবেন না। সাময়িক ভাবে মুরিদকে পরিক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো বিষয়ে মুরিদের নিকটে হেকমতের আশ্রয় নিতে পারেন। যা অল্প জ্ঞানের কারণে মুরিদ নাও বুঝতে পারে।

খিলাফত, খলীফা, পীর বা মুর্শিদ, গদীনশীন পীর বা মুর্শিদ

খিলাফতঃ সালিক তরীক্বতের রাস্তায় প্রবেশ করে কামিল ওলী বা মুর্শিদের ছোহবত ইখতিয়ার করতঃ তরীক্বতের সবকাদি আদায় করার মাধ্যমে বিভিন্ন মাক্বাম বা মঞ্জিল অতিক্রম করে যখন তাকমীল বা পূর্ণতায় পৌঁছেন তখন আল্লাহ্ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার নির্দেশে সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা তাঁকে পূর্ণতায় যে রুহানী সনদ প্রদান করেন তার নামই খিলাফত।

খলীফা ও পীরঃ যিনি খিলাফত লাভ করেন তাকে খলীফা বলা হয়। প্রত্যেককে খিলাফত লাভ করে খলীফা হয়ে পীর হতে হয়। তিনি গদীনশীন হোন বা না হোন তা কোন শর্ত নয়। তবে খিলাফত লাভ না করে কেউই পীর বা মুর্শিদ হতে পারেনা। অতএব, পীর বা মুর্শিদের ছেলে হোক, ভাই হোক, পীর বা মুর্শিদ হওয়ার জন্য তাঁকেও অবশ্যই খিলাফত লাভ করতে হবে। অন্যথায় তিনি পীর বা মুর্শিদ হতে পারবেন না।

গদীনশীন পীর বা মুর্শিদঃ "গদীনশীন" শব্দটি ফার্সী। গদী অর্থ আসন আর নশীন অর্থ উপবেশনকারী। অর্থাৎ আসনে উপবেশনকারী। পীর-মুর্শিদের অবর্তমানে বা ইন্তিকালের পর তাঁদের গদী বা আসনে বসে যিনি দায়িত্ব পালন করেন তাঁকে বলা হয় গদীনশীন পীর বা মুর্শিদ।

আজকাল দেখা যায়, পীর বা মুর্শিদের আত্মীয়-স্বজন ও মুরীদেরা মিলে আলোচনা বা পরামর্শ করে পীর মুর্শিদের গদীনশীন ও খলীফা নির্বাচিত করছে। (নাউযুবিল্লাহ) যা শরীয়ত ও তরীক্বতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

পীর বা মুর্শিদের ছেলে হোক, জামাই হোক, ভাই হোক, মুরীদ হোক ইত্যাদি যেই হোক না কেন সে যদি পূর্বে যে খিলাফতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেই খিলাফত না পেয়ে থাকে তাহলে তাকে গদীনশীন কিংবা খলীফা হিসেবে গ্রহণ করা জায়িয নেই। খিলাফত লাভ না করে যারা গদীনশীন বা খলীফা নির্বাচিত হবে শরীয়ত ও তরীক্বতের পথে তারা অন্ধ। এক অন্ধ আরেক অন্ধকে রাস্তা দেখাতে পারে না। কাজেই, এসব গদীনশীন ও খলীফা এবং তাদের যারা অনুসারী সকলকেই একজন খিলাফতপ্রাপ্ত মুর্শিদ বা ওলীর নিকট বাইয়াত হয়ে তাকমীলে পৌছার জন্য কোশেশ করতে হবে। যা তাদের জন্য ফরজ।

ছোহবত গ্রহণের ফায়দা-ফযীলত, গুরুত্ব-তাৎপর্য ও আবশ্যকতা

আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ পাককে ভয় কর। ছাদিক্বীন বা সত্যবাদীগণের সঙ্গী হয়ে যাও।" (পবিত্র সূরা তওবা-১১৯)

আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা ছাদিক্বীন বা আল্লাহওয়ালাগণের ছোহবত ইখতিয়ার কর। আর আল্লাহ পাক-উনার নির্দেশ পালন করা হচ্ছে বান্দার জন্য ফরয-ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত।

ছোহবতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে হয় যে, হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণ আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর ﷺ -উনার ছোহবত ইখতিয়ার করেছেন। সে জন্য আল্লাহ পাক উনাদের প্রতি সন্তুষ্ট। উনাদের সমস্ত আমল-আখলাক্বের প্রতি সন্তুষ্ট। সেই প্রসঙ্গে ছহীহ্ হাদীছ শরীফে এসেছে-

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِىْ اَوْرَاٰى مَنْ رَاٰنِىْ.

অর্থঃ "হযরত জাবির رضي الله عنه বর্ণনা করেন। আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, আগুন স্পর্শ করবেনা ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে। শুধু তাই নয় বরং যে আমাকে দেখেছে তাঁকে যারা দেখবে তাঁদেরকেও আগুন স্পর্শ করবে না। সুবহানাল্লাহ। (মিশকাত, মাছাবীহুস্ সুন্নাহ, মিরকাত ইত্যাদি)

এত মর্যাদা তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার ছোহবতের কারণে। ঠিক একইভাবে আল্লাহ পাকও বলেন-

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থঃ "মুহাজির ও আনছার ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণ, যাঁরা ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী ও প্রথম, তাঁরা এবং তাঁদেরকে যাঁরা (ক্বিয়ামত পর্যন্ত) উত্তমভাবে অনুসরণ

করবে, তাঁদের উপর আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ পাক-উনার উপর সন্তুষ্ট। তাঁদের জন্য আল্লাহ পাক অনুরূপ বেহেশ্‌ত নির্ধারিত রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকবে, তাঁরা চিরস্থায়ীভাবে সে বেহেশ্‌তে অবস্থান করবেন, এটা তাঁদের বিরাট সফলতা।" (পবিত্র সূরা তওবা, আয়াত শরীফ-১০০)

যারা হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণকে দেখেছেন তারাতো অবশ্যই জান্নাতী। শুধু তাই নয় দূর থেকে যারা উনাদের সঙ্গে তায়াল্লুক রাখবে, মুহব্বত রাখবে, উনাদেরকে অনুসরণ করবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের প্রতিও আল্লাহ পাক সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দিয়েছেন। (সুবহানাল্লাহ)

এতো মর্যাদার কারণ হচ্ছে উনারা আল্লাহ পাক-উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ-উনার ছোহবত ইখতিয়ার করেছেন। সে জন্য প্রসিদ্ধ কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হুযূর পাক ﷺ-উনার যিনি এক সেকেণ্ড ছোহবত ইখতিয়ার করেছেন ঈমানের সহিত, ঈমানের সহিত যমীনে অবস্থান করেছেন এবং ঈমানের সহিত ইন্তিকালও করেছেন উনি ছাহাবী رضي الله عنه। উনার মর্যাদা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত উম্মতের চাইতেও বেশী। (সুবহানাল্লাহ)

বলা হয়, খইরুত্ তাবিয়ীন হযরত ওয়ায়িছ আল্ ক্বরনী রহমতুল্লাহি আলাইহি। উনার সম্পর্কে আল্লাহ পাক-উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ হাদীছ শরীফ বর্ণনা করেছেন।

হযরত ওয়াইছআল কারনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার মর্যাদাঃ

ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهٗ وَائِسٌ وَلَهٗ وَالِدَةٌ كَانَ بِهٖ بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ.

অর্থ ঃ "হযরত উমার ইবনুল খত্তাব رضي الله عنه বলেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেছেন, আমি শুনেছি, নিশ্চয়ই তাবিয়ীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি হযরত ওয়ায়িছ আল্ ক্বরনী রহমতুল্লাহি আলাইহি। উনি ক্বরন দেশে ছিলেন। সেখানে উনার মা ছিলেন। উনি উনার মায়ের

খিদমতের জন্য আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার কাছে আসতে পারেননি। আল্লাহ পাক-উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ বলেছেন, যদি তোমরা উনার সাক্ষাত পাও, উনাকে বলবে, উনি যেন তোমাদের জন্য দুয়া করেন। উনি দুয়া করলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কবুল করে নিবেন। সুবহানাল্লাহ। (হিলইয়াতুল আওলিয়াসহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)।

এতবড় মর্যাদা-মর্তবা উনার। উনার মায়ের খিদমতে মশগুল থাকার কারণে আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার সাক্ষাত করতে পারেননি। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে উনি একবার এসেছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক-উনার রসূল হুযূর পাক ﷺ-উনার সাক্ষাত পাননি। ফিরে চলে গেছেন। কিন্তু এতো মর্যাদা থাকার পরেও উনি তাবিয়ী হয়েছেন, ছাহাবী হতে পারেননি। একজন ছাহাবী যিনি একবারমাত্র আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ছল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন ঈমানের সহিত, ঈমানের সহিত যমীনে অবস্থান করেছেন এবং ঈমানের সহিত বিদায় নিয়েছেন, উনার মর্যাদা একজন তাবিয়ী থেকে লক্ষ কোটি গুণ বেশী।" (সুবহানাল্লাহ)

উত্তম ঘটনা

ছোহবতের গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে হযরত শায়েখ সা'দী রহমতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কুরআন শরীফের একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন উনার কিতাবের মধ্যে-

অর্থ "হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম-উনার ছেলে কেনান খারাপ লোকদের ছোহ্বতে থাকায় নুবুওওয়াতী বংশের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামী হলো। আর আছহাবে কাহাফের কুকুর নেক্কারদের তথা অলীদের ছোহ্বতে থাকার কারণে মানুষের ছূরতে জান্নাতী হবে।" (গুলেস্তাঁ)

অর্থাৎ হযরত নূহ্ আলাইহিস্ সালাম-উনার ছেলে কেনান কাফিরদের ছোহবতে থাকার করণে নবুওওয়াতী খান্দান হারিয়ে ফেললো। শেষ পর্যন্ত ঈমানও হারালো। অথচ সে নবীর সন্তান। নবী-রসূলের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কাফিরদের ছোহবতে থাকার কারণে নবুওওয়াতী খান্দান হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। আর সেই আছহাবে কাহাফের কুকুর যে আছহাবে কাহাফের বর্ণনা কালামুল্লাহ শরীফে রয়েছে। তাঁদের সাত জনের সাথে একটা কুকুর ছিল। যেটাকে তাঁরা নিতে প্রথমে রাজী ছিলেন না, শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে যিনি মূল ছিলেন তাঁর কথায় কুকুরটাকে নেয়া হয়েছিল তাঁদের পাহাড়া দেয়ার জন্য, আপদ-বিপদে কাজে লাগানোর জন্য। সে কুকুরটা তাঁদের সাথে ছিল, এখনো রয়েছে। হযরত শায়খ সা'দী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আছহাবে কাহাফ, যাঁরা হযরত ঈসা আলাইহিস

সালাম-উনার নেক্কার উম্মত। সেই আছহাবে কাহাফের কুকুরটা তাঁদের ছোহবতে থাকার কারণে মানুষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন বণী ইসরাইলের সেই মরদুদ দরবেশ বালআম বিন বাউর যে হুজুর ﷺ উনার নাম মুবারকের সাথে দুশমনির কারণে অভিশপ্ত সাপ হয়ে গেছে এবং জাহান্নামী হবে তার ছূরতে কুকুরটা জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ।

তাহলে আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার যারা নেক্কার উম্মত হযরত আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিম তাঁদের ছোহবত যদি কেউ ইখতিয়ার করে সে বেমেছাল ফযীলত, বুযূর্গী, সম্মান, হাছিল করবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ছহীহ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اِسْتَقْبَلَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ اِسْتَقْبَلَنِيْ وَمَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ زَارَانِيْ وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فَكَاَنَّمَا جَالَسَ رَبِّيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى مَنْ زَارَ عَالِمًا فَكَاَنَّمَا زَارَنِيْ وَمَنْ زَارَنِيْ فَكَاَنَّمَا زَارَ اللهَ وَمَنْ زَارَ اللهَ فَقَدْ غُفِرَلَهٗ.

অর্থ ঃ হযরত বাহয্ ইবনে হাকীম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতামহ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি উলামায়ে হক্কানী-রব্বানীগণকে তথা অলীকে অভ্যর্থনা বা সম্মান করলো সে মূলতঃ আমাকেই অভ্যর্থনা বা সম্ম,ান করলো এবং যে তাঁদের যিয়ারত (সাক্ষাত) করলো প্রকৃতপক্ষে সে আমারই যিয়ারত করলো এবং তাঁদের সাথে বসলো প্রকৃতপক্ষে সে আমার সাথে বসলো সে মূলতঃ আল্লাহ পাক-উনার সাথেই বসলো। অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন হক্কানী রব্বানী আলিম তথা আল্লাহ পাক-উনার ওলীর যিয়ারত করলো, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার যিয়ারত করলো (সুবহানাল্লাহ) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ-উনার যিয়ারত করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক-উনার সাথে যিয়ারত করার ফজিলত লাভ করলো। (সুবহানাল্লাহ) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক-উনার যিয়ারত করলো আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। (কানযুল উম্মাল, আর্ রাফিয়ী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কিতাব)

অলীদের উত্তম ঘটনা

উক্ত আয়াত শরীফ ও হাদীছ শরীফ-উনার ব্যাখ্যায় একাধিক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক-উনার খালিছ্ ওলী চীশ্তিয়া খান্দানের বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, আল্লাহওয়ালাদের ছোহ্বতের কতটুকু ফায়দা রয়েছে। তিনি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যে ব্যক্তি কাট্টা যালিম ছিল। সে তার যামানার ইমাম, মুজতাহিদ, আওলিয়ায়ে কিরামগণের অনেকের উপর যুলুম করেছে। যেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সকলে মনে মনে ধারণা করেছিলেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইন্তিকাল করলে সরাসরি জাহান্নামের অতল তলে তলিয়ে যাবে। হযরত ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন ইন্তিকাল করলো তার কিছুদিন পর একজন বুযুর্গ ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখলেন। দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে হাজ্জাজ! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব সুখ-শান্তিতে রয়েছ? উনার পিছনে কি কারণ? তুমি যে যুলুম করেছ, অন্যায় অত্যাচার করেছ, আমরা তো মনে করেছিলাম তুমি জাহান্নামে যাবে, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি জান্নাতের সুখের মধ্যে তুমি বিচরণ করছো। উনার পিছনে কি কারণ রয়েছে? হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জাওয়াব দিল, হে আল্লাহ পাক-উনার ওলী! আপনি সত্যই বলেছেন। জমিনে আমি বুঝতে পারিনি, অনেক যুলুম-অত্যাচার করেছিলাম। যার বদলা জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই ছিলনা। কিন্তু তারপরেও আমার একটা আমল আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক আমার জীবনের সমস্ত গুনাহ্খতা মাফ করে জাহান্নাম না দিয়ে জান্নাত নছীব করেছেন। (সুবহানাল্লাহ্)

জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার কোন আমল আল্লাহ্ পাক কবুল করেছেন? হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললো, আমি একবার রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম কিছু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। যেহেতু রাজকীয় ক্ষমতা ছিল, গর্বে গর্বিত হয়ে শান-শওকত প্রকাশ করে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম এক স্থানে কিছু লোক জমা হয়েছে। মনে হচ্ছে সেখানে ওয়াজ-নছীহত হচ্ছে, আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি হচ্ছে? লোকজন বললো, এখানে আল্লাহ পাক-উনার বিশিষ্ট ওলী, বিশিষ্ট তাবিয়ী, ইমামুশ্ শরীয়ত ওয়াত্ তরীক্বত, ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি নছীহত করছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললো, তখন আমার মনে একটা চিন্তা হলো উনি আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী কি না সেটা পরীক্ষা করতে হবে। যেহেতু হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-উনার সাথে অনেক সৈন্য-সামন্ত ছিল, লোকজন ছিল, সে খুব গর্বে গর্বিত ছিল, সে উদ্ধতভাবে ইমামুশ্ শরীয়ত ওয়াত

তরীক্বত হযরত ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার সেই দরবারে প্রবেশ করলো। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বললো, আমি যখন প্রবেশ করলাম আমি দেখতে পেলাম, আল্লাহ পাক-উনার ওলী ইমামুশ্ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার চেহারা মুবারকের উপর কোনই ছাপ পড়লো না। আমার শান-শওকত, রাজকীয় ক্ষমতা, আমার গর্ব, উদ্ধত অবস্থা, এটা উনাকে কোন ক্রিয়া করলো না।

আমি বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই উনি আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী হবেন। আমি আদবের সাথে বসলাম। কিছু নছীহত শুনলাম। শোনার পর মনে মনে ফিকির করলাম, নিশ্চয়ই উনি আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী। সেই খেয়ালে আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বতে, সন্তুষ্টি হাছিলের লক্ষ্যে, আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী ইমামুশ্ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার হাত মুবারক চুম্বন করলাম এবং সোহবত গ্রহণ করলাম এই ওসীলায় আল্লাহ পাক আমাকে মৃত্যুর পর ডেকে বললেন, হে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ! তুমি যে যুলুম করেছ, অন্যায়-অত্যাচার করেছ, উনার বদলা জাহান্নামে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার বিশিষ্ট ওলী, আমার মাহবুব, যিনি উনার যামানায় ইমামুস্ শরীয়ত ওয়াত তরীক্বত ছিলেন, হযরত ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি, উনাকে তুমি সম্মান করে, তা'যীম-তাকরীম করে, আমার সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে উনার হাত মুবারক চুম্বন, মহব্বত ও সোহবত গ্রহণ করেছিলে সেই কারণে আমি তোমার গুনাহ্খতা মাফ করে জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাত দিয়ে দিলাম। (সুবহানাল্লাহ)

শায়খুল ইসলাম, ইমামুল আইম্মাহ, হযরত ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাট্টা যালিম ছিল। এত যুলুম, অন্যায়-অত্যাচার করার পরেও একজন খালিছ ওলীর সাথে মুহব্বত, ছোহ্বত ইখতিয়ার, হস্ত মুবারক চুম্বন করার কারণে আল্লাহ পাক যদি তাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে অন্যান্য লোক রয়েছে তারা যদি সত্যিই আল্লাহওয়ালাদের ছোহবত ইখতিয়ার করে, মুহব্বত করে, অবশ্যই আল্লাহ পাক সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন। (সুবহানাল্লাহ)

সেটাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহওয়ালাদের ছোহবত ইখতিয়ার করো। যারা আল্লাহওয়ালাদের ছোহবত ইখতিয়ার করবে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক-উনারই ছোহবত ইখতিয়ার করলেন। সেটাই কিতাবে এসেছে, হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

অর্থঃ "যদি কোন ব্যক্তি চায় আল্লাহ পাক-উনার সাথে উঠা-বসা করতে, তাহলে সে যেন আল্লাহ পাক-উনার ওলীগণের সাথে উঠা-বসা করে।" (সুবহানাল্লাহ)

যেটা আরবীতে বলা হয়েছে-

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّجْلِسَ مَعَ اللهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اَهْلِ التَّصَوُّفِ.

"কেউ যদি আল্লাহ পাক-উনার সাথে উঠা-বসা করতে চায়, সে যেন আহলে তাছাউফ বা আল্লাহওয়ালাগণের ছোহ্বত ইখতিয়ার করে। তাঁদের সাথে যেন উঠা-বসা করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক-উনার সাথেই উঠা-বসা করার ফজিলত পাবে।" (সুবহানাল্লাহ)

এ প্রসঙ্গে ছহীহ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, একবার আখিরী রসূল, হাবীবুল্লাহ, হুযূর পাক ﷺকে হযরত ছাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم গণ জিজ্ঞাসা করলেন, ও আল্লাহ পাক-উনার হাবীব ﷺ! কোন সঙ্গী উত্তম? আপনার পরে আমরা কার ছোহবত ইখতিয়ার করবো? আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করলেন-

مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهٗ وَزَادَ فِىْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهٗ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهٗ.

অর্থঃ "যাকে দেখলে আল্লাহ পাক-উনার কথা স্মরণ হয়, যার কথা শুনলে দ্বীনী ইল্‌ম বৃদ্ধি হয়ে থাকে। যার আমল দেখলে পরকালের আমল করতে ইচ্ছে হয়। (মুসনাদে আহমদ, ক্বাসুম্ মিন্ নূরে মুহম্মদী ইত্যাদি)

এই তিনটা গুন যার মধ্যে থাকবে তিনি অবশ্যই আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী। হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাবিয়ী ইমামুশ্ শরীয়ত ওয়াত্ তরীক্বত হযরত ইমাম হাসান বছরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

اِنَّمَا الْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا وَالرَّاغِبُ اِلَى الْاٰخِرَةِ وَالْبَصِيْرُ بِذَنْبِهٖ وَالْمُدَاوِمُ عَلٰى عِبَادَةِ رَبِّهٖ وَالْوَارِعُ وَالْكَفُّ عَنْ اَعْرَاضِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْعَفِيْفُ عَنْ اَمْوَالِهِمْ وَالنَّاصِحُ لِجَمَاعَتِهِمْ.

অর্থঃ "ফক্বীহ্ বা আল্লাহওয়ালা ঐ ব্যক্তি, যিনি দুনিয়া হতে বিরাগ, পরকালের প্রতি ঝুঁকে থাকেন, গুনাহের প্রতি সতর্ক, সর্বদা আল্লাহ পাক-উনার ইবাদতে মশগুল, পরহেযগার বা সুন্নতের পাবন্দ, মুসলমানের মান-সম্মান নষ্ট করেন না, তাদের সম্পদের প্রতি লোভ করেন না এবং তাঁর অধীনস্তদেরকে নছীহত করেন।" (হিলইয়াতুল আওলিয়াসহ অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকও ইরশাদ মুবারক করেছেন-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.

অর্থঃ "ঐ সমস্ত লোকদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করো, যারা সকাল-সন্ধ্যা (দায়িমীভাবে) আল্লাহ পাক-উনার সন্তুষ্টির জন্য যিকির-ফিকির করে থাকে। দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে বা দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে তাঁদের থেকে তোমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা।" (পবিত্র সূরা কাহ্ফ্-২৮)

সোহবতের উত্তম ঘটনা ঃ এ আয়াত শরীফের তাফসীরে হযরত আবূ ইউসুফ হামদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি যিনি নক্শবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার বিশিষ্ট বুযূর্গ যিনি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার পীর ভাই ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, তিনি একদিন নছীহত করছিলেন। তাঁর যারা মুরীদ, মু'তাক্বিদ ছিল তাঁদের মাঝে তিনি বললেন দেখ, আল্লাহ পাক আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন, তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে সমস্ত লোক সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ পাক-উনার যিকিরে মশগুল থাকে আল্লাহ পাক-উনার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তোমরা তাঁদের ছোহবত ইখতিয়ার করবে। প্রতিদিন তাঁদের ছোহবত ইখতিয়ার করবে। তখন সেখানে একজন লোক ছিলেন ব্যবসায়ী। যিনি সারাবিশ্বে অর্থাৎ নানান দেশে ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করতেন। সে ব্যক্তি আদবের সহিত দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমার শায়খ! আপনি যে বলেছেন, প্রতিদিন আল্লাহ পাক-উনার ওলীদের ছোহবত ইখতিয়ার করার জন্য। আপনি দলীলও পেশ করেছেন। আমরা অবশ্যই সেটা মেনে নিয়েছি। তারপরেও আমার একটা কথা রয়েছে। কি কথা রয়েছে? আমি দেশ বিদেশে ঘুরে থাকি। আর সবস্থানে তো আল্লাহ পাক-উনার ওলী পাওয়া সম্ভব নয়। আর যদিও থেকেও থাকেন আমার সেটা জানা থাকে না। তাহলে কি করে আমি প্রতিদিন আল্লাহ পাক-উনার ওলীর ছোহবত ইখতিয়ার করবো? তখন আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী হযরত আবূ ইউসুফ হামদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বললেন, যদি তোমাদের এমন হয়, প্রতিদিন আল্লাহ পাক-উনার ওলীদের ছোহ্বত ইখতিয়ার করতে না পারো, তাহলে আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণের জীবনী মুবারক নিজ মুর্শিদের লিখিত কিতাবসমূহ হতে, সাওয়ানে উমরী মুবারক থেকে কমপক্ষে ৮ পৃষ্ঠা করে পাঠ করবে। প্রতিদিন আট পৃষ্ঠা আওলিয়ায়ে কিরাম রহমতুল্লাহি আলাইহিমগণের জীবনী মুবারক থেকে অথবা তাযকিরাতুল আওলিয়া থেকে পাঠ করবে। ফলে ছোহ্বতের যে বিষয়টা তা হাছিল হয়ে যাবে। যেটা হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন-

اَلْمَكْتُوْبُ نِصْفُ الْمُلَاقَةِ

অর্থাৎ "আমার লিখিত মাকতুবাত হচ্ছে অর্ধেক সাক্ষাৎ।"

একবার উনার এক মুরীদ উনাকে চিঠি লিখেছিলো। হে আমার শায়খ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি! আপনি তাকিদ করেছেন, আপনার ছোহ্বত ইখতিয়ার করার জন্য কিন্তু আমার পক্ষে তো সেভাবে ছোহ্বত ইখতিয়ার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে আমি কি করবো? উনি বলেছিলেন, আমার যে চিঠিটা তোমার কাছে রয়েছে সেটা তুমি পাঠ কর। সে চিঠি পাঠ করলেই আমার অর্ধেক ছোহ্বত তোমার হাছিল হয়ে যাবে। (সুবহানাল্লাহ)

এ প্রসঙ্গে আওলাদে রসূল, ঢাকা প্রসিদ্ধ দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা টাঙ্গাইল করটিয়া আহমদাবাদ সুন্নতী দরবার শরীফের মুর্শিদ ক্বিবলা এবং বগুড়া মসজিদে কু'বা সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রের ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ ড. মুফতী মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকী বলেন, প্রত্যেক মুরীদের জন্য স্থান-কালের পার্থক্য অনুযায়ী স্বীয় সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ছোহবত ইখতিয়ার করতে হবে। সেই সাথে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা ও আমল সম্বলিত, শরীয়ত ও সুন্নতের পথিকৃত, নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার লিখিত কিতাব পত্র, অজীফা অথবা শাজরা শরীফ পাঠ এবং মিলাদ-মাহফিল ও যিকির ফিকিরের মজলিস করতে হবে।

সোহবত নেওয়ার আদেশ:

উল্লেখ্য, শায়খ বা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ছোহবত ইখতিয়ার করা সম্পর্কে সিদ্দিকিয়া দরবারশরীফ ও সুন্নতি গবেষনা কেন্দ্র মসজিদে কু'বার সম্মানিত মুরশীদ কিবলা ওলীয়ে কামিল মুকাম্মিল আলহাজ ড. মুফতী মুহাম্মদ আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দিকী বলেন, "যারা নিকটে অবস্থান করে তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচবার ছোহবত ইখতিয়ার করবে। যারা একই মহল্লায় থাকে তারা প্রতিদিন কমপক্ষে একবার। যারা একই শহর বা গ্রামে থাকে তারা সপ্তাহে কমপক্ষে দু'বার। যারা সেই শহর বা গ্রামের বাইরে বসবাস করে তারা সপ্তাহে কমপক্ষে একবার। যারা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে বসবাস করে তারা মাসে অন্ততপক্ষে একবার। যারা দুরবর্তী জেলাগুলোতে অবস্থান করে তারা কমপক্ষে তিন মাসে একবার। যারা নিকটবর্তী দেশে অবস্থান করে তারা কমপক্ষে ছয় মাসে একবার। আর যারা দূরদেশে বসবাস করে তারা কমপক্ষে বৎসরে একবার জুমআর নামাজে এসে শায়খ বা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার ছোহবত ইখতিয়ার করবে। তবে যে ব্যক্তি তার শায়খ বা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার যতবেশী ছোহবত ইখতিয়ার করবে তার মর্যাদা-মর্তবা ততবেশী হবে। ইছলাহ বা পরিশুদ্ধি, তায়াল্লুক, নিসবত এবং নৈকট্য ততবেশী হবে।" যদি দীর্ঘ দিন দুরে অবস্থান করে তাহলে বেশী বেশী করে মুর্শিদ কিবলার ওয়াজ শুনবে এবং তার লিখিত কিতাব পত্র বেশী বেশী পড়লে শয়তানী ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে সোহবতের ফায়দা পাবে।

উল্লেখ্য যে এই বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত চীশ্‌তিয়া তরীক্বার প্রাথমিক ওজিফার পাশা পাশি নিম্নোক্ত বিস্তারিত অজিফা পর্যায় ক্রমিক ভাবে মুর্শিদ কিবলার অনুমতি সাপেক্ষ্যে আদায় করতে হবে।

ওযীফা শরীফ

চীশ্‌তিয়া তরীক্বার বিস্তারিত অযীফা শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ الشَّيْخِ مُعِيْنِ الدِّيْنِ چِشْتِيْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালা'র জন্য, যিনি সমস্ত আলমের একমাত্র প্রতিপালক এবং খাছ রহমত ও শান্তি নাযিল হোক সমস্ত রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, আমাদের প্রাণের আঁকা, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, খাতামুন্ নাবিয়্যীন, হুযূর ﷺ-উনার উপর, তাঁর সমস্ত আওলাদ ও আছহাব رضي الله عنهم গণের উপর, বিশেষ করে তাঁর সুন্নত যিন্দাকারী হযরত শায়খ মুঈনুদ্দীন চীশ্‌তী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপর।

চীশ্‌তিয়া তরীক্বার ইমাম সুলত্বানুল হিন্দ, গরীবে নেওয়াজ, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চীশ্‌তী সান্‌জেরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সাধারণ মানুষের তথা উম্মতের শরীরে দশটি লতিফা আছে। যথা- ক্বল্‌ব, রূহ্‌, সির, খফি, আখ্‌ফা, নফ্‌স্‌, আব্‌ (পানি), আতেশ (আগুন), খাক্‌ (মাটি) ও বাদ্‌ (বাতাস)।

উল্লিখিত ওযীফাসমূহ কিছুকাল ভালরূপে আমল করার পর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা অথবা অবসরমত যে কোন সময় এক ঘন্টা নফী-ইছবাত যিকির করবে। যিকির যতবেশী করবে, ততই ফায়দা পাবে। যিকির শুরু করার আগে এই বইয়ের ক্বাদেরীয়া তরীকার সংক্ষিপ্ত অযীফার এই কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মে ছওয়াব রেসানী ও মুনাজাত করে নিবে।

নফী-ইছবাত যিকির দু'প্রকার-জলী ও খফী।

নফী-ইছবাত জলী যিকির

নফী অর্থ না এবং ইছবাত অর্থ হ্যাঁ। যেহেতু (লা ইলাহা) "কোন মা'বুদ নেই।" (ইল্লাল্লাহ্‌) "এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। এ কলেমা শরীফের প্রথম অংশটি না সূচক এবং দ্বিতীয় অংশটি হ্যাঁ সূচক, সেহেতু এ কলেমা শরীফকে নফী-ইছবাত বলে। এ তরীক্বার নফী-ইছবাত যিকির করার সময় চার জানু হয়ে

বসবে। ডান পায়ে বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের কিমাছ রগ (বাম পায়ের পিছন দিকে যে দু'টি রগ আছে তার সম্মুখ দিকের উপরের রগ) টিপে ধরে বসবে। এতে দিল্ হতে নানা রকম চিন্তা দূর হয়ে ক্বল্বে শান্তি আসবে। অথবা ক্বিবলারোখ হয়ে নামাযে বসার মত বসবে। যিকির করার সময় মুখে "লা ইলাহা" হলকুমে "ইল্লাল্লাহ" শব্দ উচ্চারণ করবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার ক্বল্বের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বল্ব আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ উনার ক্বল্ব মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার আরশে পাক-উনার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশ পাক থেকে চীশ্তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী নফী-ইছবাত যিকিরের ফয়েয আমার ক্বল্বে আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ যিকির দিলের খাহেশ অনুযায়ী অল্প আওয়াজে যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ করবে। যতবেশী করবে, ততই ফায়দা পাবে।

প্রথম নিয়মঃ (লা) শব্দকে নফ্স লতিফা (নাভীমূল থেকে বের করে সজোরে টেনে রূহের উপর দিয়ে ডান কাঁধ পর্যন্ত সোজাসুজি নিয়ে যাবে। তারপর শব্দকে আখফা (মাথার তালু) থেকে বের করে খফির (পেশাঁনী তথা কপাল) উপর দিয়ে সোজাসুজি সির লতিফা (বুকের কড়ার উপর) পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং সেখান থেকে (ইল্লাল্লাহ) শব্দকে ক্বল্বের উপর সজোরে জরব দিবে। এ রকম বার বার করতে থাকবে।

দ্বিতীয় নিয়মঃ (লা) শব্দকে নফ্স লতিফা (নাভীমূল) থেকে সজোরে টেনে রূহ লতিফার উপর দিয়ে ডান কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর (ইলাহা) শব্দকে সেখান থেকে উচ্চারণ আরম্ভ করে আখ্ফা (মাথার তালু) দিয়ে বের করে দিবে। এ যিকিরটুকু উচ্চারণকালে মনে মনে ধারণা করবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সকল বস্তুর মুহব্বত বের হয়ে যাচ্ছে। তারপর অন্য শ্বাস গ্রহণ করে (ইল্লাল্লাহ) শব্দকে আখ্ফা থেকে সজোরে ক্বল্বের উপর জরব দিবে। উহার সাথে খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তায়ালার মুহব্বত আমার দিলের মধ্যে দাখিল হচ্ছে।

এ কলেমার অর্থ- আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। প্রাথমিক শ্রেণীর তরীক্বতপন্থীগণ খেয়াল করবে যে, আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। মধ্যম শ্রেণীর তরীক্বতপন্থীগণ খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন মাকসূদ নেই এবং শেষ দরজার তরীক্বতপন্থীগণ খেয়াল করবে যে, তিনি (আল্লাহ তায়ালা) ছাড়া কোন কিছু মওজুদ (অস্তিত্বশীল) নেই।

নফী-ইছবাত খফী যিকির

কৃল্‌ব লতিফার দু'টি দ্বার আছে। প্রথম উপরস্থ দ্বার, শরীরের সাথে সংলগ্ন, এটা জলী যিকির দ্বারা খুলে যায়। দ্বিতীয় নিম্নদ্বার, রূহের সাথে সম্বন্ধ রাখে, এটা খফি যিকির দ্বারা খুলে থাকে। জলী যিকিরের জ্যোতি তরীক্বতপন্থীর মধ্যে প্রকাশিত হলে দিলের আগ্রহ বলবৎ হয়, মনের উদ্বেগ দূরীভূত হয়ে আল্লাহ তায়ালার যিকিরে হৃদয় শান্তিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তখন তরীক্বতপন্থীকে খফী যিকির করতে হবে। জলী যিকরের নিয়মে নফী-ইছবাত অস্পষ্ট স্বরে মনে মনে করবে। নিঃশব্দে যিকির করাকে খফী যিকির বলে।

কুরআন শরীফের পবিত্র সূরা বা আয়াত শরীফের মুরাক্বাবা

কুরআন শরীফে যতগুলো আয়াত শরীফ বা পবিত্র সূরা আছে, ততগুলো মুরাক্বাবাও আছে। এ তরীক্বায় নীচের আয়াত শরীফসমূহের মুরাক্বাবা করতে হয়।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বল্‌ব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বল্‌ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায়-

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

অর্থঃ "আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন।" (পবিত্র সূরা হাদীদ-৪)

এ আয়াত শরীফের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী এ আয়াত শরীফের ফয়েয আমার ক্বল্‌ব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

মুরাক্বাবা হালতে উক্ত আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং উনার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে থাকবে আল্লাহ পাক কুদরতিভাবে সব সময় সাথে আছেন, এ হাল যখন বান্দা অনুভব করতে সক্ষম হবে তখন সে বান্দার দ্বারা কোন অন্যায় সংঘটিত হতে পারেনা এবং কোন কর্তব্য কর্মও সে অবহেলাবশতঃ ফেলে রাখতে পারেনা।

উপরে বর্ণিত নিয়মে নীচের আয়াত শরীফসমূহেরও মুরাক্বাবা করবে। শুধুমাত্র নিয়তের ভিতর আয়াত শরীফসমূহ পরিবর্তন হবে।

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ.

অর্থঃ "অতঃপর তোমরা আমাকে (আল্লাহ পাককে) স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (পবিত্র সূরা বাক্বারা-১৫২)

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ.

অর্থঃ "যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহ পাক-উনার আযমত ও কুদরত (মহিমা ও প্রতাপ) বিদ্যমান।" (পবিত্র সূরা বাক্বারা-১১৫)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام.

অর্থঃ "যমীনের উপর যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মহা প্রতাপশালী ও গৌরবান্বিত পরওয়ারদিগারের জাত পাক অবশিষ্ট থাকবে।" (পবিত্র সূরা আর রহ্‌মান-২৬, ২৭)

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

* অর্থঃ "এবং আমি (আল্লাহ পাক) মানুষের (ঘাড়ের) জীবন রগ অপেক্ষাও বেশী নিকটে।" (পবিত্র সূরা ক্বাফ-১৬)

اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ.

* এই আয়াত শরীফের মুরাক্বাবা করার সময় নিম্নোক্ত কালামের খেয়াল করবে-

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ.

* অর্থঃ "মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তু পরিবেষ্টন (ঘেরাও) করে আছেন।" (পবিত্র সূরা হা-মীম সাজ্‌দা-৫৪)

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللهَ يَرٰى

* অর্থঃ "সে (মানুষ) কি জানে না যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা দেখছেন?" (পবিত্র সূরা আলাক্ব-১৪)

اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

* অর্থঃ "অবশ্যই আমার পরওয়ারদিগার আমার সাথে আছেন। শীঘ্রই তিনি আমাকে সুপথ দেখাবেন।" (পবিত্র সূরা শুয়ারা-৬২)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

* অর্থঃ "আমি (আল্লাহ পাক) আপনাকে (হাবীবুল্লাহ ﷺ) সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (পবিত্র সূরা আম্বিয়া-১০৭)

لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

* এই আয়াত শরীফের মুরাক্বাবা করার সময় নিম্নোক্ত কালামের খেয়াল করবে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

অর্থ ঃ "মহান আল্লাহ্ পাক-উনার সাহায্য ব্যতীত গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ও নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই।" (পবিত্র সূরা কাহ্ফ-৩৯)

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

* অর্থঃ তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই জাহির এবং তিনিই বাতিন।" (পবিত্র সূরা হাদীদ-৩)

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ

অর্থঃ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মউত তোমাদেরকে ধরে ফেলবে।" (পবিত্র সূরা নিসা-৭৮)

খফী যিকির

আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি মুবারক নামের যিকির-

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ (আল্লাহু হাদ্বিরী)- মহান আল্লাহ পাক আমার কুদরতি ভাবে নিকটে আছেন।

اَللّٰهُ نَاظِرِىْ (আল্লাহু নাযিরী)- মহান আল্লাহ পাক আমার দিকে কুদরতি ভাবে চেয়ে আছেন।

اَللّٰهُ سَمِيْعِىْ (আল্লাহু সামীয়ী)- মহান আল্লাহ পাক আমার কথা কুদরতি ভাবে শুনছেন।

اَللّٰهُ بَصِيْرِىْ (আল্লাহু বাছীরী)- মহান আল্লাহ পাক আমাকে কুদরতি ভাবে দেখছেন।

اَللّٰهُ مَعِىْ (আল্লাহু মায়ী)- মহান আল্লাহ পাক কুদরতি ভাবে আমার সাথে আছেন।

যিকিরের হালতে উল্লিখিত নাম মুবারকের অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে। পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বল্ব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বল্ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার মুবারক নাম-আল্লাহু হাদ্বিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু সামীয়ী, আল্লাহু বাছীরী, আল্লাহু মায়ী-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। এ মুবারক নামসমূহের ফয়েয আমার ক্বল্ব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ। তারপর ক্বল্ব লতিফার দিকে খেয়াল করে উপরের নামসমূহ মনে মনে পড়তে থাকবে।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে ও কাছে থাকার মানে হলো যে, আল্লাহ তায়ালার ইল্‌ম ও কুদরত প্রত্যেক বস্তুর সাথে আছে। তিনি প্রত্যেক বস্তুর অবস্থা অবগত আছেন এবং তাঁর কুদরত (ক্ষমতা) প্রত্যেক বস্তুর উপর আছে। তিনি সময়, স্থান ও দিকের হিসেবে সাথে বা কাছে নন। কারণ তিনি সময়, স্থান ও দিকের মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন-বরং তিনি সব কিছুরই ঊর্ধ্বে।

ইছবাতে মুজার্‌রাদ যিকির

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বল্‌ব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বল্‌ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী ইছবাতে মুজার্‌রাদ যিকিরের ফয়েয আমার ক্বল্‌ব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

তারপর একশ্বাসে এ যিকির পড়বে-

اَللّٰهُمَّ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَشْهَدُ اَنَّ كُلَّ مَعْبُوْدٍ مِّنْ
دُوْنِ عَرْشِكَ اِلٰى مُنْتَهٰى قَرَارِ الْاَرْضِيْنَ بَاطِلٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইয়া হান্নানু ইয়া মান্নানু ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, আশহাদু আন্না কুল্লা মা'বুদিম্ মিন দূনি আরশিকা ইলা মুনতাহা কারারিল আরদ্বীনা বাতিল।

অর্থঃ "ও আমার আল্লাহ পাক, ও আমার আরজু পূরণকারী, ও আমার গৌরবান্বিত, ও আমার মহিমান্বিত, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আরশ থেকে যমীনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত যত মা'বুদ দাবিদার আছে, (আপনি ছাড়া) সবই বাতিল।"

তারপর অন্য শ্বাস গ্রহণ করে এক শ্বাসে যতবার পারা যায়, اِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ্) শব্দকে ক্বল্‌বের উপর বার বার জর্‌ব দিতে থাকবে। উপরে বর্ণিত যিক্‌রের অর্থ যখন দিলে স্থান করে নিবে তখন শুধু اِلَّا اللهُ(ইল্লাল্লাহ) শব্দকে ক্বল্‌বে জর্‌ব দিবে। اِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) শব্দের অর্থ আল্লাহ ছাড়া।

ইস্‌মে জাত-উনার এক জরবী যিকির

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বল্‌ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী এক জরবী যিকিরের ফয়েয আমার ক্বল্‌ব লতিফায় আসুক ইয়া আল্লাহ্।

নিয়মঃ اَللّٰهُ اَللّٰهُ (আল্লাহ আল্লাহ) শব্দ এক শ্বাসে যতবার পারা যায়, ততবার ক্বল্‌ব ততিফার উপর জর্‌ব দিবে। বার বার শ্বাস বন্ধ করে এ যিকির করতে থাকবে।

ইসমে জাত-উনার দুই জরবী যিকির

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার ক্বল্‌ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বল্‌ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী-উনার ক্বল্‌ব লতিফা মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী দুই জরবী যিকিরের ফয়েয আমার ক্বল্‌ব লতিফায় আসুক ইয়া আল্লাহ্।

নিয়মঃ اَللّٰهُ اَللّٰهُ (আল্লাহ আল্লাহ) শব্দকে ক্বল্‌ব লতিফার উপর নয়বার জর্‌ব দেয়ার পর নীচের নামগুলো তিনবার পড়বে-

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ ـ اَللّٰهُ نَاظِرِىْ ـ اَللّٰهُ مَعِىْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহু হাদ্বিরী, আল্লাহু নাযিরী, আল্লাহু মায়ী।

অর্থঃ "আল্লাহ পাক আমার নিকটে আছেন, আল্লাহ পাক আমার দিকে চেয়ে আছেন এবং আল্লাহ পাক আমার সাথে আছেন।"

ফানা দর তাওহীদ মাক্বামের মুরাক্বাবা

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ (আল্লাহু সামীউন)- মহান আল্লাহ পাক শ্রবণকারী।

اَللّٰهُ بَصِيْرٌ (আল্লাহু বাছীরুন)- মহান আল্লাহ পাক দর্শনকারী।

اَللّٰهُ عَلِيْمٌ (আল্লাহু আলীমুন)- মহান আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞানী।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার জান ও জিস্‌মের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার জান ও জিস্‌ম আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার জান ও জিস্‌ম মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী "ফানা দর তাওহীদ" মাক্বামের ফয়েয আমার জান ও জিস্‌মে আসুক ইয়া আল্লাহ্।

নিয়মঃ চোখ বন্ধ করে অল্প আওয়াজে ধীরে ধীরে اَللّٰهُ سَمِيْعٌ কলেমাকে নফ্‌স লতিফা থেকে বের করে সির লতিফা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর اَللّٰهُ بَصِيْرٌ কালেমাকে সির লতিফা থেকে বের করে খফি লতিফার উপর দিয়ে আখ্‌ফা লতিফা পর্যন্ত পৌছবে। তারপর اَللّٰهُ عَلِيْمٌ কলেমাকে আখ্‌ফা লতিফা থেকে বের করে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছাবে। তারপর اَللّٰهُ عَلِيْمٌ কলেমাকে প্রথম আসমান থেকে নীচের দিকে আখ্‌ফা লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ بَصِيْرٌ কলেমাকে আখ্‌ফা লতিফা থেকে সির লতিফা পর্যন্ত এবং اَللّٰهُ سَمِيْعٌ কলেমাকে সির লতিফা থেকে নফ্‌স লতিফা পর্যন্ত পৌছাবে। এ রকম বার বার করতে হবে।

ফানা ফিল মাহ্‌বুব মাক্বামের মুরাক্বাবা

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ (আল্লাহু সামীউন)- মহান আল্লাহ পাক শ্রবণকারী।
اَللّٰهُ بَصِيْرٌ (আল্লাহু বাছীরুন)- মহান আল্লাহ পাক দর্শনকারী।
اَللّٰهُ عَلِيْمٌ(আল্লাহু আলীমুন)- মহান আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞানী।
اَللّٰهُ قَدِيْرٌ (আল্লাহু ক্বদীরুন)- মহান আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার জান ও জিস্‌মের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার জান ও জিস্‌ম আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার জান ও জিস্‌ম মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী "ফানা ফিল মাহ্‌বুব" মাক্বামের ফয়েয আমার জান ও জিস্‌মে আসুক ইয়া আল্লাহ্।

নিয়মঃ চোখ বন্ধ করে অল্প আওয়াজে ধীরে ধীরে اَللّٰهُ سَمِيْعٌ নফ্‌স লতিফা থেকে বের করে সির লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ بَصِيْرٌ সির লতিফা থেকে বের করে খফি লতিফার উপর দিয়ে আখ্‌ফা লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ عَلِيْمٌ আখ্‌ফা লতিফা থেকে বের করে প্রথম আসমান পর্যন্ত, اَللّٰهُ عَلِيْمٌ প্রথম আসমান থেকে কুরসী পর্যন্ত পৌছাবে। আবার ফিরতিভাবে কুরসী থেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত, প্রথম আসমান

থেকে আখ্‌ফা লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ بَصِيْرٌ আখ্‌ফা লতিফা থেকে সির লতিফা পর্যন্ত এবং اَللّٰهُ سَمِيْعٌ সির লতিফা থেকে নফ্‌স লতিফা পর্যন্ত পৌঁছাবে। এ রকম বার বার করতে থাকবে।

ফানা ফিল্লাহ মাক্বামের মুরাক্বাবা

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ (আল্লাহু সামীউন)- মহান আল্লাহ পাক শ্রবণকারী।
اَللّٰهُ بَصِيْرٌ (আল্লাহু বাছীরুন)- মহান আল্লাহ পাক দর্শনকারী।
اَللّٰهُ عَلِيْمٌ (আল্লাহু আলীমুন)- মহান আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞানী।
اَللّٰهُ قَدِيْرٌ (আল্লাহু ক্বদীরুন)- মহান আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান।
اَللّٰهُ حَلِيْمٌ (আল্লাহু হালীমুন)- মহান আল্লাহ পাক ধৈর্যশীল।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার জান ও জিস্‌মের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার জান ও জিস্‌ম আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার জান ও জিস্‌ম মুবারকের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে চীশ্‌তিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী "ফানা ফিল্লাহ" মাক্বামের ফয়েয আমার জান ও জিস্‌মে আসুক ইয়া আল্লাহ্।

নিয়মঃ চোখ বন্ধ করে অল্প আওয়াজে ধীরে ধীরে اَللّٰهُ سَمِيْعٌ নফ্‌স লতিফা থেকে বের করে সির লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ بَصِيْرٌ সির লতিফা থেকে বের করে খফি লতিফার উপর দিয়ে আখ্‌ফা লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ عَلِيْمٌ আখ্‌ফা লতিফা থেকে বের করে প্রথম আসমান পর্যন্ত, اَللّٰهُ قَدِيْرٌ প্রথম আসমান থেকে কুরসী পর্যন্ত, اَللّٰهُ حَلِيْمٌ কুরসী থেকে আরশ পর্যন্ত পৌঁছাবে। আবার ফিরতিভাবে اَللّٰهُ حَلِيْمٌ আরশ থেকে কুরসী , اَللّٰهُ قَدِيْرٌ কুরসী থেকে প্রথম আসমান পর্যন্ত, اَللّٰهُ عَلِيْمٌ প্রথম আসমান থেকে আখ্‌ফা লতিফা পর্যন্ত, اَللّٰهُ بَصِيْرٌ আখ্‌ফা লতিফা থেকে সির লতিফা পর্যন্ত এবং اَللّٰهُ سَمِيْعٌ সির লতিফা থেকে নফ্‌স লতিফা পর্যন্ত পৌঁছাবে। এ রকম বার বার করতে থাকবে।

এছাড়া আরো অনেক মুরাক্বাবা আছে সেগুলো মুর্শিদে কামিল মুরীদের হাল বুঝে দিয়ে থাকেন। কাজেই সেগুলো মুর্শিদে কামিলের কাছে শিখে নিবে।

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা ইরশাদ মুবারক করেছেন যে, "কেউ যদি ইচ্ছা করে তবে মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার সবকগুলোও চীশতিয়া তরীক্বায় মশক করতে

পারে। তাতে অনেক ফায়দা পাওয়া যায়। নিয়তের সময় শুধু চীশতিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী বলতে হবে।

কেননা আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে ইরশাদ মুবারক করেন-

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থঃ "তারা যদি মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো, তারা যেন আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল হুযূর পাক ﷺ-কে তাদের প্রতিটি কাজে সন্তুষ্ট করে। উনারাই সন্তুষ্টি পাওয়ার সমধিক হক্বদার।" (পবিত্র সূরা তওবা-৬২)

মূলতঃ প্রত্যেক বান্দাহ ও উম্মতের মক্বছুদ হচ্ছে আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার মুহব্বত ও সন্তুষ্টি হাছিল করা। আর তা হাছিল করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ইত্তিবায়ে রসূল ﷺ। আর রসূল ﷺ-উনার অনুসরণই আল্লাহ পাক-উনারই অনুসরণ।

এ প্রসঙ্গে কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

অর্থঃ "যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-উনার ইতায়াত তথা অনুসরণ করলো প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ পাক-উনারই ইতায়াত করলো।" (পবিত্র সূরা নিসা-৮০)

আর আল্লাহ পাক-উনার হাবীব ﷺ-উনার অবর্তমানে তাঁকে অনুসরণ করার মাধ্যম হচ্ছেন তাঁর নায়িব তথা উলিল আমরগণ, যাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার মত ও পথের পূর্ণ অনুসারী। উলিল আমরগণের অনুসরণ-অনুকরণ ফরজ করে দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ পাক-উনার ইতায়াত কর এবং রসূল পাক ﷺ-উনার ইতায়াত কর এবং তোমাদের মধ্যে যাঁরা উলিল আমর তথা সত্তিকারের আল্লাহওয়ালা তাঁদের ইতায়াত তথা অনুসরণ কর। (পবিত্র সূরা নিসা-৫৯)

এ প্রসঙ্গে ছহীহ হাদীছ শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّيْخُ فِىْ اَهْلِهٖ كَالنَّبِيِّ فِىْ اُمَّتِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى اَلشَّيْخُ فِىْ قَوْمِهٖ كَالنَّبِيِّ فِىْ اُمَّتِهٖ.

অর্থঃ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক-উনার হাবীব হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নবী-রসূল আলাইহিমুস্ সালাম উনাদের উম্মতের নিকট যেরূপ সম্মানিত ও অনুসরণীয় নবুয়তের দরজা বন্ধ

হওয়ার পর বেলায়াতের হক্কানী শায়খ বা মুর্শিদ তাঁর অধীনস্তদের নিকট তদ্রূপ সম্মানিত ও অনুসরণীয়।" (মাকতুবাত শরীফ, দায়লামী, জামিউল জাওয়ামে, আল মাক্বাছিদুল হাসানাহ, তানযীহুশ শরীয়াহ, আল্ মীযান, আল জামিউছ্ ছগীর, আদ্ দুরারুল মুনতাশিরাহ ইত্যাদি)

সুতরাং, কোন বান্দা ও উম্মতের পক্ষে তখনই আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার হাক্বীক্বী মুহব্বত ও সন্তুষ্টি হাছিল করা সম্ভব যখন সে হযরত রসূলে পাক ﷺ এবং উলিল আমরগণকে পরিপূর্ণ ইতায়াত বা অনুসরণ করবে।

অতএব, আমাদেরকে আল্লাহ পাক ও তাঁর হাবীব ﷺ-উনার মুহব্বত ও সন্তুষ্টি হাছিল করতে হলে যিনি উলিল আমর তথা আল্লাহ পাক-উনার খালিছ ওলী, তাঁকে পরিপূর্ণ ইতায়াত বা অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ পাক সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

উল্লেখ্য যে এই বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার প্রাথমিক ওজিফার পাশা পাশি নিম্নোক্ত বিস্তারিত অজিফা পর্যায় ক্রমিক ভাবে মুর্শিদ কিবলার অনুমতি সাপেক্ষ্যে আদায় করতে হবে।

ওযীফা শরীফ

নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার বিস্তারিত ওযীফা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِيْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত আলমের প্রতিপালন করছেন এবং খাছ রহমত ও শান্তি নাযিল হোক সমস্ত রসূল عليهم السلام গণের সাইয়্যিদ আমাদের প্রাণের আঁকা হযরত মুহম্মদ ﷺ উনার উপর, তাঁর সমস্ত আওলাদ ও আছহাব رضي الله عنهم গণের উপর, বিশেষ করে তাঁর সুন্নতকে জিন্দাকারী হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার উপর।

নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার ইমাম মাহবুবে সুবহানী, ইমামে রব্বানী, কাইয়ুমে আউয়াল, হযরত শায়খ আহমদ ফারুক্বী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, সাধারণ মানুষের তথা উম্মতের শরীরে দশটি

লতিফা আছে। যথা-ক্বলব রূহ, সির, খফি আখফা, নফস, আব (পানি) আতেশ (আগুন), খাক (মাটি) ও বাদ (বাতাস)।

মাক্বামাতে ইমামে রব্বানী নামক কিতাবের ১০২ পৃষ্ঠায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি লিখেন যে,

(১) ক্বলব (قلب) বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে।
(২) রূহ (روح) ডান স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে।
(৩) সির (سر) বাম স্তনের দু'আঙ্গুল উপরে, ঈষৎ বক্ষের দিকে।
(৪) খফি (خفى) ডান স্তনের দু'আঙ্গুল উপরে, ঈষৎ বক্ষের দিকে।
(৫) আখফা (اخفى) বক্ষস্থলের মাঝখানে কড়ার নীচে।
(৬) নফ্স (نفس) পেশানীতে অর্থাৎ সিজদার স্থানে।

ইহা ব্যতীত আরো চারটি লতিফা আছে, তাকে একত্রে 'আরবায়ে আনাছের' বলে। এগুলোর নাম- (৭) আব (اب), (8) আতেশ (اتش) (৯) খাক (خاك) ও (১০) বাদ (باد) এ চারটি লতিফা সাধারণ মানুষের সমস্ত শরীরে বিদ্যমান। প্রথম পাঁচটি লতিফার মুল স্থান আলমে আরওয়াহ্ অর্থাৎ রূহানী আলম। আর শেষ পাঁচটি লতিফার মুল স্থান আলমে খল্ক অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট আলম।

লতিফাসমূহের মাক্বাম

(১) ক্বলব (توبة) তাওবার মাক্বাম।
(২) রূহ (انابت) ইনাবতের মাক্বাম (খালিছভাবে আল্লাহ পাক উনার দিকে রুজু হওয়া)।
(৩) সির (زهد) যুহদের মাক্বাম (দুনিয়ার খাহেশ ত্যাগ করা এবং নিষিদ্ধ বস্তু হতে পরহেয করা)।
(৪) খফি (ورع) অরা'র মাক্বাম (পরহেযগারী অবলম্বন করা এবং সন্দেহজনক বস্তু হতে বেঁচে থাকা)।
(৫) আখ্ফা (شكر) শোকরের মাক্বাম (আল্লাহ পাক উনার নিয়ামত ও ইহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা)।
(৬) নফ্স (توكل) তাওয়াক্কুলের মাক্বাম (আল্লাহ পাক উনার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা)।
(৭) আব্ (قناعت) ক্বনায়াতের মাক্বাম (অল্পে তুষ্ট হওয়া)।
(৮) আতেশ (تسليم) তাসলিমের মাক্বাম (আল্লাহ পাক উনার আহকামকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া)।
(৯) খাক্ (رضا) রিদ্বার মাক্বাম (আল্লাহ পাক উনার কার্যসমূহে রাজী থাকা)।
(১০) বাদ্ (صبر) ছবরের মাক্বাম (ধৈর্যধারণ করা)।

দশ লতিফার মুরাক্বাবা

মুরাক্বাবা অর্থ হলো একখানা আয়াত শরীফ কিংবা কলেমা শরীফ মুখে উচ্চারণ বা অন্তরে ধ্যান করত: উনার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা। এ মর্মটির বিকাশ কিরূপ হতে পারে, সে ব্যাপারে এরুপ মনোনিবেশ করবে, যেন অন্য কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান না পায়। এমনকি এতে এক প্রকার আত্মবিস্মৃতি সংঘটিত হয় এবং অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মোহ ভাব দূরিভূত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, এ তরীক্বার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের শরীরে দশটি লতিফা আছে। এ তরীক্বায় ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত লতিফাগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন মাক্বামের মুরাক্বাবা করতে হয়। যেমন-

(১) ক্বলব লতিফা-তওবা।
(২) রূহ লতিফা-ইনাবত (আল্লাহ তায়ালার দিকে খালিছভাবে রুজু হওয়া)।
(৩) সির লতিফা-যুহদ (দুনিয়ার খাহেশ ত্যাগ করা এবং নিষিদ্ধ বস্তু হতে পরহেয করা)।
(৪) খফি লতিফা-অরা' (পরহেযগারী অবলম্বন করা ও সন্দেহজনক বস্তু হতে বেঁচে থাকা)।
(৫) আখ্‌ফা লতিফা-শোকর (আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত ও ইহসানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা)।
(৬) নফস লতিফা-তাওয়াক্কুল (আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা)।
(৭) আব লতিফা-ক্বনায়াত (অল্পে তুষ্ট হওয়া)।
(৮) আতেশ লতিফা-তাসলীম (আল্লাহ তায়ালার আহকামকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া)।
(৯) খাক লতিফা-রিদ্বা (আল্লাহ তায়ালার কাজের উপর রাজী থাকা)।
(১০) বাদ লতিফা-ছবর প্রত্যেক অবস্থায় (ধৈর্যধারণ করা)।

ক্বলব লতিফা-(توبه) তওবার মাক্বাম

এই কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর ও মুহব্বতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক এবং আমার ক্বলব লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

অত:পর আল্লাহ পাককে কুদরতিভাবে হাদ্বির-নাযির জেনে ক্বলবের মধ্যে বিনা আওয়াজে লফয আল্লাহ বা আল্লাহ শব্দের যিকর করতে থাকবে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ যিকর ও তাঁর মা'রিফত, মুহব্বত আরজু করতে থাকবে। আর যাকের মনে মনে ধারণা করবে যে, আমার ক্বলব আল্লাহ পাক-উনার রহমতে আল্লাহ আল্লাহ যিকরের ফয়েয পাচ্ছে। জিহ্বার দ্বারা কিছু বলবেনা বরং জিহ্বাকে তালুর সাথে সংযোগ করে রাখবে।

লতিফায়ে ক্বলব সাইয়্যিদিনা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-উনার ক্বদম মুবারকের নীচে। অর্থাৎ তাঁর উছীলায় ফয়েয প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ক্বলবের নূর জরদ (হলুদ)। এ যিকর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টায় এক ঘন্টা করবে।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার যে, হযরত রসুলে পাক ﷺ উনার জাতে পাক তাঁর পূর্বেকার সকল নবী আলাইহিমুস সালামগণের শরীয়ত ও বেলায়েতের মূল ও জামে বা সমষ্টি। খাছ খাছ কামালাত প্রত্যেক নবী আলাইহিমুস সালামগণের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁদের ফয়েয রসূলে পাক ﷺ হতেই হাছিল হয়েছে। তাই সকলের মূল রসূলে পাক ﷺ।

রূহ লতিফা-(انابت) ইনাবতের মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, রূহ লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার রূহ লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার রূহ লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার রূহ লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও এনাবতের ফয়েয আমার রূহ লতিফায় আসুক এবং আমার রূহ লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

রূহ লতিফায়ও বিনা আওয়াজে লফয আল্লাহ-উনার যিকর করতে থাকবে।

রূহ লতিফা ইনাবতের মাক্বাম। ইনাবতের অর্থ খালিছভাবে আল্লাহ পাক-উনার দিকে রুজু হওয়া তথা তরীক্বতের মাক্বাম হাছিলে মনোনিবেশ করা। কোন মাক্বাম হাছিলের পর তাতে তৃপ্ত না হওয়া। অধিকতর নিগুঢ় রহস্যের প্রতি ঝুঁকা, আল্লাহ পাক-উনার দরবারে খাছ নৈকট্য বা মাক্বাম অর্জনের জন্য দৃঢ়ভাবে রুজু' হওয়া অত:পর সবকিছু হতে জুদা (পৃথক) হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাক উনার দিকে রুজু হওয়া।

মুরাক্বাবা হালতে রুহ লতিফার দিকে খেয়াল করে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে এবং আযীযী-ইনকেছারীর তথা বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ তায়ালার দিকে খাছভাবে রুজু হওয়ার, এবং দুনিয়ার সবকিছু হতে বিমুখ হয়ে মহান আল্লাহ পাক-উনার রাহে মুহব্বতে মশগুল থাকার তাওফিক মনে মনে আরজু করবে। অর্থাৎ মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ আল্লাহ যিকরের সাথে মনে মনে ইনাবতের ফয়েয আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজু করবে।

রূহ লতিফা সাইয়্যিদিনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত নূহ আলাইহিস সালাম-উনাদের ক্বদম মুবারকের নীচে। অর্থাৎ তাঁদের উছীলায় ফয়েয প্রাপ্ত হয়ে থাকে। রূহ লতিফার নূর ছোরখ (লাল)

সির লতিফা- (زهد) যুহদের মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, সির লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার সির লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার সির লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার সির লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও যুহ্দের ফয়েয আমার সির লতিফায় আসুক এবং আমার সির লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

সির লতিফায়ও বিনা আওয়াজে লফয আল্লাহ-উনার যিকর করতে থাকবে।

সির লতিফা যুহ্দের মাক্বাম। যুহ্দের অর্থ খালিছভাবে আল্লাহ পাক-উনার দিকে রুজু হওয়া তথা তরীক্বতের মাক্বাম হাছিলে মনোনিবেশ করা। কোন মাক্বাম হাছিলের পর তাতে তৃপ্ত না হওয়া। অধিকতর নিগুঢ় রহস্যের প্রতি ঝুঁকা, আল্লাহ

পাক-উনার দরবারে খাছ নৈকট্য বা মাক্বাম অর্জনের জন্য দৃঢ়ভাবে রুজু' হওয়া অত:পর সবকিছু হতে জুদা (পৃথক) হয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাক উনার দিকে রুজু হওয়া।

মুরাক্বাবা হালতে সির লতিফার দিকে খেয়াল করে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে এবং আযীযী-ইনকেছারীর তথা বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহ তায়ালার দিকে খাছভাবে রুজু হওয়ার, এবং দুনিয়ার সবকিছু হতে বিমুখ হয়ে মহান আল্লাহ পাক-উনার রাহে মুহব্বতে মশগুল থাকার তাওফিক মনে মনে আরজু করবে। অর্থাৎ মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ আল্লাহ যিকরের সাথে মনে মনে যুহ্দের ফয়েয আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজু করবে। ও আমার আল্লাহ্ পাক আপনার এ সংসারী বান্দাকে সংসারের মায়া, মোহ, লিপ্সা ও গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে আপনার প্রতি অনুরাগী ও আপনার ইশ্ক ও মুহব্বতে বিভোর করে রাখুন।

সির লতিফা সাইয়্যিদিনা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত উনার ক্বদম মুবারকের নীচে। অর্থাৎ উনার উছীলায় ফয়েয প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সির লতিফার নূর ছোফেদ (সাদা)

খফি লতিফা (ورع) অ'রার মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, খফি লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার খফি লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার খফি লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার খফি লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও অরা'র ফয়েয আমার খফি লতিফায় আসুক এবং আমার খফি লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

লতিফায়ে খফিতেও বিনা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ্ যিকর করতে থাকবে।

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ

অর্থ : "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার, সেই আল্লাহ পাক উনার নিকট বেশী সম্মানিত।" পবিত্র সূরা হুজরাত/১৩ আয়াত শরীফ।

মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ তায়ালার কাছে আযীযী ও ইনকেছারী সহকারে যাবতীয় কবীরা, ছগীরা গুণাহর কাজ, শক-শুবাহ বা সন্দেহের কাজ, ফাহেশা এবং বেহুদা কাজ, কথা এবং চিন্তা হতে পরহেয হওয়ার জন্য আরজু করবে।

খফি লতিফা সাইয়্যিদিনা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম উনার ক্বদম মুবারকের নীচে। অর্থাৎ তাঁর উছীলায় ফয়েয প্রাপ্ত হয়ে থাকে। খফি লতিফার নূর ছিয়া (কালো চমকদার)।

আখফা লতিফা (شكر) শোকরের মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, আখফা লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার আখফা লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার আখফা লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার আখফা লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও শোকরের ফয়েয আমার আখফা লতিফায় আসুক এবং আমার আখফা লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

আখফা লতিফায়ও বিনা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থ: "যদি তোমরা শোকর কর, তবে নিশ্চয়ই আমি (নিয়ামত) আরো বাড়িয়ে দেব।" পবিত্র সুরা ইবরাহীম/৭ আয়াত শরীফ)

মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে। আর তাঁর দরবারে তাঁরই অসংখ্য, অগণিত নিয়ামত ও ইহসানের শোকরগুজারীর ক্ষমতা চাইবে এবং এ আরজু করবে- ও আমার মহান আল্লাহ পাক! আপনার নিয়ামত অসীম ও অপার, তা কেউ গণনা করে শেষ করতে পারেনা। আমি আপনার একটা আদনা নিয়ামতেরও শোকর আদায় করতে পারিনি। আপনি এ অক্ষম ও অজ্ঞান বান্দাকে খালিছভাবে শোকর করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আখফা লতিফা হযরত নবী করীম ﷺ উনার ক্বদম মুবারকের নীচে। আখফা লতিফার নূর ছবজ (সবুজ)।

ছিফতে ছলবিয়া

স্মর্তব্য যে, সাধারণভাবে ক্বলবের কাজ হলো আল্লাহ পাক উনার স্মরণ করা বা যিকর করা। রূহের কাজ হলো আল্লাহ পাক উনার যিকরের খেয়াল করা, সিরের কাজ হল ছিফত বা গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করা। আর খফির কাজ হলো আল্লাহ পাক উনার ছিফত বা গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করে আল্লাহ পাক উনার ছিফত বা গুণে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ পাক উনার আশিক হওয়া অতঃপর নিজের অস্তিত বিলীন করে আল্লাহ্ পাক উনার জন্য ফানা বা শেষ হওয়া আর আখফার কাজ হলো নিজের অস্তিত্ব ফানা করে আল্লাহ্ পাক উনার ছিফাত বা গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে বাক্বা বা স্থায়ীত্ব লাভ করা।

নফস লতিফা (توكل) তাওয়াক্কুলের মাক্বাম

পুর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামূখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার নফস লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার নফস লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নফস লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও তাওয়াক্কুলের ফয়েয আমার নফস লতিফায় আসুক এবং আমার নফস লতিফা আল্লাহ্ আল্লাহ বলুক।

নফ্স লতিফায়ও বিনা আওয়াজে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকর করতে থাকবে

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থ: "যে ব্যক্তি ছিদ্‌ক্ব (খাঁটি) দিলে আল্লাহ পাক উনার উপর ভরসা করবে, আল্লাহ্ পাকই তার জন্য যথেষ্ট।" পবিত্র সূরা ত্বলাক্ব/৩ আয়াত শরীফ)

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: "মু'মিনদের জন্য একমাত্র আল্লাহ পাক উনার উপরই ভরসা করা কর্তব্য।" (পবিত্র সূরা মায়িদা/১১ আয়াত শরীফ)।

توكل (তাওয়াক্কুল) মানে ভরসা করা, নির্ভর করা। অপর অর্থ এই যে, নিজ ক্ষমতা ও শক্তি হতে অপারগ হয়ে সব কাজের ভার আল্লাহ্ পাক উনার হাতে

সোপর্দ করা। মুরাক্বাবা হালতে হায়াত-মউত, রিযিক-দৌলত, কাজ-কর্ম, আমল-ইবাদত, চিন্তা-ফিকির, মান-সম্মান ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ পাক উনার উপর সম্পূর্ণ ভরসা ও আস্থা ন্যাস্ত করার ক্ষমতা আরজু করবে।

নফ্স লতিফার নূর বিশুদ্ধ হওয়ার পর রংবিহীন তারকার ন্যায় চমকদার।

ছয় লতিফার মুরাক্বাবা

পূর্বে বর্ণিত ছয় লতিফার মুরাক্বাবা আলাদাভাবে শেষ করে এ ছয়টি লতিফার মুরাক্বাবা একসাথে করবে। এ মুরাক্বাবার সময় একই সাথে ক্বলব, রূহ, সির, খফি, আখ্ফা ও নফ্স লতিফার দিকে খেয়াল রেখে যিক্র করতে হয়।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ছয় লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ছয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ছয় লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ছয় লতিফা মুবারকের উছীলায় মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে ছয় মাক্বামের ফয়েয আমার ছয় লতিফায় আসুক এবং আমার ছয় লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

মুরাক্বাবা হালতে ছয় লতিফায় একসাথে বিনা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে।

আর আল্লাহ পাক উনার নিকট বিনীতভাবে এক সাথে ছয় মাক্বামের ফয়েযসমূহের হাক্বীক্বত আরজু করতে থাকবে।

আব্ লতিফা (قنات) ক্বনায়াতের মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, আব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার আব্ লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার আব্ লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার আব্ লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও ক্বনায়াতের ফয়েয আমার আব্ লতিফায় আসুক এবং আমার আব লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

আতেশ লতিফা (تسليم) তাসলীমের মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, আতেশ লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়তঃ আমি আমার আতেশ লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার আতেশ লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার আতেশ লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও তাসলীমের ফয়েয আমার আতেশ লতিফায় আসুক এবং আমার আতেশ লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

আতেশ লতিফায়ও বিনা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে এবং মনে করবে যে, আমার শরীরের আতেশ (আগুন) ও বাইরের আতেশ (আগুন) সবই আল্লাহ পাক উনার যিকর করছে।

মুরাক্বাবা অবস্থায় আল্লাহ, আল্লাহ যিকরের সাথে তাসলীমের ফয়েয আরজু করতে থাকবে এবং আল্লাহ পাক উনার নিকট ইসলামের বিধি-বিধান সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়ার আরজু করতে থাকবে।

খাক্ লতিফা (رضا) রিদ্বার মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, খাক্ লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার খাক লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার খাক লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার খাক লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ্ যিক্র, মুহব্বত ও রিদ্বার ফয়েয আমার খাক লতিফায় আসুক এবং আমার খাক লতিফা আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

খাক লতিফায়ও বিনা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে এবং মনে করবে যে, আমার নাভীতে অবস্থিত খাক (মাটি) ও বাইরের খাক (মাটি) সবই আল্লাহ পাক উনার যিকর করছে।

মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ পাক উনার নিকট রিদ্বার ফয়েয আরজু করবে আর প্রার্থনা করবে ও আমার পরওয়ারদিগার! তক্বদীরের উপর রাজী থাকার ক্ষমতা এবং রিদ্বার বা সন্তুষ্টি লাভ করার তাওফিক আমাকে দান করুন।

বাদ্ লতিফা (صبر) ছবরের মাক্বাম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, বাদ লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার বাদ্ লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার বাদ্ লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বাদ্ লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী আল্লাহ আল্লাহ যিকর, মুহব্বত ও ছবরের ফয়েয আমার বাদ লতিফায় আসুক এবং আমার বাদ্ লতিফা আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলুক।

বাদ্ লতিফায়ও বিনা আওয়াজে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকর করবে। আর মনে করবে, আমার শরীরের বাদ্ (বাতাস) ও বাইরের বাদ্ (বাতাস) সবই আল্লাহ পাক-উনার যিকর করছে।

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ধৈর্যশীলদের সঙ্গী।" (পবিত্র সুরা বাক্বারা/১৫৩)

মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ্ পাক-উনার নিকট সর্ব প্রকার আপদ-বিপদ, দু:খ-দরদ, বালা-মুছীবতে ছবর করার এবং আদেশ পালনে কষ্ট সহিষ্ণু হওয়ার তাওফিক আরজু করবে।

সুলত্বানুল আয্কার (سلطان الاذكار) যিকরের বর্ণনা

সুলতানুল আয্কার-উনার অর্থ সমস্ত যিকরের বাদশাহ। পৃথকভাবে সমস্ত লতিফার যিকর জারী হওয়ার পর একসাথে সমস্ত লতিফার যিকর শুরু করবে। একেই সুলতানুল আযকার বলে। উনার তিনটি স্তর।

প্রথম স্তর-সালেক অনুভব করতে পারবে যে, সমস্ত শরীর আল্লাহ আল্লাহ যিকর করছে।

দ্বিতীয় স্তর-সালেক অনুভব করতে পারবে, তার সঙ্গে তার আশে-পাশের মখলুক্বও আল্লাহ আল্লাহ যিকর করছে।

তৃতীয় স্তর-সালেক অনুভব করতে পারবে, তার সঙ্গে সমস্ত মখলুক্ব যিকর করছে। এমনকি তাহ্তাচ্ছারা হতে ফাওক্বাল আর্শ পর্যন্ত সমস্ত মখলুক্ব আল্লাহ আল্লাহ যিকর করছে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই সমস্ত নিয়ামত হাছিল করার তাওফিক দান করুন এবং তা বরদাশ্ত করার শক্তি দান করুন। (আমীন)

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, দশ লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার দশ লতিফা বা সমস্ত শরীরের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার দশ লতিফা বা সমস্ত শরীর আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার দশ লতিফা বা সমস্ত শরীর মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরত হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে সুলতানুল আয্কারের ফয়েয আমার দশ লতিফা বা সমস্ত শরীরে আসুক এবং আমার দশ লতিফা বা সমস্ত শরীর আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

এ যিক্র করার সময় সালেক মাথার চুল হতে শুরু করে পায়ের তলা পর্যন্ত প্রত্যেক জর্রার প্রতি খেয়াল করে বিনা আওয়াজে আল্লাহ আল্লাহ যিকর করতে থাকবে।

নফী ইছবাত বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র যিক্র

নফী অর্থ না এবং ইছবাত অর্থ হ্যাঁ। لَا اِلٰهَ (লা ইলাহা) "কোন মা'বুদ নেই।"

اِلَّا اللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ)-"এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত।" অর্থাৎ এক আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। যেহেতু এই কলেমার প্রথম অংশটুকু না সূচক এবং দ্বিতীয় অংশটুকু হ্যাঁ সূচক সেহেতু এ যিকরকে নফী ইছবাত বলে।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব্ লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বল্ব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বল্ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী নফী ইছবাত যিকরের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়া আল্লাহ।

নিয়ত : ক্বিবলারোখ হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, শ্বাস বন্ধ করে, নাভীর মূল হতে ছূযূরী ক্বলবের সাথে لَا (লা) শব্দকে খেয়ালের দ্বারা বের করে, আখফা লতিফার উপর দিয়ে নফস লতিফা পর্যন্ত সোজাসুজি নিয়ে যাবে। তারপর اِلٰهَ (ইলাহা) শব্দকে নফ্স লতিফা হতে খফি লতিফার উপর দিয়ে রূহ লতিফায় পৌছাবে। অত:পর اِلَّا اللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ্) শব্দকে রূহ লতিফা হতে ক্বলব লতিফার উপর এমনভাবে জরব খেয়ালের সহিত করবে। মস্তক বা শরীর যাতে না নড়ে তার প্রতি খেয়াল রাখবে। অত্যন্ত প্রয়োজনে মস্তক যদি অল্প দোলে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এক শ্বাসে বেজোড় সংখ্যায় এই যিকর করতে হবে। নি:শ্বাস ফেলার সময় একবার মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ বলবে এবং একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়া হলে একবার মুখে মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ বলবে। দম বন্ধ করলে দিলের ওয়াসওয়াসা দূর হয় ও রগবত বাড়ে। শারীরিক কোন প্রকার অসুস্থতা বা অক্ষমতা থাকলে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ছেড়ে যিকর করতে পারে।

প্রত্যেক ১০০ বার নফী ইছবাত করত: বিনীতভাবে আল্লাহ পাক-উনার নিকট আরয করবে-اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ رِضَاكَ وَمَعْرِفَتَكَ وَمُحَبَّتَكَ উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী রিদ্বাকা ওয়া মা'রিফাতাকা ওয়া মুহাব্বাতাকা।

অর্থ : "ও আমার আল্লাহ পাক! আপনি আমাকে আপনার সন্তুষ্টির উপর মজবুত রাখুন এবং আপনার মা'রিফত ও মুহব্বত দান করুন।"

যিক্রের সময় কলেমা শরীফের অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে।

প্রথম শ্রেণীর ত্বালেব বা সালেক খেয়াল করবে-

لَا مَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ)

অর্থাৎ এক আল্লাহ পাক ব্যতীত বন্দেগীর যোগ্য আর কেউই নেই।

মধ্যম শ্রেণীর ত্বালেব বা সালেক খেয়াল করবে-

لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ্)

অর্থাৎ এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

শেষ দরজার ত্বালেব বা সালেক খেয়াল করবে-

لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ)

অর্থাৎ এক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

এ যিকরের সময় খেয়াল করবে যে, আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর সমস্ত কিছুই লয় বা ফানা হয়ে গেছে। এমনকি নিজ শরীরও ফানা হয়ে গেছে। এ যিক্র সর্বদা করতে হবে। এমনকি নানা প্রকার বাঁধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়েও যিক্র করতে হবে। এ যিক্র প্রত্যহ কিছু সময় করে আজীবন করতে হবে।

দায়েরায়ে ইমকান

এ তরীক্বায় ২৪টি দায়েরা আছে। দায়েরা অর্থ গোলাকার চক্র বিশেষ। এ তরীক্বার ভিন্ন ভিন্ন মাক্বামকে দায়েরা নামে অভিহিত করা হয়। এগুলো ব্যতীত আরো কতকগুলো সাহায্যকারী ফয়েয আছে, যা সালেকের পক্ষে শিক্ষা করা জরুরী। এ সমস্ত সাহায্যকারী অতিরিক্ত ফয়েযগুলোর বর্ণনা দায়েরার বর্ণনার পরে দেয়া হবে। ইনশা-আল্লাহ্।

মাটির নিম্নতম স্তর হতে আরশ পর্যন্ত অর্ধ দায়েরা। ইহাকে আলমে খলক্ব বা আলমে জিসমানী (স্থূল জগত) এবং আরশ হতে উপরের অর্ধ দায়েরাকে আলমে আমর বা আলমে রূহানী (সূক্ষ্ম জগত) বলা হয়। যা ক্রমশঃ বিকাশ হয়েছে, উহাকে আলমে খলক্ব বলা হয়। আর যা আল্লাহ পাক উনার হুকুম হওয়া মাত্রই সৃষ্টি হয়েছে, উহাকে আলমে আমর বলা হয়। আলমে খলক্ব আলমে ইমকানে "ছায়ের ইলাল্লাহ" হয় এবং তার পরবর্তী বেলায়েতে ছোগরায় "ছায়ের ফিল্লাহ" হয়ে থাকে।

তওবার ফয়েযঃ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ্ আছি। আমার ক্বল্ব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম-উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে এবং হযরত আদম আলাইহিস সালাম-উনার ক্বল্ব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার আরশে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে পাক হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে তওবার ফয়েয আমার ক্বল্ব লতিফায় আসুক ইয়া আল্লাহ্।

মুরাক্বাবায় বসে স্বীয় জীবনের কৃত জাহির-বাতিন, ছোট-বড় সকল প্রকার গুণাহ স্বরণ করে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে অতি আযীযী ও ইনকেছারীর সাথে দয়াময় আল্লাহ পাক-উনার নিকট খালিছ তওবা করে কান্নাকাটি করবে। বেশী গুনাহের কারণে কান্না না আসলে কান্নার ভান করবে। মাঝে মাঝে ইস্তিগফার পড়বে কিংবা নিম্নের আয়াত শরীফ পড়বে, যা দ্বারা হযরত আদম আলাইহি সালাম ও হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক-উনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থাৎ:-"আয় আল্লাহ পাক! আমরা পূর্ণ মানব জাতী অর্থাৎ আমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে মাফ ও দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আউনারা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" (পবিত্র সুরা আ'রাফ/২৩)

(বি.দ্র. নবীগণ আলাইহিমুস সালাম পবিত্র কুরআন ও ছহীহ্ হাদীস শরীফের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সকল গুনাহ হতে মুক্ত। এখানে একজন আদম সন্তান উম্মৎ হিসাবে গুনাহ করার পর কিভাবে মাফ চাইলে মাফ পাবে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত ইউনুস عليه السلام, আদম-হাওয়া عليه السلام সহ অনেক নবী عليه السلام গণের ভাষায় জলামনা শব্দ ওহীর মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে।

মুরাক্বাবা হালতে খেয়াল করবে, হযরত আদম عليه السلام ও হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম-উনাদের যেরূপ তওবা নছীব হয়েছিল, তাঁদের উছীলায় আমারও সেরূপ তওবা নছীব হোক এবং তাঁদের যিয়ারত আমার নছীব হোক। ইয়া আল্লাহ্।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ মুবারক করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا.

অর্থ : "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ পাক-উনার নিকট প্রত্যাবর্তন তথা তওবা কর, সত্যিকার খাঁটি খালিছ তওবা।" (পবিত্র সুরা তাহ্রীম/৮)

ছহীহ্ হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

অর্থ :- "হুযূর পাক ﷺ শপথ করে বলেন, আমি প্রতিদিন আল্লাহ্ পাক-উনার দরবারে ৭০ বারেরও বেশী ইস্তিগফার করে থাকি। (বুখারী, তিরমীযী, ইবনে মাযাহ, মুসনাদে আহ্মদ ইত্যাদি)

ছহীহ হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ.

অর্থা:- "যে ব্যক্তি গুণাহ হতে তওবা করলো, যদি আল্লাহ পাক তওবা কবুল করেন তবে সে ব্যক্তি যেন কোন পাপই করেনি এরকম মর্যাদা পায়।" (তিবরানী)

যে চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম

হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "তিন প্রকার চোখের উপর দোযখের আগুন হারাম-ঐ চোখ যে হারাম বস্তু দেখা হতে বিরত থাকে, ঐ চোখ যে আল্লাহ্ পাক-উনার ভয়ে কাঁদে।" এবং ঐ চোখ যে চোখ দিয়ে মা-বাবা ও হক্কানী অলীদের দিকে নেক নজরে তাকায়। (কিতাব আল আছার সহ অসংখ্য হাদিস শরীফের কিতাব)

হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

كُلُّ بَنِى اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ.

অর্থ :- "নবী-রাসূল ﷺগণ ব্যতীত সমস্ত মানুষই কিছু না কিছু গুণাহ্ করে। কিন্তু গুণাহ্গারদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী উত্তম যে বেশী বেশী তওবা করে।" (ফিরদাউস লিদ্ দায়লামী, দারেমী ইত্যাদি)।

গুণাহর ভয়ে দিল অস্থির হয়ে পড়লে আল্লাহ পাক-উনার অসীম রহমতের কথা মনে করে নিম্নের আয়াত শরীফ মুরাক্বাবা হালতে পড়বে।

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ :- "তোমরা আল্লাহ পাক-উনার রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সমস্ত গুণাহ মাফ করেন এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (পবিত্র সুরা যুমার/৫৩)

مراقبة انوار سائر افاق

আনওয়ারে সায়েরে আফাক্বীর মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ কিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে উনার আরশে পাক হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে আনওয়ারে সায়েরে আফাক্বীর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় মনে মনে পড়বে-لَا ظَاهِرَ اِلَّا اللّٰهُ (লা যহিরা ইল্লাল্লাহ)

অর্থ :- "আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ জাহির (প্রকাশ্য) নেই।"

আনওয়ারে সায়েরে আফাক্বী সালেকের বহির্ভুত আলমে খলক্বের বস্তু বিষয়ের নূরের মধ্যে সায়ের অনুভূত হয়। আল্লাহ পাক আসমা ও ছিফাত হিসেবে জাহির, আর জাত হিসেবে বাতিন। এ মুরাক্বাবায় ক্বলবের সায়ের আরশের নিম্নস্থ অর্ধ দায়েরার বস্তু বিষয়ের নূরের মধ্যে হয়ে থাকে। আলমে খলক্বের বিভিন্ন অবস্থা ও বিবিধ প্রকারের নূর দিলের চোখে দৃষ্টিগোচর হয়। এ প্রকার মুশাহাদাকে সায়েরে আফাক্বী বলা হয়।

مراقبہ تجلی افعال

তাজাল্লীয়ে আফয়ালের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার আরশে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে পাক হতে নক্‌শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে তাজাল্লীয়ে আফয়ালের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক। ইয়া আল্লাহ্।

এ মুরাক্বারায় لَا فَاعِلَ اِلَّا اللهُ (লা ফায়িলা ইল্লাল্লাহু)

অর্থ :- "আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোন ফায়িল (কর্তা) নেই।" মনে মনে পড়বে।

এই বাক্যের অর্থ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এবং তোমরা যে কাজ-কর্ম কর, তা পয়দা করেছেন। প্রত্যেক বস্তু এবং কাজ-কর্মের সৃষ্টি কর্তা একমাত্র আল্লাহ পাক। এ মুরাক্বাবায় আল্লাহ পাক-উনার কার্যসমূহের জ্যোতি ক্বলবের মধ্যে প্রকাশ হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক কর্মের নূর মা'লুম হয়ে থাকে। এ মাক্বামে সালেকের এমন অবস্থা হয় যে, কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা কোন প্রকার জুলুম করে, তবে রাগ না হয়ে বরং হাসে। কেননা তখন তার অন্তরে আল্লাহ পাক-উনার ইশারাতেই সমস্ত কাজ হচ্ছে, এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

مراقبة توحيد افعال

তাওহীদে আফয়ালের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার আরশে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে পাক হতে নক্‌শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে তাওহীদে আফয়ালের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক। ইয়া আল্লাহ্।

এ মুরাক্বারায় لَا فَاعِلَ اِلَّا اللهُ (লা ফায়িলা ইল্লাল্লাহু)

অর্থ :- "আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোন ফায়িল (কর্তা) নেই।" মনে মনে পড়বে।

مراقبه انوار سائر انفس

আনওয়ারে সায়েরে আনফুসির মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা হযরত মুরশিদ ক্বিবলা উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার আরশে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার আরশে পাক হতে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী হাক্বীক্বতে আনওয়ারে সায়েরে আনফুসির ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় لَا بَاطِنَ اِلَّا اللّٰهُ (লা বাতিনা ইল্লাল্লাহ)

অর্থ :- "আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ বাতিন নেই।" মনে মনে পড়বে।

আনওয়ারে সায়েরে আনফুস-এ সালেকের নিজের মধ্যে সায়ের অনুভূত হয়। যে নূর ও গুপ্তভেদ সালেকের ক্বলবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাকে সায়েরে আনফুসি বলা হয় এবং মাক্বামে আলমে আমরের নূর ও বাতিনী ভেদ সালেকের দিলের মধ্যে প্রকাশ হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহপাক ইরশাদ মুবারক করেন

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

অর্থ :- "যমীনে বিশ্বাসীগণের জন্য বহু আলামত বিদ্যমান আছে এবং তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যেও আছে। তবে কি তোমরা দেখতে পাওনা?" (পবিত্র সূরা যারিয়াত/২০,২১)

دائره ولايت صغرى

দায়েরায়ে বেলায়েতে ছোগরা

এ দায়েরায় আল্লাহ পাক-উনার আসমা ও ছিফাতের যিলালের (নামসমূহ ও গুণাবলীর ছায়াসমূহের) মুরাক্বাবা করতে হয়। এ দায়েরাই বেলায়েতের প্রথম। এটি আউলিয়াগণের বেলায়েতের দরজা।

হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ পাক-উনার গুণে গুণান্বিত হও।"-কিতাব আল আছার, মুদনাদ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ পাক-উনার ৯৯টি নাম মুবারক ও বহু গুণ আছে, প্রত্যেক নাম মুবারক ও গুণের বহু প্রকার আক্স বা প্রতিবিম্ব আছে। সালেকের অবস্থা অনুযায়ী

আল্লাহ পাক-উনার ছিফাতের যিলাল (ছায়া) তার মুরাক্বাবায় আল্লাহ পাক-উনার নামসমূহ দু'/একবার পড়বে এবং পড়ার সময় প্রত্যেক নামের গুণের খেয়াল করবে।

মহান আল্লাহ পাক ছাড়া সমস্ত বস্তুকে ভুলে যাওয়ার নাম ফানায়ে লতিফায়ে ক্বলব, আর সকল সময় আল্লাহ পাক-উনার ধ্যানে মশগুল থাকার নাম "বাক্বায়ে লতিফায়ে ক্বলব।"

তাওহীদ দু'প্রকার-তাওহীদে অজুদী ও তাওহীদে শুহুদী।

তাওহীদে অজুদী অর্থ একক মওজুদ জানা আর বাকী সবকিছু নিস্ত ধারণা করা এবং সমস্ত কিছুকে নিস্ত জানা সত্বেও সমস্ত বিষয় বা বস্তু একের দর্পন ও বিকাশ বস্তু মনে করা।

তাওহীদে অজুদী ইলমুল ইয়াক্বীনের অন্তর্গত। তাওহীদে শুহুদীর আক্বল ও শরীয়তের সঙ্গে কোন বিভেদ নেই। তাওহীদে শুহুদী অর্থ এককে দেখা।

অর্থাৎ সালেকের লক্ষ্য এক আল্লাহ পাক ছাড়া আর কিছুই না থাকা। তাওহীদে শুহুদী আইনুল ইয়াক্বীনের অন্তর্গত। সালেকের জন্য তাওহীদে শুহুদীর আক্বীদা জরুরী। কেননা তা ব্যতীত তাওহীদের প্রকৃত মতলব বুঝা সম্ভব হয়না এবং আইনুল ইয়াক্বীনও লাভ হয়না। তাওহীদে শুহুদীর আক্বীদা জরুরী। কেননা তা ব্যতীত তাওহীদের অজুদী আক্বীদা যারা পোষণ করে, তারা হামাউস্ত অর্থ সব আল্লাহ বা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে, যা আক্বল ও শরীয়তের বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অস্তিত্ব নিস্ত মনে করা জরুরী নয়। যেই সময় সে সূর্যের দিকে দৃষ্টি করে, তারকারাজী দৃষ্টিতে আসেনা। তখন সে তারকারাজীকে না দেখলেও নিস্ত মনে করেনা বরং পুশিদা মনে করে। কিন্তু তারকারাজীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা আক্বল ও শরীয়তের বিপরীত। বেলায়েতে কুবরায় প্রকৃত ফানা লাভ হলে অনুরূপ বাতিল ধারণা দূর হয়ে যায় এবং হামা আজ উস্ত (সবই তা হতে) এবং সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে। সালেক তখন বুঝতে পারে যে, কোন কিছুই আল্লাহ পাক হতে পারে না এবং তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনা। বরং সমস্তই আল্লাহ পাক হতে বিকশিত ও সৃষ্ট। এ দায়েরায় বসলে দিল রৌশন হয়।

আল্লাহ পাক-উনার আসমাউল হুসনা (মুবারক নামসমূহ) নিম্নে দেয়া হলো। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ প্রভৃতি হাদসিগ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসুল পাক صلى الله عليه وسلم ইরশাদ মুবারক করেন, "নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম মুবারক রয়েছে। যে ব্যক্তি সকল নাম মুবারক স্বরণ করে পাঠ

করে ও আমল করে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপার করুণা বলে ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করতে আদেশ দিবেন।"সুবহানাল্লাহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحُكْمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِىْ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْىِ الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ لَاْحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِىْ الْمُتَعَالِىْ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْعِمُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّئُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوْالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىُّ الْمُعْطِىْ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِىْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِىْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ الصَّادِقُ السَّتَّارُ.

(১)

(دائره ظلال اسماء وصفات)

<u>দায়েরায়ে আসমা ও ছিফাতের যিলালের মুরাক্বাবা</u>

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের

উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে এবং উক্ত মুসতাজমিয়ে আসমা ও ছিফাত হতে আসমা ও ছিফাতের যিলালের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।(যিলাল শব্দের অর্থ প্রতিবিম্ব। মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাতের অর্থ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর সমষ্টি।)

এ মুরাক্বাবায় আল্লাহ পাক-উনার মুবারক নামসমূহ কয়েকবার পড়ে নিবে এবং মাঝে মাঝে নিম্নের আয়াত শরীফ পড়বে।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

অর্থ :- "তিনি (আল্লাহ পাক) তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন।" (সুরা হাদীদ/৪)

মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে-আল্লাহ পাক আমার সাথে এবং মখলুক্বাতের বা সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক জররা বা অনু-পরমাণুর সাথে আছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সাথে থাকার অর্থ আল্লাহ পাক-উনার ইলম ও কুদরতের মাধ্যমে আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ পাক আকার, আকৃতি বা স্থান হিসেবে আমাদের সাথে নন।

(২)

مراقبہ معیت

মায়িয়্যাতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে এবং উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে মায়িয়্যাতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ (মায়িয়্যাত অর্থ সঙ্গী হওয়া)

এ মুরাক্বাবায়ও وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৩)

مراقبه معيت حب

মায়িয়্যাতে হুব্বীর মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে এবং উক্ত মুসতাজমিয়ে আসমা ও ছিফাত হতে মায়িয়্যাতে হুব্বীর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।(মায়িয়্যাতে হুব্বী অর্থ মুহব্বতের সঙ্গী হওয়া)

এ মুরাক্বাবায়ও وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৪)

مراقبه نسيان عما سوى الله

নিসইয়ান আম্মা সিওয়াল্লাহর মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে নিসইয়ান আম্মা সিওয়াল্লাহর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় সমস্ত জগত এমনকি নিজেকে পর্যন্ত ভূলে আল্লাহ পাক-উনার ধ্যানে নিমগ্ন থাকার ইচ্ছা হবে। নিসইয়ান আম্মা সিওয়াল্লাহর অর্থ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সমস্ত কিছুকে ভুলে যাওয়া।

এ মুরাক্বাবায়ও وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৫)

مراقبه جذبة من جذبات الله

জযবাতুম মিন জযবাতিল্লাহর মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে জযবাতুম মিন জযবাতিল্লাহর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিজেকে সর্বদা আল্লাহ পাক-উনার জযবায় বা আকর্ষণের নিমগ্ন মনে করবে। জযবাতুম মিন জযবাতিল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহ পাক-উনার আকর্ষণের দ্বারা আকর্ষিত থাকা।

এ মুরাক্বাবায়ও পূর্বের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৬)

مراقبة غلبة النسبت

গলাবাতুন নিসবতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে গলাবাতুন নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

গলাবাতুন নিসবতের অর্থ হলো নিগুঢ় সম্পর্ক অর্থাৎ আল্লাহ পাক-উনার সাথে বান্দাহর নিসবত বা সম্পর্কের নিগুঢ়তা। সুতরাং মুরাক্বাবা হালতে খেয়াল করবে যে, অন্য কারো সাথে কোন সম্পর্ক নেই, একমাত্র আল্লাহ পাক-উনার সাথেই তার নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

এ মুরাক্বাবায়ও পূর্বের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৭)

مراقبہ تجلی برق

তাজাল্লীয়ে বারক্বীর মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে তাজল্লীয়ে বারক্বীর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

"তাজাল্লীয়ে বারক্ব"-উনার অর্থ হলো নূরে ইলাহী জাহির হওয়া বা চমকানো। মুরাক্বাবা হালতে নিজেকে নূরে ইলাহীর মধ্যে গরক মনে করবে। মুরাক্বাবায় পূর্বের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে ও অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৮)

مراقبہ وحدت در کثرت

ওয়াহ্দাত দর কাছরাতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে ওয়াহ্দাত দর কাছরাতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

ওয়াহ্দাত দর কাছরাতের অর্থ হলো অনেকের মধ্যে এক। মুরাক্বাবা হালতে সালেক খেয়াল করবে যে, সমস্ত কায়েনাতের মধ্যে থেকেও সে আল্লাহ পাক-উনার সাথে এককভাবে বিরাজমান। এখানেও পূর্বের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(৯)

مراقبہ کثرت در وحدت

কাছ্‌রাত দর ওয়াহ্‌দাতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে কাছ্‌রাত দর ওয়াহ্‌দাতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

কাছ্‌রাত দর ওয়াহ্‌দাতের অর্থ হলো একের মধ্যে অনেক। মুরাক্বাবা হালতে আল্লাহ পাক-উনার ওয়াহ্‌দানিয়াতের খেয়ালে নিজেকে গরক রাখবে বা মনে করবে। এখানেও মুরাক্বাবায় পূর্বের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

(১০)

مراقبہ توحید معلی

তাওহীদে মুয়াল্লার মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে তাওহীদে মুয়াল্লার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

তাওহীদে মুয়াল্লার অর্থ হলো খালিছ একত্বতা। মুরাক্বাবা হালতে খেয়াল করবে যে, আমি খালিছভাবে আল্লাহ পাক-উনার একত্বতার মধ্যে গরক রয়েছি। মুরাক্বাবা হালতে পূর্বের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

دائرۃ ولایت کبری

দায়েরায়ে বেলায়েতে কুব্‌রা

এটি পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামগণের বেলায়েতের দরজা। এতে ৪টি দায়েরা আছে। শেষ দায়েরাকে ক্বাউস বলা হয়। মুরাক্বাবার সময় ক্বলব, রূহ, সির, খফি ও আখফা সহযোগে নফসকে মুতাওয়াজ্জেহ করতে হবে।

নফসের প্রকারভেদ

নফস সাধারণত: তিন প্রকার-

(১) নফসে আম্মারা :- ইহা মানুষকে সকল সময় কুমন্ত্রণা দেয়, দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জন্য উত্তেজিত করতে থাকে, আর আপন খাহেশ পূর্ণ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

(২) নফসে লাওয়ামা :- ইহা মানুষকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে গুণাহর কাজ করিয়ে ফেলে। কিন্তু সে পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে।

(৩) নফসে মুতমাইন্না :- ইহা গুণাহর কাজ মোটেই করেনা বরং গুণাহর কাজের ওয়াসওয়াসা তার দিলের ত্রিসীমানায়ও আসতে পারেনা। এ মাক্বামে সালেক এমন হয়, যেমন মুর্দা গোসলদাতার নিকট। এ অবস্থায় সালেক আমিত্ব ভুলে যায়। ইহা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়া-ই-কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমগণের নফস। ইহা আল্লাহ পাক-উনার প্রতি রাজী, আর আল্লাহ পাক ও উহার প্রতি রাজী। বেলায়েতে ছোগরায় যে ফানা লাভ হয়, তা ফানার বাহ্যিক সূরত। আর এস্থলে যে ফানা হাছিল হয় তা ফানায়ে হাক্বীক্বী এবং এখান থেকেই মাক্বামে রিদ্বায় উন্নীত হবে। অর্থাৎ সমস্ত কাজে আল্লাহ পাক-উনার ইচ্ছার উপর খুশীর সাথে রাজী থাকার ক্ষমতা লাভ হবে বা তক্বদীরের প্রতি রাজী হয়ে যাবে।

বেলায়েতে কুব্‌রার দায়েরায় প্রধানত: নফস লতিফায় ফয়েয আসে এবং তার সাথে আলমে আমরের পাঁচ লতিফায় যথা:- ক্বলব, রূহ, সির, খফি ও আখফায় ফয়েয এসে থাকে।

আল্লাহ তায়ালার সকল ছিফাতের মাঝে মূল হচ্ছে তাঁর জাতি ছিফাত।

আল্লাহ তায়ালার জাতি সিফাত মোট ৮টি। যথা :- حَيٰوةٌ (হায়াত) জীবিত থাকা, عِلْمٌ (ইলম) ইলম, قُدْرَةٌ (কুদরত)-ক্ষমতা, اِرَادَةٌ (ইরাদা)-ইচ্ছা, سَمْعٌ (সাম')-শোনা, بَصَرٌ (বাছর)-দেখা, كَلَامٌ (কালাম)-কথা বলা, تَكْوِيْنٌ (তাকবীন)-পয়দা করা।

বেলায়েতে কুব্‌রার চারটি দায়েরা

مراقبه ولايت كبرى বেলায়েতে কুব্‌রার মুরাক্বাবা প্রথম দায়েরা

مراقبه اسماء وصفت আসমা ও ছিফাতের মুরাক্বাবা

(আল্লাহ পাক-উনার নামসমূহ ও গুণাবলীর মুরাক্বাবা)

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার নফ্‌স লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি। আমার নফস লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার নফস লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক, যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হতে আসমা ও ছিফাতের ফয়েয আমার নফস ও পাঁচ লতিফায় (ক্বলব, রূহ, সির, খফি, আখফা) আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় আল্লাহ পাক-উনার আসমা ও ছিফাতের খেয়াল করবে।

দ্বিতীয় দায়েরা

مراقبه اقربيت

আক্বরাবিয়াতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার নফ্‌স লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্‌ আছি। আমার নফস লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার নফস লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক, যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাতের আছল হতে আক্বরাবিয়াতের ফয়েয আমার নফস ও পাঁচ লতিফায় আসুক।

আক্বরাবিয়াত অর্থ অতি নিকটবর্তী হওয়া। এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং তার অর্থের দিকে খেয়াল করবে।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

অর্থ :- "আমি (আল্লাহ পাক) মানুষের ঘাড়ের জীবন রগ তথা শাহ্‌রগ অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী।" (পবিত্র সূরা ক্বাফ/১৬)

তৃতীয় দায়েরা

مراقبہ محبت

মুহব্বতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার নফ্স লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার নফস লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার নফস লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার জাতে পাক, যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাতের আছলের আছল হতে মুহব্বতের ফয়েয আমার নফস পাঁচ লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং তার অর্থের দিকে খেয়াল করবে। মুরাক্বাবা হালতে খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি আমাকে মুহব্বত করেন এবং আমিও তাঁকে মুহব্বত করি।

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

অর্থ :- "আল্লাহ পাক তাঁদেরকে ভালবাসেন এবং তাঁরাও আল্লাহ পাককে ভালবাসেন।" (পবিত্র সূরা মায়িদা/৫৪)

চতুর্থ দায়েরা

مراقبہ شرح صدور اور قوس

শরহে ছুদূর বা ইনশিরাহে ছুদূর ও ক্বাউসের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার নফ্স লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার নফস লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার নফস লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার জাতে পাক, যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত মুসতাজমিয়ে জামীয়ে আসমা ও ছিফাতের আছলের আছল হতে ইনশিরাহে ছুদূরের ফয়েয আমার নফস পাঁচ লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাকাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ বা সূরা ইনশিরাহ সম্পূর্ণটাই পড়বে-

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

অর্থ : "আমি কি আপনার (ও আমার হাবীব ﷺ) সিনা বা বক্ষ মুবারককে প্রসারিত করিনি।" (পবিত্র সুরা ইনশিরাহ/১)

ক্বলবের দু'টি দ্বার আছে। একটি নফসের দিকে যা অতি সংকীর্ণ, আরেকটি রূহের দিকে যা অতি প্রশস্ত এবং তার তুলনায় সিনা অতি সংকীর্ণ। সিনা কোশাদা হলে ক্বলবের দ্বারও কোশাদা হয়ে যায়। শয়তান নফসের সাহায্যে ক্বলবের দ্বার যা সিনায় অবস্থিত, তার উপর আক্রমণ করে সংকীর্ণ করে ফেলে। তখন ইবাদতের আগ্রহ কমে যায়। পক্ষান্তরে যখন ঐ দ্বার কোশাদা থাকে, তখন দিলের রগবত ও আগ্রহের সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয় এবং উহার প্রশস্ততা অনুযায়ী সালেকের দরজা বুলন্দ হয় এবং উঁচু দরজার কামালত হাছিল হয়। এ মাক্বামে আল্লাহ পাক-উনার তরফ হতে একটি নূর ক্বাউস বা ধনুকের আকারে জাহির হয়ে থাকে। এজন্য এ দায়েরাকে ক্বাউস বলা হয়।

কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.

অর্থ : "অত:পর আল্লাহ পাক যাঁর সিনাকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করেছেন, সে তাঁর প্রতিপালকের নূরের (হিদায়েতের) উপর রয়েছে।" (পবিত্র সূরা যুমার/২২)

হযরত আবূ জা'ফর رضي الله عنه হুযূর পাক ﷺ কে শরহে ছুদূর বা সিনা প্রশস্ত হওয়ার অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "উহা একটি নূর যা বক্ষে পতিত হলে বক্ষ কোশাদা হয়ে যায়। উহার চিহ্ন এই যে, সেই ব্যক্তি আখিরাতের প্রতি অনুরাগী ও দুনিয়ার প্রতি বিরাগী ও মউতের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে।"

তাজাল্লীয়ে জাতি পরিলক্ষিত হওয়া, প্রকাশ হওয়া, জাহির হওয়া, অবতীর্ণ হওয়া বলতে বেলায়েতে উলইয়া, নুবুওয়াত, রিসালত, উলুল আযম, হাক্বীক্বতে ক্বাইয়্যুমিয়ত ইত্যাদি কামালতের ফয়েয বুঝতে হবে।

তাজাল্লীয়ে জাতি পরিলক্ষিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সরাসরি আল্লাহ পাক-উনার দীদার বা সাক্ষাত লাভ হওয়া অথবা আল্লাহ পাক-উনার নূর সালেকের দৃষ্টিগোচরে আসা, জাহির হওয়া বা অবতীর্ণ হওয়া। কেননা আল্লাহ পাক নূর হওয়া হতে পবিত্র। কারণ আল্লাহ পাক নূরের সৃষ্টিকারী তিনি নিজে নূর নন, যত নূর সবই তার কুদরতি সৃষ্টি।

স্মরণীয় যে, তুর পর্বতে যে তাজাল্লী পতিত হয়েছিল তা স্বয়ং আল্লাহ পাকও নন এবং তাঁর হিসসাও নয়। তথায় আল্লাহ পাক-উনার পর্দা সমূহের নূর বা জ্যোতি

প্রকাশিত হয়েছিল। উনার ব্যাখ্যায় বলা হয়, "আল্লাহ পাক উনার ৭০ হাজার নূরের পর্দা হতে এক দেরহাম পরিমাণ নূর বা জ্যোতি প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই তুর পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছিল।

আর কেউ কেউ নির্ভর যোগ্য দলীল সাপেক্ষ্যে বলেছেন, উক্ত নূর ছিল আরশে পাক উনার পর্দার নূর।

মূলত: এ নূর আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্ট পদার্থের নূর। এটি আল্লাহ তায়ালার জাত পাক-উনার নয়। কারণ পদার্থরূপে আল্লাহ্ পাক- কখনই প্রকাশিত হন না এবং হবেন না। কারণ ইহা তাঁর কুদরতের খেলাফ।

مراقبه ولايت عليا

দায়েরায়ে বেলায়েতে উলইয়ার মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার আব, আতেশ ও বাদ লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার আব, আতেশ ও বাদ লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার আব, আতেশ ও বাদ লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা আসমা ও ছিফাতের বাতিনের মনশা বা মূল হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত আসমা ও ছিফাতের বাতিনের মনশা হতে মুসাম্মায়ে আসমা ও ছিফাতের বাতিনের ফয়েয আমার আব, আতেশ ও বাদ লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় هُوَالْبَاطِنُ (হুয়াল বাতিনু অর্থ: তিনিই বাতিন) উনার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মুরাক্বাবা হালতে এ খেয়াল করবে যে, ফয়েয ঐ জাত পাক হতে আসছে, যিনি আল বাতিনু নামের মুসাম্মা বা মনশা হচ্ছেন। ইহা ফেরেশতাগণের মাক্বাম। বেলায়েতে ছোগরা ও কুবরায় اَلظَّاهِرُ (আয্যহিরু) নামের সায়ের হয়ে থাকে। তথায় আসমা ও ছিফাতের তাজাল্লী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ দায়েরা হতে আল বাতিনু নামের সায়ের শুরু হয় এবং এ দায়েরায় আসমা ও ছিফাতের অন্তরালে তাজাল্লীয়ে জাতও পরিলক্ষিত হয়। এ দায়েরায় আব, আতেশ ও বাদ এই তিনটি লতিফায় ফয়েয আসতে থাকে।

বেলায়েতে কুবরায় আসমা ও ছিফাতের সায়ের হয়ে থাকে। এ দায়েরায় আল্লাহ পাক-উনার নামসমূহ ও গুণাবলীর মূলের দিকে সায়ের হয়ে থাকে।

এ মুরাক্বাবায় অল্পে তুষ্টি, ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা ও আল্লাহ পাক-উনার হুকুম আহকামকে সন্তুষ্ট মনে মেনে নেয়ার ক্ষমতা জন্মে থাকে।

دائرہ کمالات نبوت

দায়েরায়ে কামালাতে নুবুওয়াত

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, নফস লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার খাক লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার খাক লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার খাক লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে নুবুওয়াতের মূল হচ্ছেন এবং যে সমস্ত কামালাতে নবী আলাইহিমুস সালামগণ পেয়েছিলেন, তার ফয়েয আমার নছীব হউক। এ মাক্বামে খাক লতিফার উপর তাজাল্লীয়ে জাতী স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এ মাক্বামে সালেকের অবস্থা এমন হয় যে, তিনি নিজেকে সবচেয়ে ছোট, গুণাহগার ধারণা করেন অত:পর দীনতা, হীনতা, আযীযী ও ইনকেছারীর সাথে আল্লাহ পাক-উনার ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যান।

دائرہ کمالات رسالت

দায়েরায়ে কামালাতে রিসালাত

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ- কিবলা উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পাক হতে ফয়েয আসছে যিনি কামালাতে রিসালতের মুল হচ্ছেন এবং যে সমস্ত কামালাত রসূল আলাইহিমুস্ সালামগণ পেয়েছিলেন, তার ফয়েয আমার নছীব হোক। এ মাক্বামে সালেকের উপর তাজাল্লীয়ে জাতীর অসংখ্য নূর পতিত হতে থাকে।

এ দায়েরায় এবং পরবর্তী দায়েরাসমূহে হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে লক্ষ্য করে মুরাক্বাবা করতে হবে।

দশ লতিফার সংমিশ্রিত অবস্থাকে হাইয়াতে ওয়াহদানিয়া বলা হয়। যেমন কতগুলো গ্রহ ও উপগ্রহ মিলে একটি সৌরজগত বা কতগুলো সৌরজগত মিলে একটি নক্ষত্রজগত বা কতগুলো নক্ষত্রজগত মিলে একটি ছায়াপথ, তদ্রুপ দশটি লতিফা মিলে যে একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া বলা হয়। যা কিছু আলমে খলক্ব ও আলমে আমরের মধ্যে আছে তা এবং তার সাথে আরো অতিরিক্ত কিছু একজন মানুষের মধ্যে আছে। খলক্ব ও আমরের মিশ্রিত অবস্থার নাম হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া।

دائرہ کمالات اولو العزم

দায়েরায়ে কামালাতে উলুল আযম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পাক হতে ফয়েয আসছে যিনি কামালাতে উলুল আযমের মুল হচ্ছেন এবং উলুল আযম পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামগণের যে কামালাত হাছিল হয়েছিল তার ফায়েয আমার নছীব হোক। এ মাক্বামে বর্ণহীন তাজাল্লীয়ে জাতী জাহির হয়ে থাকে।

دائرہ حقیقت قیومیت

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে ক্বাইয়ুমিয়ত

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় মনে মনে هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম) অর্থ:- "তিনি (আল্লাহ পাক) চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।"

অথবা

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

(আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম)

অর্থ :-"আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।" খেয়াল করতে হবে।

এ মাক্বামে একটি বিষয় খেয়াল রাখা অতি আবশ্যক যে, দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে ক্বাইয়্যুমিয়ত হতে সুলূকের দু'টি রাস্তা আছে-একটি আল্লাহ তায়ালার হাক্বীক্বতসমূহের দিকে। যথা-হাক্বীক্বতে লা তায়াইয়ুন, হাক্বীক্বতে ক্বা'বা, হাক্বীক্বতে কুরআন, হাক্বীক্বতে ছলাত, হাক্বীক্বতে ছওম ইত্যাদির দিকে।

অন্যটি পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামগণের হাক্বীক্বতের দিকে। যথা-হাক্বীক্বতে ঈসাবী عليه السلام, হাক্বীক্বতে মূসাবী عليه السلام, হাক্বীক্বতে ইবরাহীমী عليه السلام, হাক্বীক্বতে মুহম্মদী ﷺ, হাক্বীক্বতে আহমদী ﷺ এবং হাক্বীক্বতে হুব্বে ছরফ।

دائرہ حقیقت عیسوی عليه السلام

<u>দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে ঈসাবী</u> عليه السلام

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরুদ শরীফ ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া আলা জামীইল আমবিয়া-ই ওয়াল মুরসালীনা খুছুছান আলা সাইয়্যিদিনা ঈসা রুহুল্লাহি আলাইহিস সালাম।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত নাযিল করুন আমাদের রসূল সাইয়্যিদ হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব এবং আযওয়াজ رضي الله عنهم গণ-উনাদের উপর, সমস্ত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামগণের উপর খাছ করে সাইয়্যিদিনা হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ আলাইহিস সালাম-উনার উপর।"

মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি হাক্বীক্বতে ঈসাবীর মনশা বা মুল হচ্ছেন এবং যে সমস্ত কামালাত হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-উনার নছীব হয়েছিল, উহার ফয়েয আমার নছীব হোক।

আল্লাহ পাক যেরূপ জাতকে দোস্ত রাখেন, তদ্রুপ তাঁর ছিফাত ও আফয়াল বা কার্যাবলীকে দোস্ত রাখেন। জাত ও ছিফাতকে দোস্ত রাখা দু'ভাবে হয়ে থাকে। প্রথম মুহিব্বিয়াত বা প্রেমিক অবস্থায়। দ্বিতীয় মাহ্বুবিয়াত বা প্রেমাস্পদ অবস্থায়। মুহিব্বিয়াতের বিকাশস্থল নানা অবস্থায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন। আর মাহবুবিয়াতের বিকাশস্থল হুযূর পাক ﷺ উনার জাত হচ্ছেন।

এ দায়েরাকে মুহিব্বিয়াতের প্রথম দ্বার বলা হয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বতে এরূপভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, দুনিয়ার মুহব্বত লোভ-লালসাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়ায় নিজেকে মুসাফির ও দুনিয়াকে মুসাফিরখানা ধারণা করতেন। তিনি বিবাহ-শাদী বা কোন ঘর-বাড়ী তৈরী করেননি।

دائرہ حقیقت موسوی عليه السلام

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে মুসাবী عليه السلام

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরুদ শরীফ ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِنَا مُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া আলা জামীইল আমবিয়া-ই ওয়াল মুরসালীনা খুছুছান আলা সাইয়্যিদিনা মুসা কালীমুল্লহ আলাইহিস সালাম।

অর্থঃ- "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত নাযিল করুন আমাদের রসূল সাইয়্যিদ হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব এবং আযওয়াজ ﷺ গণ-উনার উম্মতদের উপর, সমস্ত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালামগণের উপর খাছ করে সাইয়্যিদিনা হযরত মুসা কালীমুল্লহ্ আলাইহিস সালাম-উনার উপর।"

মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি হাক্বীক্বতে মুছাবীর মনশা বা মুল হচ্ছেন এবং যে সমস্ত কামালাত হযরত মুছা আলাইহিস সালাম-উনার নছীব হয়েছিল, উহার ফয়েয আমার নছীব হোক।

এ দায়েরাকে মুহিব্বিয়াতের দ্বিতীয় দ্বার বলা হয়। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক-উনার দর্শন লাভের জন্য অনুরূপ অস্থির হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে দেখার জন্য তাঁর নিকট আরজু করেছিলেন। এ দায়েরায়ে অধিক পরিমাণে তাজাল্লী জাহির হয়ে থাকে।

دائرہ حقیقت ابراھیمی علیہ السلام

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে ইব্রাহীমী عليه السلام

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহম্মাদিন কামা ছল্লাইতা আলা সাইয়্যদিনা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্‌রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা বারক্‌তা আলা সাইয়্যিদিনা ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ:- আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি রহমত ও বরকত দান করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর এবং সাইয়্যদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার বংশধরগণের উপর। যেমন আপনি রহমত ও বরকত দান করেছেন সাইয়্যিদিনা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-উনার উপর এবং সাইয়্যিদিনা হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম-উনার বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।"

এ দায়েরাকে মুহিব্বিয়াতের শেষ দ্বার বা খোল্লাত বলা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক-উনার মুহব্বতে এরূপভাবেআকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, যখন নমরূদ হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করছিল, তখন সমস্ত ফেরেশতা তাঁকে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, "আপনাদের সাহায্যের কোন দরকার নেই। কেননা আল্লাহ পাক আমার অবস্থা সম্বন্ধে অবগত আছেন।" হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে আল্লাহ পাক আদেশ করলেন,

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ.

অর্থ : "হে আগুন! নির্বাপিত হয়ে যাও এবং ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-উনার প্রতি শান্তিদায়ক হয়ে পড়।" (পবিত্র সূরা আম্বিয়া/৬৯)

বৃদ্ধ বয়সে তিনি আল্লাহ পাক-উনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের একমাত্র পুত্রকেও কুরবানী দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি।

এ মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে যিনি হাক্বীক্বতে ইব্রাহীমীর মনশা বা মূল হচ্ছেন এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-উনার যে সমস্ত কামালাত নছীব হয়েছিল, উহার ফয়েয আমার নছীব হোক।

دائره حقيقت محمدى ﷺ

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে মুহম্মদী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরুদ শরীফ ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি অসংখ্য ও অগণিত রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার বংশধরগণের উপর এবং সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার ছাহাবা-ই-কিরাম رضي الله عنهم গণের উপর।"

এ মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি হাক্বীক্বতে মুহম্মদীর মনশা বা মূল হচ্ছেন এবং হুযূর পাক ﷺ উনার যে সমস্ত কামালত নছীব হয়েছিল উহার ফয়েয আমার নছীব হউক।

এ দায়েরাকে মাহ্বুবিয়াতের প্রথম দ্বার বলা হয়। এ দায়েরায় সালেকের উপর মুহিব্বিয়াত ও মাহবুবিয়াত উভয়ের ফয়েয আসতে থাকে। হুযুর পাক ﷺ উনার

নাম মুবরাক "মুহম্মদ" শব্দটির মধ্যে দু'টি মীম আছে। একটি মীম দ্বারা মুহিব্বিয়াত ও অন্যটি দ্বারা মাহবুবিয়াতের দিকে ইশারা করছে। এ মাক্বামে হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে সালেকের এক অপূর্ব ধরণের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায় এবং খালিছ ফানা ও বাক্বা হাছিল হয়ে থাকে।

হুযূর পাক ﷺ উনার প্রত্যেকটি সুন্নতের পায়রবি করা সালেকের পক্ষে অত্যধিক আনন্দাদায়ক ও মক্বছুদ হয়ে যায়। তরীক্বতের একমাত্র উদ্দেশ্য বিদ্‌য়াতকে বর্জন ও সুন্নতে নববীর পূর্ণ পায়রবি করা। হুযূর পাক ﷺ উনার নাম মুবারক "মুহম্মদ" শব্দটির প্রথম মীম দ্বারা মালিক অর্থাৎ রব আল্লাহ পাক উনার দিকে এবং ২য় মীম মাখলুক তথা সৃষ্টির দিকে ইশারা করছে। মূলকথা, উনার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূর পাক ﷺ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে মাধ্যমস্বরূপ অথবা আল্লাহ পাক-উনার সাথে মানুষের বা মানুষের সাথে আল্লাহ পাক-উনার সম্পর্ক তৈরী করনেওয়ালা এবং সৃষ্টিকর্তার তরফ হতে সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত ও সৃষ্টির তরফ হতে সৃষ্টিকর্তার নিকট উছীলাস্বরূপ।

دائرہ حقیقت احمد ﷺ

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে আহমদী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্‌দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্‌দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্‌দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্‌দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরুদ শরীফ ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি অসংখ্য ও অগণিত রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, সাইয়্যিদিনা

হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার বংশধরগণের উপর এবং সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার ছাহাবা-ই-কিরাম رضي الله عنهم গণের উপর।"

হযর মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, মুহম্মদ ও আহমদ দু'টি নামই কুরআন পাকে উল্লেখ আছে। আর প্রত্যেক নামের বেলায়েতও ভিন্ন প্রকৃতির। আলমে জাহির হিসেবে তাঁর নাম মুহম্মদ ﷺ। আলমে বাতিন হিসেবে তাঁর নাম আহ্মদ ﷺ। খোল্লাতের মাক্বামে মাহবুবিয়াতে ছিফাতি বিকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু এ স্থলে পূর্ণ মাহবুবিয়াতে জাতি হাছিল হয়। এটাই মাহবুবিয়াতের শেষ দ্বার। এ মাক্বামে সালেকের মধ্যে এমন আশ্চর্যজনক ভেদ ও অবস্থা জাহির হয় যা ভাষায় ব্যক্ত করা দূরূহ ব্যাপার। আল্লাহ পাক-উনার এক নাম মুবারক আহাদ আর হুযূর পাক ﷺ উনার এক নাম মুবারক আহমদ। মীম দ্বারা মখলুক্বের দিকে ইশারা করছে। অর্থাৎ মখলুক্বের মধ্যে তিনি আহাদ বা একক, তাঁর কোন তুলনা নেই এবং মীম দ্বারা মাহবুবিয়াতের পূর্ণতার দিকে ইশারা করছে। মীম অক্ষর দ্বারা আল্লাহ পাক-উনার দিকে ইশারা করছে। মূল হলো-আল্লাহ তায়ালার সাথে তিনি একা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে তাঁর সম্পর্কই সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। যেমন ক্বিয়ামতের দিন।

دائرہ حقیقت حب صرفہ

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে হুব্বে ছরফা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়া মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে কামালাতে রিসালতের ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহ্দানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি হুব্বে ছরফার মনশা বা মূল হচ্ছেন।

এ মাক্বামে শুধু প্রবল মুহব্বত বা হুব্বের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। হুব্ব হচ্ছে ঐ গুণ, যা সৃষ্টির মূল এবং আল্লাহ পাক-উনার যে গুণ প্রথম বিকাশ হলো, উহা হচ্ছে হুব্ব।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ.

অর্থ:- "আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিলাম। আমার মুহব্বত (ইচ্ছে) হলো, আমি প্রকাশ বা পরিচিত হই, তখন আমি পরিচিত হওয়ার জন্য মখলুক্বাতকে তথা নবীজি পাক ﷺ উনাকে সৃষ্টি করলাম।" (সিররুল আসরার সহ অসংখ্য বিশুদ্ধ কিতাব)

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

অর্থ :- ও আমার হাবীব ﷺ "যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে দুনিয়ার কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"

(হাদীসে কুদসী, মউযুয়াতে কবীর সহ অসংখ্য প্রসিদ্ধ কিতাব)

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

لَوْلَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرُّبُوْبِيَّاتِ.

অর্থ:- ও আমার হাবীব ﷺ "যদি আপনাকে পয়দা না করতাম, তবে আমি আমার খোদায়ী প্রকাশ করতাম না।" (হাদীসে কুদসী শরীফ)

ছহীহ্ হাদীস শরীফে হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى مِنْ مَّالِهٖ وَنَفْسِهٖ.

অর্থ:- "সেই আল্লাহ পাক-উনার কছম! যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তোমাদের কেউই (হাক্বীক্বী) ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ থেকে তথা সবকিছু থেকে বেশী প্রিয় না হবো।" (বুখারী, মুসলীম ইত্যাদি)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তার মাল ও জানের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।" (বুখারী-১/৭১পৃ:, মুসলিম, ফতহুল বারী, মিশকাত ৩০পৃ, মিরকাত , তানযীম ইত্যাদি)

এ সকল বিষয়ের মূল হচ্ছে হুব্ব। এটা হুযূর পাক ﷺ -উনার খাছ মাক্বাম, যাতে অন্য কোন নবী আলাইহিস্ সালাম উন্নীত হননি।

دائرہ حقیقت لاتعین

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে লা তায়াইয়ুন

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার কুওওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানীত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে লা তায়াইয়ুনের ফয়েয আমার কুওওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি বর্ণনাতীত, অপার ও অসীম।

(হাইয়াতে ওয়াহদানিয়া হতে যে কুওওয়াত পয়দা হয়, তাকে কুওওয়াতে নজরী বলে।)

دائرہ حقیقت کعبہ

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে কা'বা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার কুওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে কা'বার ফয়েয আমার কুওওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পারয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি সমস্ত মখলুক্বের সিজদার একমাত্র যোগ্য এবং হাক্বীক্বতে কা'বা হচ্ছেন। এ মাক্বামে তাজাল্লীয়ে জাতী দায়েমীভাবে বিকশিত হয়। এ মাক্বামে সালেক আল্লাহ পাক-উনার আযমত ও জালাল উপলব্ধি করতে থাকে এবং নিজেকে তাঁর হায়বত ও গৌরবের সমুদ্রে মগ্ন দেখতে পায়। যখন এ মাক্বামে ফানা ও বাক্বা হাছিল হয়, তখন সালেক নিজেকে ঐ শানের রঙ্গে রঙ্গীন দেখতে পায় এবং মখলুক্বের রোখ তার প্রতি দেখতে পায়। এ মাক্বামে কোন কোন সালেক আযমতের কাছ দ্বারে উপনীত হয় এবং গুপ্তভেদের সংবাদ প্রাপ্ত হয়।

دائره حقيقت قران

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে কুরআন

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, কৃলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার কুওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে কুরআনের ফয়েয আমার কুওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি সমস্ত মাখলুক্বের হাক্বীক্বতে কুরআনের মূল হচ্ছেন।

হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَائَةُ الْقُرْاٰنِ.

অর্থ:- "সমস্ত নফল ইবাদতের মধ্যে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করাই অধিক শ্রেষ্ঠ বা উত্তম।" (ফিরদাউস লিদ দায়লামী, কানযুল উম্মাল ইত্যাদি।)

যদি কেউ আল্লাহ পাক-উনার সাথে কথা বলতে চায়, তবে তার কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা উচিত।

হযরত ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ পাককে (মেছালী ছুরত মুবারকে) স্বপ্নে দেখে আরয করলেন, "আয় আমার পরওয়ারদিগার! কিভাবে আপনার নৈকট্য লাভ করা যায়?" আল্লাহ পাক বললেন, "আমার নৈকট্য আমার কালামে পাক তিলাওয়াতের দ্বারা হাছিল হয়।" তারপর তিনি আরয করলেন, "না বুঝে পড়লেও কি হবে?" উত্তরে আল্লাহ পাক বললেন, "বুঝে হোক আর না বুঝেই হোক।" সুবহানাল্লাহ।

ছহীহ হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

অর্থ:- (মুমিন হওয়ার পরে) "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়, সেই ব্যক্তিই উত্তম।" (বুখারী ও মিশকাত ইত্যাদি)

আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ:- "আল্লাহ পাক-উনার তরফ হতে তোমাদের নিকট নূর তথা নূরনবী হুজুর পাক ﷺ এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে।" (পবিত্র সূরা মায়িদা/১৫)

মহান আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ:- "কুরআন পাকের মধ্যে আমি ঐ সমস্ত বিষয়গুলো নাযিল করেছি, যা ঈমানদারদের জন্য (জাহিরী ও বাতিনী বিমারির) শেফা ও রহমত। (পবিত্র সূরা ইসরা'/৮২)

এ মাক্বামে কুরআন শরীফের এক একটি অক্ষর মহা সমুদ্রের মত নজরে আসে। এ মাক্বামে কুরআন শরীফের গুপ্তভেদ প্রকাশ হয়।

হাকীকতে নামাজের নিয়ম

دائرہ حقیقت صلوۃ

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে ছলাত

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার কুওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে ছলাতের ফয়েয আমার কুওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবা অবস্থায় খেয়াল করবে যে, ঐ জাত পরওয়ারদিগার হতে ফয়েয আসছে, যিনি সমস্ত মাখলুক্বের হাক্বীক্বতে ছলাতের মূল হচ্ছেন।

হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ.

অর্থ:- "তুমি এভাবে আল্লাহ পাক-উনার ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি তাঁকে দেখার মত ভাব না জন্মে, তবে ধারণা কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।" (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত ইত্যাদি)

নামায আদায়ের সময় সালেক বা মুছল্লী হাক্বীক্বতে কা'বা ও হাক্বীক্বতে কুরআনের প্রভাব এক সঙ্গে উপলব্ধি করতে থাকে।

নামাযের মূল তিনটি। যথা: (১) দিলের দ্বারা আল্লাহ পাক-উনার নিকট আযীযী ও ইনকেছারী প্রকাশ করা, (২) জবানের দ্বারা তাঁর যিক্র করা ও (৩) শরীরের দ্বারা তাঁকে যথাসাধ্য তা'যীম করা।

হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ:- "নামায ঈমানদারের মি'রাজ। নামাযের মধ্যে বান্দাহ আল্লাহ পাক-উনার অধিক নৈকট্য লাভ করে থাকে।" (কিতাব আল আছার, মুসনাদ ইত্যাদি।)

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, নামাযে হুযূরী ক্বলব মানে, নামাযের আরকান ও আহকামগুলো ঠিকভাবে আদায় করা এবং তাঁর প্রতি মনোযোগ সহকারে খেয়াল করা। অর্থাৎ তাক্বীর, ক্বিরয়াত, রুকু, সিজ্দা, তাসবীহ্, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব প্রভৃতি আদায় করার সময় মনোযোগ সহকারে উহাদের প্রতি আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য তাঁরই যিকিরের জন্য খেয়াল রাখাকে হুযূরী ক্বলব বলে।

মোটকথা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব আদায়ে মনোনিবেশই হুযূরী ক্বলব। তাছাড়া নামাযের পূর্ণতা আর কিছুতে হতে পারেনা। খুশু-খুযূ (আযীযী ও ইনকেছারী) তারই অন্তর্গত।

আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

অর্থ:- "নামায সমস্ত ফাহেশা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।" (পবিত্র সুরা আনকাবুত/৪৫)

নামাযের মধ্যে মনে ওয়াসওয়াসা উদয় হলে, তার প্রতি খেয়াল দিবেনা। দিলের স্থিরতার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু কালে পায়ের দিকে, সিজদা কালে নাকের দিকে, বসার হালতে কোলের দিকে বা দু'হাতের দিকে এবং সালামের সময় দু'কাঁধের দিকে নজর রাখবে। আবার রুকুর সময় হাতের অঙ্গুলিগুলো পৃথকভাবে এবং সিজদার সময় মিলিতভাবে রাখা সুন্নত।

পবিত্র হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যে ব্যক্তি এমন নামায পড়ে যে, তাঁর নামায তাঁকে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, গুণাহর কাজ ও গুণাহর কথা হতে ফিরিয়ে রাখেনা, সেরূপ নামাজে আল্লাহ পাক হতে দূরুত্ব ব্যতীত আর কিছুই হাছিল হয়না। নামায দ্বীনের খুঁটি। যে ব্যক্তি নামায তরক করলো, সে দ্বীনকে ধ্বংস করলো। নামায বেহেশতের চাবি। ঐ নামায উত্তম যাতে ক্বিয়াম বেশীক্ষণ হয়।"

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত আছে যে, পূর্বকালের বুযুর্গানেদ্বীন তথা অলীগণ তাঁদের নামাযে তাকবীরে উলা ফউত হলে নিজেকে তিন দিবস ধিক্কার দিতেন। আর জামায়াত ফউত হলে সাত দিবস পর্যন্ত ধিক্কার দিতেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, হাক্বীক্বতে ছলাত একটি উঁচু মাক্বাম এবং ইহার হাল বেলায়েত সমাপ্তকারী মুছল্লীর উপর জাহির হয়ে থাকে।

دائرہ حقیقت صوم

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে ছওম

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার কুওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে ছওমের ফয়েয আমার কুওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

আল্লাহ পাক যেমন পানাহার করেন না, ঠিক তদ্রূপ রোযাদারও পানাহার হতে বিরত থাকেন। সমস্ত আমলের বদলা আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণের মাধ্যমে দিবেন, কিন্তু রোযার বদলা স্বয়ং আল্লাহ পাক দিবেন। (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি) সুবহানাল্লাহ্।

হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় যাতায়াত করে। অতএব তার যাতায়াতের পথকে ক্ষুধার দ্বারা সংকীর্ণ কর। রোযা ছবরের অর্ধেক, আর ছবর ঈমানের অর্ধেক। রোযাকে পাঁচটি বস্তু নষ্ট করে। যথা- মিথ্যা কথা, গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা কছম এবং শাহাওয়াতের সাথে কুদৃষ্টি।" (বুখারী মুসলিম শরীফ ইত্যাদি)

রোযা তিন প্রকার-

প্রথম:- সাধারণ লোকের রোযা- উহা ছুবহে ছাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকা।

দ্বিতীয়:- মধ্যম শ্রেণী লোকের রোযা- পানাহার ও সহবাস ত্যাগ করার সাথে সাথে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে গুণাহ্ হতে বাঁচিয়ে রাখা।

তৃতীয়:- খাছ লোকের রোযা- উপরোক্ত আমলগুলোর সাথে সাথে জিহ্বাকে আল্লাহ পাক-উনার যিকরে ও দিলকে আল্লাহ পাক-উনার ধ্যানে মশগুল রাখা।

রোযাদারের জন্য দু'টি খুশী। একটি ইফতারের সময় দোয়া কবুলের খুশী অপরটি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক-উনার সাথে সাক্ষাতের সময়। তার অর্থ রোযাদারের সাথে মহান আল্লাহ পাক বিশেষ দিদার মুবারক দান করবেন।

হুযূর পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন,

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَنَفَسُهُ تَسْبِيحٌ وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ.

অর্থ:- "রোযাদারের ঘুম ইবাদতের সমান, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাসবীহ পড়ার সমান, তাঁর আমলের ছওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয়, তাঁর দোয়া কবুল করা হয় এবং তাঁর গুণাহ মাফ করা হয়।" (দায়লামী, ফয়যুল ক্বাদীর, বায়হাক্বী, আল ইসরারুল মারফুয়া, আল হিলীয়া, আল ইহইয়া, শাজরী, ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীন ইত্যাদি)

এ মাক্বামে আল্লাহ পাক-উনার ছমাদিয়াতের ফয়েয রোযাদারের উপর আসতে থাকে।

دائرہ معبودیت صرفہ
দায়েরায়ে মা'বুদিয়াতে ছরফা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার কুওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে মা'বুদিয়াতে ছরফার ফয়েয আমার কুওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কলেমা শরীফের দিকে খেয়াল রাখবে। এ মাক্বামে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমা শরীফের হাক্বীক্বত এবং আল্লাহ পাক যে একমাত্র মা'বুদ, উহার হাক্বীক্বত প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাক যদি আদেশ নাও করেন, তবুও তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। ইহাকেই মা'বুদিয়াতে ছরফা বলা হয়।

دائرہ حقیقت محبت وجذبہ محبت ذاتی وحب عشق

দায়েরায়ে হাক্বীক্বতে মুহব্বত ও জযবায়ে মুহব্বতে জাতী ও হুব্বে ইশক

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার কুওয়াতে নজরীর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার কুওয়াতে নজরী আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার কুওয়াতে নজরী মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে মুহব্বত ও জযবায়ে মুহব্বতে জাতী'র ফয়েয আমার কুওয়াতে নজরীতে আসুক ইয়াআল্লাহ।

নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার মূল দায়েরাগুলো শেষ হলো।

উপরোল্লিখিত দায়েরাগুলো ব্যতীতও নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বায় অতিরিক্ত কিছু ফয়েযের সবক রয়েছে যা সালেকগণ আমল করলে তরীক্বতের রাস্তায় তাদের বহু তরক্কী হয়। মুরশীদ ক্বিবলা সালেকের অবস্থা বুঝে সালেককে এ সমস্ত ফয়েযের সবক প্রদান করে থাকেন।

নিম্নে নক্শবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার অতিরিক্ত ফয়েযগুলো বর্ণনা করা হলো

ইত্তেবায়ে সুন্নতের ফয়েয :

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারক হতে ইত্তেবায়ে সুন্নতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ:- "(মহান আল্লাহ পাক হুযূর পাক ﷺ কে বলেন) বলুন! (লোকদেরকে) যদি তোমরা আল্লাহ পাককে মুহব্বত কর , তবে আমার তাবেদারী কর। তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মুহব্বত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মাফ করে দিবেন। আল্লাহ পাক মার্জনাকারী ও দয়ালু।" (পবিত্র সুরা আলে ইমরান/৩১)

এ আয়াত শরীফ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক-উনার সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে হুযুর পুর নূর ﷺ উনার অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا.

অর্থ : যারা মহান আল্লাহ পাক ও তদীয় রসুল ﷺ উনার অনুসরণ বা আনুগত্য স্বীকার করবে তারা বিরাট সফলতা লাভ করবে। (পবিত্র সূরা আহযাব, আয়াত শরীফ-৭১)

হুজুর পাক ﷺ বলেন-

مَنْ سَلَكَ عَلٰى طَرِيْقَتِيْ فَهُوَ اٰلِيْ

অর্থ:- "যে ব্যক্তি আমার তরীক্বার উপর চলে, সে ব্যক্তি আমার আওলাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সিফরুস সায়াদাত সহ অনেক বিশুদ্ধ কিতাব)

প্রত্যেক কাজ-কর্মে ও হালতে হুযূর পাক ﷺ কে যে যতবেশী অনুসরণ করবে, সে ততবেশী তরীক্বার উন্নতি এবং আল্লাহ পাক ও রসূল ﷺ উনার ততবেশী নৈকট্য লাভ করতে পারবে।

ইলমে লাদুন্নীর ফয়েয :

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারক হতে ইলমে লাদুন্নীর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ বেশী পরিমাণে পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থা:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি ছলাত (খাছ রহমত) ও সালাম (খাছ শান্তি) নাযিল করুন, আমাদের রসুল হযরত মুহম্মদ ﷺ উনার উপর, যিনি হচ্ছেন নবীয়ে উম্মী তথা সকল নবী عليهم السلام গণের মূল এবং তাঁর আওলাদ, আছহাব এবং আযওয়াজ رضي الله عنهم গণের উপরও।"

নিম্নে আয়াত শরীফগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে।

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا - وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا - وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আমার ইলমকে বৃদ্ধি করে দিন (পবিত্র সূরা ত্বহা/১১৪) আমি তাঁকে ইলমে লাদুন্নি (আমার পক্ষ থেকে ইলম) দান করেছি।" (পবিত্র সূরা কাহফ/৬৫) তিনি আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আল্লাহ পাক-উনার মহান করুনা আপনার প্রতি। (পবিত্র সুরা নিসা/১১৩)

হক্কানি আলীম তথা আল্লাহর ওলীদের ফজিলত

ইলম হাছিলকারীগণের ফযীলত সম্পর্কে হুযূর পাক ﷺ পবিত্র হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন,

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطٰنِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অর্থ:- "শয়তানের নিকট একজন হক্কানী আলিম এক হাজার আবিদ হতেও অধিকতর শক্ত (ভয়ঙ্কর)। তিরমীযী, ইবনে মাযাহ, মিশকাত ইত্যাদি)

তিনি আরো ইরশাদ মুবারক করেন,

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ.

অর্থ:- "যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামকে যিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম তলব করা অবস্থায় মারা যায়, তাঁর ও নবী আলাইহিমুস সালামগণের মধ্যে জান্নাতে মাত্র একটি দরজা পার্থক্য থাকবে।" (দারেমী, মিশকাত ইত্যাদি)

পবিত্র হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَّاحِدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ.

অর্থ:- "একবার হুযূর পাক ﷺ মসজিদের মধ্যে দু'টি আলাদা আলাদা মজলিস দেখতে পেয়ে বললেন, উভয় মজলিসই ভাল, কিন্তু একটি অপরটি হতে অধিকতর ভাল। তার মধ্যে একদল আল্লাহ পাক-উনার নিকট দোয়া করছে ও রহমত প্রাপ্তির আরজু করছে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে (প্রতিদান) দিতেও পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। কিন্তু অপর দল দ্বীনী ইলম শিক্ষা করছে ও শিক্ষা দিচ্ছে অতএব তারা অধিকতর ভাল। আল্লাহ পাক আমাকে শিক্ষাদাতা করে পাঠিয়েছেন। অত:পর তিনি শেষোক্ত দলের মধ্যে গিয়ে বসলেন।" (দারেমী, মিশকাত ইত্যাদি)

পবিত্র হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করলো, তদানুযায়ী আমল করলো এবং লোকদেরকে শিক্ষা দিল, তবে তা ফেরেশতা রাজ্যে অতি বড় বিষয় বলে গণ্য হবে।" (কিতাব আল আছার, মুসনাদ ইত্যাদি)

ছিদক্বে তাওয়াজ্জেহ্ ইলাল্লাহ্র ফয়েয :

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের অফিলায় হযরত আবু বকর رضي الله عنه উনার ক্বলবের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারক হতে ছিদক্বে তাওয়াজ্জুহ্ ইলাল্লাহর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ ফয়েয দ্বারা দিলের উদাসীনতা ও চঞ্চলতা দূর হয়ে আল্লাহ পাক-উনার প্রতি দিলের প্রবল খাহেশ ও একাগ্রতা বেড়ে যায়।

রহমতের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ্ তায়ালার পাঁচ নাম মুবারক-

يَا اَللّٰهُ – يَا رَحْمٰنُ – يَا رَحِيْمُ – يَا حَيُّ – يَا قَيُّوْمُ.

(ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু, ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুমু)-উনার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। এ পাঁচ নাম মুবারক হতে রহমতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

মুরাক্বাবার সময় উপরোল্লিখিত নাম মুবারকসমূহ মনে মনে পড়তে থাকবে। রহমতের ফয়েয দ্বারা কারো প্রতি ছওয়াব রেসানী করতে হলে উপরোল্লিখিত নিয়তের সঙ্গে নিম্নলিখিত অংশটুকুও যোগ করে বলতে হবে।

আমার ক্বলব লতিফা হতে রহমতের ফয়েয অমুক ঈমানদার মরদ (পুরুষ) বা আওরাতের (মহিলা) রূহ্ লতিফার উপর পৌছুক বা হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঈমানদারগণের আরওয়াহ মুবারকে পৌছুক বা হুযূর পাক ﷺ ও তাঁর সমস্ত উম্মতের আরওয়াহ মুবারকে পৌছুক।

রহমতের ফয়েয দ্বারা কাশফুল কুবুর, কাশফুল আরওয়াহ্ ও কাশফুল কুলুব হাছিল করা যায়। নিয়তের সময় বলতে হবে, আমার ক্বলব লতিফা হতে রহমতের ফয়েয অমুক বুযূর্গের রূহ্ লতিফার উপর পৌছুক এবং তাঁর যিয়ারত আমার নছীব হোক ইত্যাদি।

কোশায়েশে বাতিনের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ছয় লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার ছয় লতিফা মুবারক হতে কোশায়েশে বাতিনের ফয়েয আমার ছয় লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ পড়তে থাকবে-

اَللّٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

অর্থ:- "আল্লাহ পাক দৃশ্য, অদৃশ্য সকল ইলমের আলিম।"

যেহেন বৃদ্ধি, রোগ মুক্তি, শত্রু ও জীন দমনের মুরাক্বাবা ঃ কুওওয়াতের ফয়েয :

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে কুওয়াতে আজালান ও আবাদান হচ্ছে এবং সেই কুওয়াতের আক্স সারা জাহান হচ্ছে আর আমিও হচ্ছি, উক্ত আকসের আছলের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুওয়াতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে।

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

অর্থ:- "আল্লাহ পাক সকল কুওওয়াতের জামে' বা আল্লাহ পাক সকল শক্তির উৎস।" (সুরা বাক্বারা১৬৫)

এবং নিম্নোক্ত কালাম পড়বে।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ:- "আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত গুণাহ হতে বাঁচার ও নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই।" (ইবনে হাব্বান, আহমদ)

এ ফয়েয দ্বারা আল্লাহ পাক-উনার অসীম কুওয়াত সালেকের দিলে পতিত হয়ে থাকে এবং উনার দ্বারা বদ খেয়াল, দিলের কাঠিন্য, নফসের কুমন্ত্রণা, গাফলতি, ওয়াসওয়াসা ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। এ ফয়েয দ্বারা যেহেন বা মেধা বৃদ্ধি করা যায়। নিজের জন্য হলে নিয়তের পরে বলবে- "এ কুওয়াতের ফয়েয দ্বারা অমুকের যেহেন বৃদ্ধি হোক।"

খবিছ, জ্বিন, দেও, ভুত ও দানব দমন, যাদু দফে' ও রোগ নিবারণ করতে হলে নিয়তের পরে বলবে- "এ কুওয়াতের ফয়েয দ্বারা আমার সমস্ত শরীর হেছার হয়ে যাক এবং আমার ক্বলব লতিফা হতে এ ফয়েয খবিছ, জ্বিন ও দেও, দানব ইত্যাদির উপর পড়ুক এবং মকহুর হয়ে যাক।" আর রোগ দফে' বা নিবারণ করতে হলে নিয়তের পরে বলবে-"আমার ক্বলব লতিফা হতে এ কুওয়াতের ফয়েয অমুক বিমারীর উপর পড়ুক এবং তার বিমারী মাটিতে দাফন হয়ে যাক।"

ইহা করতে হলে নিজেকে প্রথমে হেছার করে নিবে এবং স্বীয় মুরশিদ ক্বিবলার ইজাযত ব্যতীত জ্বিন, ভুত, দফে, করার কাজে কখনো হাত দিবেনা।

জওক্ব ও শওক্ব বা তালাজ্জুজে যিকরের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে জওক্ব ও শওক্ব বা তালাজ্জুজে যিকরের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

উপরোল্লিখিতভাবে নিয়ত করে কোন কোন সময় তীশ, বেখুদী, জযবাত ছোকর, রিককাত, মস্তি, ইস্তেগরাক্ব ওয়ারিদাত, আহ্ ও নারা প্রভৃতি বিষয়ের মুরাক্বাবা করলে দিলের একাগ্রতা ও ইবাদতের রগবত ও আগ্রহ বাড়তে থাকে।

তাসকীনের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে তাসকীনের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

মুরাক্বাবা হালতে বে-কারারী আসলে এ ফায়েযে বসতে হয়।

রহমতে খাছের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, যিনি

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

উনার মজমুন মোতাবেক মাজহারে রহমতে খাছ হচ্ছেন। তাঁর ক্বলব লতিফা মুবারক হতে রহমতে খাছের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক। ইয়াআল্লাহ্

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ:- "(আয় হাবীব ﷺ) আমি আপনাকে তামাম জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (পবিত্র সুরা আম্বিয়া/১০৭)

ছয় লতিফার নূরের ফয়েয :

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ছয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ছয় লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ছয় লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। তাঁর ছয় লতিফা মুবারক হতে আনওয়ারের ফয়েয আমার ছয় লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থ:- "আল্লাহ পাক আসমান এবং যমীনকে আলো করণেওয়ালা।" তথা আলো দান কারী। (পবিত্র সুরা নুর/৩৫)

ঃ জ্বীন ও শত্রু দমনের মুরাক্বাবা ঃ
কাহ্হারী, জালালী ও জাব্বারীর ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার

يَا اَللّٰهُ –يَا قَهَّارُ –يَا جَلِيْلُ –يَا جَبَّارُ.

"ইয়া আল্লাহু, ইয়া ক্বাহহারু, ইয়া জালীলু, ইয়া জাব্বারু"

এ চার নাম মুবারকে দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। এ মুবারক নামসমূহ হতে ক্বাহহারী, জালালী ও জাব্বারীর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় উপরোল্লিখিত নামসমূহ মাঝে মাঝে পড়তে থাকবে। এ ফয়েযের দ্বারাও জ্বিন, ভুত, দেও, দানবকে দমন করা যায়। কিন্তু স্বীয় মুর্শিদ ক্বিবলার অনুমতি ব্যতীত এ কাজে কোন সময়ই হাত দিবেনা।

এ ফয়েযের গরম অনুভব হলে তৎসঙ্গে রহমতের ফয়েযে বসবে।

ক্বলব নরম করার মুরাকাবা
ওয়াস্‌য়াতে ক্বলবের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে ওয়াসয়াতে ক্বলবের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবা ক্বলবের প্রশস্ততার জন্যে করতে হয়। এতে ক্বলবের সংকীর্ণতা ও শক্ততা দুর হয়ে যায়।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে।

اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا-

অর্থা:- "আল্লাহ পাক সকল কুওওয়াতের (শক্তির) জামে' বা সমষ্টি।" (পবিত্র সুরা বাক্বারা/১৬৫)

আহাদিয়াত ও ছমাদিয়াতের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাত পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে উনার জাত পাক হতে আহাদিয়াত ও ছমাদিয়াতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ-

অর্থ:- "বলুন! আল্লাহ পাক এক। আল্লাহ পাক বেনিয়াজ (অমুখাপেক্ষী)।" অথবা সম্পূর্ণ সূরা ইখলাছ মাঝে মাঝে পড়বে।

শত্রু নির্মূলে দরূদে সাইফুল্লাহর ফয়েজ

হাক্বীক্বতে সাইফুল্লাহর ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, যিনি সাইফুল্লাহ হচ্ছেন। উক্ত সাইফুল্লাহর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

যদি কেউ ইসলামের দুশমনদের ধ্বংস করতে চায়, তবে নিয়তের পরে বলবে, "আমার ক্বলব লতিফা হতে উক্ত ফয়েয তলওয়ার হয়ে ইসলামের দুশমনদের গর্দানে পৌছে তাদের দুশমনি ধ্বংস করত: তাদের হিদায়েত করুক।"

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيْفِ اللّٰهِ الْقَاطِعِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইফিল্লাহিল ক্বাতিয়ি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লিম।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি আল্লাহ পাক-উনার বিজয়ী তরবারী হচ্ছেন এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ رضي الله عنهم গণের উপর।" এই দরুদ শরীফ বেশী বেশী পড়লে সকল শত্রুর শত্রুতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ক্বিত্য়ি হুব্বে দুনইয়ার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত উমার رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত উমার رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত উমার رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারক হতে ক্বিতয়ি হুব্বে দুনইয়ার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক। ইয়া আল্লাহ্।

এ ফয়েয দ্বারা দুনিয়ার মুহব্বত ছিন্ন হয়ে আখিরাতের দিকে দিল রুজু হয়ে পড়বে।

রু'ইয়া-ই-ছদিক্বার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে রু'ইয়া-ই-ছদিক্বার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

রু'ইয়া-ই-ছদিক্বা মানে সত্য স্বপ্ন নুবুওওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।"(ছহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদি)

স্বপ্ন তিন প্রকার যথা- (১) নফসের তরফ হতে, (২) শয়তানের তরফ হতে, (৩) আল্লাহ পাক-উনার তরফ হতে ফেরেশতার দ্বারা সত্য ঘটনা বা সুসংবাদ স্বপ্নে দেখা।

যুন্ নূরাইনের ফয়েয :

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত উসমান رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত উসমান رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারক হতে যুন নূরাইনের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ ফয়েয দ্বারা দিলের চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অধৈর্যতা ইত্যাদি দূর হয়ে আল্লাহ পাক-উনার আদেশ পালন করার ব্যাপারে শান্তনা, স্থিরতা ও ধৈর্যতা বৃদ্ধি পায় এবং কুরআন শরীফের রহস্য অবগত হওয়া যায়।

তাজাররুদুল ক্বলব আম্মা সিওয়াল্লাহর ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের

উছীলায় হযরত আলী ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত আলী ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারক হতে তাজাররুদুল ক্বলব আম্মা সিওয়াল্লাহর ফয়েয আমার ক্বলব লতিফা আসুক ইয়াআল্লাহ।

তাজাররুদুল ক্বলব আম্মা সিওয়াল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহ পাক ছাড়া সব কিছুর মুহব্বত হতে মুক্ত হওয়া।

এ ফয়েয দ্বারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য বস্তুর মুহব্বত দিল হতে উঠে যায়।

মাক্বামে বেলায়েতে সিরাজাম্ মুনীরার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত : আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার হাক্বীক্বত যা সিরাজাম মুনীরা হচ্ছে, উহার বেলায়েতের মাক্বামের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত সিরাজাম মুনীরার বেলায়েতের মাক্বামের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

সিরাজাম মুনীরা অর্থ নূর প্রদানকারী প্রদীপ। অর্থাৎ আল্লাহ পাক হুযূর পাক ﷺকে দুনিয়ায় চেরাগ বা প্রদীপ স্বরূপ পাঠিয়েছেন। যাঁর নূরে বা আলোকে মানবগণ বিদয়াত, শিরক, কুফরী ও গোমরাহীর অন্ধকার হতে সত্য পথের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে বা কেয়ামত পর্যন্ত হবে। এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সিরাজাম মুনীরা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ : "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি দুনিয়ায় আলো দানকারী প্রদীপ স্বরূপ এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ ﷺ গণের উপর।"

মাক্বামে নুবুওয়াতে সিরাজাম মুনীরার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার হাক্বীক্বত যা সিরাজাম মুনীরা হচ্ছে, উহার নুবুওওয়াতের মাক্বামের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত সিরাজাম মুনীরার নুবুওওয়াতের মাক্বামের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সিরাজাম মুনীরা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি দুনিয়ায় আলো দানকারী প্রদীপ স্বরূপ এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ ﷺ গণের উপর।"

মাক্বামে রিসালাতে সিরাজাম মুনীরার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার হাক্বীক্বত যা সিরাজাম মুনীরা হচ্ছে, উহার কামালাতে মাক্বামের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত সিরাজাম মুনীরার কামালাতের মাক্বামের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সিরাজাম মুনীরা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ :- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি দুনিয়ায় আলো দানকারী প্রদীপ স্বরূপ এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ رضي الله عنهم গণের উপর।"

মাকামে কামালাতে সিরাজাম্ মুনীরার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার হাক্বীক্বত যা সিরাজাম মুনীরা হচ্ছে, উহার কামালাতে মাক্বামের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত সিরাজাম মুনীরার কামালাতের মাক্বামের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سِرَاجًا مُّنِيْرًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সিরাজাম মুনীরা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ :- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর, যিনি দুনিয়ায় আলো দানকারী প্রদীপ স্বরূপ এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ رضي الله عنهم গণের উপর।"

মাক্বামে সুলতানান নাছীরার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার মাক্বাম যা সুলত্বানান নাছীরা হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। সুলতানান নাছীরা মাকামের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

"সুলত্বানান্ নাছীরা" অর্থ সাহায্যকারী শক্তি। হুযূর পাক ﷺ যে শক্তির দ্বারা ইসলামের উন্নতি ও দুশমনদের পরাজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সুলত্বানান্ নাছীরা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ :- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, যিনি আপনার তরফ হতে সুমহান সাহায্যপ্রাপ্ত এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ رضي الله عنهم গণের উপর।"

মাক্বামে মাহমূদার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় মাক্বামে মাহমূদার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। মাক্বামে মাহমুদার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

হুযূর পাক ﷺ যেখানে দাঁড়িয়ে শাফায়াত করবেন, সেই স্থানের নাম মাক্বামে মাহমূদা।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَّقَامًا مَّحْمُوْدًا وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মাক্বামাম্ মাহ্মূদা ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ উনার উপর খাছ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, যিনি মাক্বামে মাহমূদার অধিকারী এবং তাঁর আল-আওলাদ, আছহাব ও আযওয়াজ رضي الله عنهم গণের উপর।"

মাক্বামে ছিদ্দীক্বীনের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতি জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে মাক্বামে ছিদ্দীক্বীনের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

যারা দ্বীনের সমস্ত বিষয় বিনা সন্দেহে বিশ্বাস করেন, তাঁরাই ছিদ্দীক্ব। নবী আলাইহিমুস সালামগণের নীচের দরজাকেই ছিদ্দীক্বগণের দরজা বলে।

মাক্বামে শুহাদার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতি জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে মাক্বামে শুহাদার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

মাক্বামে ছলিহীনের ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতি জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে মাক্বামে ছলিহীনের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

যাঁদের ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ এবং যাঁরা দ্বীনী বিষয়ক আক্বীদা ও কার্যে পরিপক্ক, তাঁরাই ছলেহীন।

নিসবতে বাইনাছ্ ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه উনার ক্বলব মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه উনার যে নিসবত হুযূর ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى اَسَاسِهَا الْحَضْرَةِ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মাদীনাতিল ইলমি ওয়া আলা আসাসিহাল হাদ্বারাতি আবী বাক্‌রিনিছ্ ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ যিনি ইলমের শহর এবং তাঁর বুনিয়াদ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক্ব رضي الله عنه উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

নিসবতে বাইনাল ফারুক্ব رضي الله عنه ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত উমার رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত উমার رضي الله عنه এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত উমার رضي الله عنه উনার যে নিসবত হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مَظْهَرِ عَدْلِهِ الْحَضْرَةِ عُمَرَ رضي الله عنه.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা মাযহারি আদলিহিল হাদ্বারাতি উমারা رضي الله عنه।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং তাঁর সত্য প্রকাশকারী হযরত উমার رضي الله عنه উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

নিসবতে বাইনায্ যুন নূরাইন رضي الله عنه ওয়ান্ নবী صلى الله عليه وسلم

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত উসমান رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত উসমান رضي الله عنه এবং হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত উসমান رضي الله عنه উনার নিসবত হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى ذِى النُّوْرَيْنِ الْحَضْرَةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা যিন নুরাইনিল হাদ্বারাতি উসমান رضي الله عنه

অর্থ:- "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি রসূল صلى الله عليه وسلم গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা صلى الله عليه وسلم এবং দু'নূরের অধিকারী হযরত উসমান رضي الله عنه উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

নিসবত বাইনাল আলী মুরতজা رضي الله عنه ওয়ান নবী صلى الله عليه وسلم

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত আলী رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত আলী رضي الله عنه এবং হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা হযরত আলী رضي الله عنه উনার যে নিসবত হুযূর পাক صلى الله عليه وسلم উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى بَابِهَا الْحَضْرَةِ عَلِىٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মাদীনাতিল ইলমি ওয়া আলা বাবিহাল হাদ্বারাতি আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ, যিনি ইলমের শহর এবং তার দরজা হযরত আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

নিসবতে বাইনাল হাসান ওয়াল হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত ইমাম হাসান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ও হযরত ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উনার কৃলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত ইমাম হাসান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত ইমাম হাসান رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ও হযরত ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উনার যে নিসবত হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى رَيْحَانَتَيْهِ الْحَضْرَةِ الْحَسَنِ وَالْحَضْرَةِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা রায়হানাতাইহিল হাদ্বারাতিল হাসান ওয়াল হাদ্বারাতিল হুসাইন রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি রসুল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং তাঁর পুষ্পিত আওলাদ হযরত হাসান رضي الله عنه ও হযরত হুসাইন رضي الله عنه-উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

নিসবতে বাইনাল হামযাহ رضي الله عنه ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত হামযাহ رضي الله عنه উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত হামযাহ رضي الله عنه এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত হামযাহ رضي الله عنه উনার যে নিসবত হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফা আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ الْحَضْرَةِ الْحَمْزَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা সাইয়্যিদিশ শুহাদায়িল হাদ্বারাতিল হামযাহ رضي الله عنه।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি রসূল عليهم السلام গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং শহীদগণের সর্দার হযরত হামযাহ رضي الله عنه উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

অতি বৃষ্টি বন্ধের ফয়েজ

নিসবতে বাইনাল আব্বাস رضي الله عنه ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের

উছীলায় আব্বাস ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত আব্বাস ﷺ এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত আব্বাস ﷺ উনার যে নিসবত হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى عَمِّ نَبِيِّنَا الْحَضْرَةِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীন ওয়া আলা আম্মি নাবিয়্যিনাল হাদ্বারাতিল আব্বাস ﷺ।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং আমাদের নবী করীম ﷺ উনার চাচা হযরত আব্বাস ﷺ উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

বর্ষা অথবা পানি বর্ষন বন্ধ করতে হলে উপরোক্ত নিয়তের পরে একথা যোগ করবে-"উক্ত ফয়েয দ্বারা মহান আল্লাহ পাক উনার কুদরত হতে বর্ষা অথবা পানি বর্ষন বন্ধ হোক।"

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দোয়া মাঝে মাঝে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاَسْقِنَا.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ইন্না কুন্না নাতাওয়াস্‌সালু ইলাইকা বিনাবিয়্যিনা ফাতাস্‌ক্বীনা, ওয়া ইন্না নাতাওয়াস্‌সালু ইলাইকা বিআম্মি নাবিয়্যিনা ফাআসক্বিনা।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে আপনার নিকট উছীলা তলব করছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে মুহব্বত ও মা'রিফাতের সুধা পান করান এবং আমাদের নবীর চাচা হযরত আব্বাস ﷺ উনার মাধ্যমে উছীলা তলব করছি। অতএব আপনি আমাদেরকে মুহব্বত-মা'রিফাতের সুধা পান করান।"

নিসবতে বাইনাল ওয়ায়েস আলক্বরণী রহমতুল্লাহি আলাইহি ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হযরত ওয়ায়েস আলক্বরনী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত ওয়ায়েস আলক্বরনী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত ওয়ায়েস আলক্বরনী রহমতুল্লাহি উনার যে নিসবত হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحِبِّهٖ الْحَضْرَةِ وَيْسِ الْقَرْنِيْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা মুহিব্বিহিল হাদ্বারাতি ওয়াইসিল ক্বরনী রহমতুল্লাহি আলাইহি।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং তাঁর মুহব্বতকারী হযরত ওয়ায়েস আলক্বরনী রহমতুল্লাহি আলাইহি-উনার উপর খাছ রহমত বর্ষন করুন।

নিসবতে বাইনাল ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ওয়ান নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের

উছীলায় হযরত ফাতিফাতুয্ যাহ্রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এবং হুযূর পাক ﷺ উনার মাঝে যে নিসবত আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

অথবা

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-উনার যে নিসবত হুযূর পাক ﷺ উনার সাথে আছে, উক্ত নিসবতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى قِطْعَةِ الْكَبِدِ وَسَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْحَضْرَةِ الْفَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা ক্বিত্বয়াতিল কাবাদি ওয়া সাইয়্যিদাতিন নিসায়িল হাদ্বারাতিল ফাতিমাতিয্ যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং কলিজার টুকরা ও মেয়েদের সর্দার সাইয়্যিদা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।"

নিসবতে বাইনাল আযওয়াজে মুতাহ্হারাত رضي الله عنهن আনহুন্না ওয়ান্ নবী ﷺ

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- উপরোক্ত নিয়মে নিয়ত করতে হবে। তবে হযরত ফাতিমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-উনার জায়গায় অন্য নাম (উম্মুল মু'মিনীন রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুন্নাগণের নাম) বলতে হবে।

আযওয়াজে মুতাহহারাত বা হুযূর পাক ﷺ উনার পাক বিবিগণ ঈমানদারগণের মাতা। প্রত্যেকের মুরাক্বাবা পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে।

উম্মুল মু'মিনীন ﷺ আনহুন্নাগণের নাম মুবারক-

ছহীহ্ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে প্রমাণীত যে ওহির মাধ্যমে হুজুর পাক ﷺ ১৩টি বিবাহ মুবারক করেছিলেন (কিতাব আল আছার, মুছনাদ, মুছান্নাফ ইত্যাদি)

(১) হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (২) হযরত সাওদা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৩) হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৪) হযরত হাফসা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৫) হযরত যয়নব বিনতে খুজায়মা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৬) হযরত উম্মে সালমা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৭) হযরত যয়নব রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৮) হযরত জাওয়ায়েরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (৯) হযরত রায়হানা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (১০) হযরত মারিয়া কিবতী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (১১) হযরত ছুফিয়া রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (১২) হযরত উম্মে হাবীবা কিবতী রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা, (১৩) হযরত মায়মুনা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।

নিম্নের দরূদ শরীফ (নাম করে) কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

الْحَضْرَةِ الْخَدِيْجَةِ الْكُبْرٰى رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যিদিল মুরসালীনা ওয়া আলা উম্মিল মু'মিনীনাল হাদ্বারাতিল খাদিজাতিল কুবরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি রসূল ﷺ গণের সাইয়্যিদ, সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-উনার উপর খাছ রহমত নাযিল করুন।" এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল উম্মুল মুমিনিনের নাম পৃথক পৃথক ভাবে "হাদারাত খাদিজাতিল কুবরা" স্থানে উল্লেখ করে সবক আদায় করতে হবে।

নিসবতে জামীয়ার ফয়েয

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার জাতে পাক যা মুসতাজমিয়ে জামীয়ে নিসবত হচ্ছে, উহার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত নিসবতের জামীয়ার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّسْتَجْمِعِ جَمِيْعِ النِّسْبَةِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ:- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম মুসতাজমিয়ে জামীয়িন নিসবাতি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! সকল নিসবত বা সম্পর্কের অধিকারী সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর খাছ রহমত ও সালাম নাযিল করুন।"

নিসবতে জামীয়া অর্থ সমস্ত নবী , ওলী ও ফেরেশতা عليهم السلام গণের সাথে আল্লাহ পাক —উনার সঙ্গে পৃথক পৃথক যে নিসবত আছে, ঐ নিসবতগুলোর সবই হুযূর পাক ﷺ উনার মধ্যে নিহিত আছে। এ মুরাক্বাবায় ঐ সকল নিসবতে ফয়েয আরজু করতে থাকবে।

হাক্বীক্বতে হুব্বে মুমতাজিযার মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতি জাতে (বাহত) পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতি জাতে (বাহত) পাক হতে হাক্বীক্বতে হুব্বে মুমতাজিযার ফয়েয আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়ায় আসুক ইয়াআল্লাহ। (মুমতাজিযা অর্থ মিশ্রিত)

এ মুরাক্বাবায় আল্লাহ পাক ও হুযূর পাক ﷺ উনার মিশ্রিত হুব্বে ফয়েয এক সাথে আসতে থাকে।

মিরয়াতের মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় হুযূর পাক ﷺ উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে, যিনি মিরয়াত হচ্ছেন, উক্ত মিরায়াতের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ মুরাক্বাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে ১০১ বার পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مِرْاٰةِ اللّٰهِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :- আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহম্মাদিম মিরয়াতিল্লাহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম।

অর্থ:- "আয় আল্লাহ পাক! আপনি আল্লাহ পাক-উনার দর্পন সাইয়্যিদিনা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর খাছ রহমত ও সালাম নাযিল করুন।"

ফানা ফিত্ তাজাল্লার মুরাক্বাবা

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় আল্লাহ তায়ালার কুদরতি জাতে পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক হতে ফানা ফিত্ তাজাল্লার ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

কুরআন শরীফের পবিত্র সূরা বা আয়াত শরীফের মুরাক্বাবা

কুরআন শরীফের যতগুলো পবিত্র সূরা বা আয়াত শরীফ আছে, ততগুলো মুরাক্বাবা আছে। তবে প্রত্যেকটির হাক্বীক্বত আলাদা। নিম্নেবর্ণিত নিয়মে নিয়ত করতে হবে।

পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামূখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত: আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় অমুক পবিত্র সূরা বা আয়াত শরীফের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। উক্ত পবিত্র সূরা বা আয়াত শরীফের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

এ তরীক্বায় নিম্নের আয়াত শরীফসমূহ খাছভাবে মুরাক্বাবা করতে হয়। পূর্বোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী ছওয়াব রেসানী করে, ক্বিবলামুখী হয়ে, নামাযে বসার ন্যায় বসে, চক্ষু বন্ধ করে, ক্বলব লতিফার দিকে খেয়াল করে এভাবে নিয়ত করবে-

নিয়ত :- আমি আমার ক্বলব লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছি। আমার ক্বলব লতিফা আমার প্রিয় ও সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা-উনার ক্বলব লতিফা মুবারকের উছীলায় وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

অর্থ:- "তিনি (আল্লাহ্ পাক) তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন।" (পবিত্র সুরা হাদীদ/আয়াত শরীফ-৪)

এ আয়াত শরীফের দিকে মুতাওয়াজ্জেহ আছে। নকশবন্দিয়া-ই-মুজাদ্দিদিয়া তরীক্বার নিসবত অনুযায়ী এ আয়াত শরীফের ফয়েয আমার ক্বলব লতিফায় আসুক ইয়াআল্লাহ।

মুরাক্বাবা হালতে উক্ত আয়াত শরীফ মাঝে মাঝে পড়বে এবং উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে থাকবে। আল্লাহ পাক কুদরতি ভাবে সকল সময় সাথে আছেন, এ হাল যখন বান্দা সকল সময় অনুভব করবে, তখন সেই বান্দার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ বা কোন কর্তব্য কাজে অবহেলা হতে পারেনা।

উপরে বর্ণিত নিয়মে নীচের আয়াত শরীফসমূহেরও মুরাক্বাবা করবে। শুধুমাত্র নিয়তের ভিতর আয়াত শরীফ সমূহ পরিবর্তন হবে।

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ-

অর্থ:- "অত;পর তোমরা আমাকে (আল্লাহ পাককে) স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।" (পবিত্র সুরা বাক্বারা/আয়াত-১৫২)

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

অর্থ:-"যে দিকেই তোমরা মুখ ফেরাও, সে দিকেই আল্লাহ্ পাক-উনার আযমত ও কুদরত (মহিমা ও প্রতাপ) বিদ্যমান।" (পবিত্র সুরা বাক্বারা/আয়াত শরীফ-১১৫)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থ :- "যমীনের উপর যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মহা প্রতাপশালী ও গৌরবান্বিত পরওয়ারদিগারের কুদরতি জাত পাক অবশিষ্ট থাকবে।" (পবিত্র সুরা আর রহমান/আয়াত শরীফ-২৬,২৭)

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.

অর্থ :- "এবং আমি (আল্লাহ পাক) মানুযের (ঘাড়ের) জীবন রগ তথা শাহরগ অপেক্ষাও অধিক নিকটে।" (পবিত্র সুরা ক্বাফ/আয়াত শরীফ-১৬)

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ.

এই আয়াত শরীফের মুরাকাবা করার সময় নিচের আয়াত শরীফের খেয়াল করবে

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ

অর্থ :- "আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তু পরিবেষ্টন (ঘেরাও) করে আছেন।" (পবিত্র সুরা হা-মীম সিজদা/আয়াত শরীফ-৫৪)

اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی

অর্থ :- "সে (মানুষ) কি জানেনা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কুদরতিভাবে দেখছেন।" (পবিত্র সুরা আলাক্ব/আয়াত শরীফ-১৪)

اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ

অর্থ :- "অবশ্যই আমার পরওয়ারদিগার আমার সঙ্গে আছেন, শীঘ্রই তিনি আমাকে সুপথ দেখাবেন।" (পবিত্র সুরা শুয়ারা/আয়াত শরীফ-৬২)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ.

অর্থ :- "আমি (আল্লাহ পাক) আপনাকে (হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ) সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (পবিত্র সুরা আম্বিয়া/আয়াত শরীফ-১০৭)

لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এ আয়াত শরীফের মুরাক্বাবা করার সময় নিম্নোক্ত কালাউনার খেয়াল করবে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ :- "আল্লাহ পাক-উনার সাহায্য ব্যতীত গুণাহ থেকে বেঁচে থাকার ও নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই।" (পবিত্র সুরা কাহফ/আয়াত শরীফ-৩৯)

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ.

অর্থ :- "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই জাহির এবং তিনিই বাতিন।" (পবিত্র সুরা হাদীদ/আয়াত শরীফ-৩)

اَیْنَ مَا تَكُوْنُوْا یُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ.

অর্থ :- "তোমরা যেখানেই থাকনা কেন, মউত তোমাদিগকে ধরে ফেলবে।" (পবিত্র সুরা নিসা/আয়াত শরীফ-৭৮)

এ ছাড়াও প্রতিটি আয়াত শরীফের আলাদা আলাদা মুরাক্বাবা রয়েছে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

আল্লাহপাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোন বারাবারি নেই" (বাকারা ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (ইমরান ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চেয়েও জঘন্য অপরাধ" (বাকারা ১৯১ এবং ২১৭) আল্লাহপাকের এমন হুশিয়ারির পরেও আওলাদে রসূল ও সমস্ত নবী রসূল عليهم السلام গণ, এবং সাহাবায়েকেরাম رضي الله عنهم গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যাবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা লিফলেট ও বই- প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগা ভাগি ও ফেৎনা সৃষ্টিকারী বগুড়া জামিল, হাটহাজারী ও কারবালা মাদ্‌রাসার চর্মনাই, তাবলিগী, হেফাজতী ও আমিনী পন্থি কওমি এবং ওহাবী মৌলভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং এর জাওয়াব দেওয়ার অধিকার নিয়ে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন : ইসলামের দোহাই দিয়ে গণতন্ত্র করা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে শ্রমিক মজুরদের পেটে লাথি মেরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, লংমার্চ করা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি ও খেলা দেখা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রাম পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারনের ইজ্জত নষ্ট করা, আমিনী কৃর্তক দশ মিনিটে সারা দেশ অচল করে দেবে বলা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগন ভুল করেছেন বলা, ছাহাবীগন মুর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌলভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং উহাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি মন্দিরের মত টুপি, লাল ওড়না ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নত বলে প্রচার করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্কানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমান করা এবং ডক্টর আশরাফ সিদ্দীকির কোন আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন বাহাছে বসে। তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে ড. আশরাফ সিদ্দীকির পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষনা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত" অকাট্য দলীল সাপেক্ষে-"সাহাবায়েকেরাম رضي الله عنهم গণের যুগে মিলাদ"

নামক বইটি এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।" হক্ব কথা প্রচার উত্তম জিহাদ"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" (ছহীহ্ হাদীস শরীফ)

লেখক ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছির, আলহাজ্ব-ড. মুফ্তী মুহম্মদ ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকি- ট্রিপল টাইটেল, বিএ অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড) এম এ (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), খতিব-মস্‌জিদে কু'বা- বগুড়া, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-শেখ পাড়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা, সাবগ্রাম, বগুড়া (×), কেন্দ্রীয় সভাপতি (১) মুফতী বোর্ড, খেলাফত কায়েম গবেষনা কেন্দ্র ঢাকা- মহানগরী, (২) নবী, সাহাবী ও আলীদের মত-পথ প্রচার প্রসার কমিটি, (৩) ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি (৪) কুরআন-সুন্নাহ সংস্থা (৫) ইসলামের ছদ্দবেশে হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বিদা পোষন ও প্রচারকারীমুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি (৬) মহান আল্লাহ্ পাক উনার হক্ব অলীদের আদর্শ প্রকাশ ও উজ্জীবন কমিটি, বাংলাদেশ এবং সকল হক্কানী ওলীদের দরবার তথা ফুরফুরা, মেদিনিপুর, বশিরহাট, শর্ষিণা, আমশহর, ঠেঙ্গামারা, ঠনঠনিয়া এবং আওলাদে রসুল উনার, করটিয়া আহমদাবাদ সুন্নতি হক্ব দরবার শরীফ সহ মসজিদে কু'বার সকল মুসল্লিগন ও লক্ষ্য লক্ষ্য ভক্তদের পক্ষে ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

(প্রাপ্তিস্থান : মসজিদে কু'বা ছয়তলা সরকারী বীমা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে, ২২ তলা ডেল্টা টাওয়ারের উত্তর পার্শ্বে গোরস্তান, কলেজ রোড, বগুড়া। সহ সকল অভিজাত লাইব্রেরী ও সকল হক অলি আওলীয়ার দরবার) তাদের লিফলেটে তারা আরেকটি মিথ্যার প্রমান দেখিয়েছে যে, ড. আশরাফ সিদ্দিকী বাহাছ করার জন্য বসে না। উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসে বসতে সদা প্রস্তুত যা আমাদের লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে বারবারই পেশ করা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে তারা এখানে সেখানে শুধু মিথ্যাই বলেছে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ তো দূরের কথা মোবাইলেও একটিবারও তাদের কেউই বাহাসে বসার প্রস্তাবটুকুও দিতে সাহস পায় নাই।

বাহাছের প্রাথমিক শর্তসমূহ ঃ ১। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ নিজ হাতে তাদের পেশার নাম, ঠিকানাসহ নিজ হাতে সহি করবে। বাহাছের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনের দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট এক লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

২। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষ প্রশাসনের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারন দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাছ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনাহ মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৩। ঢাকা শহরের প্রান কেন্দ্রে অথবা প্রতি জিলা শহরের প্রান কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাছ হতে হবে। (কেননা মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, থানা রুমে অথবা অন্য কোন সংকুচিত পরিসরে বাহাছে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালায়। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমান রয়েছে)

৪। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করতঃ বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের মত পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

৫। বাহাছ কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। বাহাছের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতিত কোন তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলিলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমানিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বিচারকের প্রয়োজন বোধ করলে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে, উভয় পক্ষ হতে একজন করে অথবা দুইজন করে আলেম বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন।

৬। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাছের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাছের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে।

৭। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোর ও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষথেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ দেয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার দুই ও তেইশ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহপাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্পাকের কুদরত ব্যতিত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন- সুন্নাহ সম্মত প্রমান করা। কারন তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলভীদের মিথ্যা অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত ও জরিপ শেষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও সচীবালয়ের প্রতিবেদন : ইসলামের দোহাই দিয়ে ফেৎনাবাজ জঙ্গিপনা সন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ ও প্রশংসার দাবিদার ড. আশরাফ সিদ্দিকী এবং তাঁর অনুসারিরা কোনক্রমেই সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও

ফেৎনাবাজ নয়। উনাদের সুন্নতী মসজিদগুলো অথবা তাঁর অনুসারিদের বিরুদ্ধে কেউ নাশকতা চালালে বা হুমকি দিলে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত ও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে", স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সচীবালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (দৈনিক আল ইহসান সহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকার দ্র;)

মসজিদে কু'বার বেজুলেশন ও উহার খতীব ও মুসুল্লীদের জান-মালের হুমকি দাতাদের লিষ্ট প্রেরন : মসজিদে কু'বাসহ অসংখ্য মসজিদে এই মর্মে রেজুলেশন করা হয়েছে যে, একমাত্র নামাজ আদায় ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক/ অরাজনৈতিক দলের দলীয় কাজ অথবা ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কেউ অত্র মসজিদে আসলে তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমানিত হবেন এবং অত্র মসজিদ কমিটির সম্মানিত সভাপতি ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দিকী তাদেরকে আইন শৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে তৎক্ষনাৎ আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। আর কওমী ওহাবী, তাবলিগী জামাতি, ও চর্মনাই তথা হেফাজতী সমর্থক কোন্ কোন্ মৌলভী দ্বারা ড. মুফতি আশরাফ সিদ্দিকী অথবা মসজিদে কু'বার মুছল্লী তথা উনার অনুসারীদের জান-মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে আমাদের কোন মাহফিলে তাদের মধ্যে কারা ফাসাদ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করতে পারে তাদের নামের লিষ্ট এবং মসজিদ কমিটির রেজুলেশন কপি মন্ত্রনালয়, সচিবালয় সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকটে জমা দেয়া হয়েছে।

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহওয়ালা তৈরীর লক্ষে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহপাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" (সুরা বাক্বারা ৪২) "তোমাদের জন্য দ্বীন পুর্ন করে দিলাম" (সুরা মায়িদা ৩) "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরন করলে উহা কবুল হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" (সুরা ইমরান ৮৫) "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরন করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" (আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব) "মুমিনগন জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" (সূরা নূর ৫৫) অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোন অমুসলিমের নিয়ম নীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গহণ করা কোন ক্রমেই জায়েয নেই। "ইসলামী শরীয়তের কোন হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্বানী অলী আওলীয়াও আওলাদে রসূল উনাদের নেক ছোহবতে এসে সারা জগতে ছহীহ ভাবে খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ চেষ্টা করি। আল্লাহপাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।

শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা ওহাবী, খারিজী,কওমী, দেওবন্দী, তাবলীগী, চর্মনাইদেরকে আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, দৈনিক আল ইহছান সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা, আমার লিখিত কিতাব পত্র ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাছের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে,-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে দেখাও আলহাজ্ব ড. মুফতী আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দীকির কোন আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পার, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাক বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে ছু তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গিদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল, আক্বীদা হিফাযতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনদিন শোন নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ঠ (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। -মুসলিম, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।

বইটি পেতে যোগাযোগ করুন
সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফ ও সুন্নতি গবেষণা কেন্দ্র, মসজিদে কু'বা
কলেজ রোড, বগুড়া।
মোবাইল ঃ ০১৭৩৯-৮৭২১৮৪, ০১৭৩৭-৭১৯৫০২, ০১৭৫০-৬৮১৬৯২
web : www. daalis.com

ফিতনাবাজদের দাঁতভাঙ্গা জবাব ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র অসংখ্য অকাট্য দলীলসহ লেখকের চ্যালেঞ্জ ভিত্তিক অন্যান্য প্রকাশিতব্য কিতাবসমূহ

হক্ব অলী আউলিয়া তথা হানাফীদের আমল আক্বীদাসমূহ পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদিস শরীফ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। বিরোধীতাকারীরা কুরআন সুন্নাহ্ অস্বীকারকারী বাতিল ফিরকাহ্

১ম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নতী সহীহ্ নামায শিক্ষা ও মহিলা-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল। (খুত্‌বাহ্‌সহ)

২য় খন্ড- হাত তুলে মুনাজাত (অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা)

৩য় খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে দিনরাত তথা ২৪ ঘণ্টার সুন্নতী জীবন। এক একটি সুন্নত একশত শহীদের মর্যাদা।

৪র্থ খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মিলাদ কিয়াম শরীফের বিধান এবং সাদা গুটলিওয়ালা কোনাবন্ধ জামা, মাযার শরীফ জিয়ারত, খুৎবাতে লাঠি ব্যবহার ও পাগড়ী পড়া সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৫ম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে পবিত্র শব-ই-বরাতের আমল, আঙ্গুলী দ্বারা চোখে চুম্বন এবং তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকাত সুন্নত হিসেবে একশত শহীদের মর্যাদা।

৬ষ্ঠ খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে নূরে মুজাস্‌সম, হাজীর-নাযীর ও ইলমে গইবের বিরোধীতাকারী প্রকারান্তরে আখেরী রসুল হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনাকে অস্বীকারকারী বাতিল ফিরক্বাহ।

৭ম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে মাযহাব মানা, হক্ব অলীর কাছে বায়আত হওয়া ও পর্দা করা কুরআন সুন্নাহের আদেশ হিসেবে ফরজ।

৮ম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ইসলামের নামে গণতন্ত্র, ছবি, ভিডিও এবং টিভি- কুরআন সুন্নাহের নিষেধ হিসেবে হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে দাওয়াত ভিত্তিক সত্যিকার কুরআন সুন্নাহের খেলাফত কায়েমের প্রচেষ্টা করা প্রতিটি মু'মিনের জন্য ফরজ।

৯ম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে ছয় উসুলী তাবলীগ করা ও মহিলাদের জামায়াতে নামাজ পড়া কুরআন সুন্নাহর নিষেধ হিসেবে বাতিল ফিরকাহ্'র আমল।

১০ম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে আম্বিয়া আলাইহিমুস সাল্লাম মা'ছুম তথা নিষ্পাপ এবং উনাদের আশ্চর্যজনক জীবনকাহিনী ও মু'জেযা।

১১তম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে সাহাবায়েকেরাম রদ্বিআল্লাহু আনহু ও হক্ব আউলিয়ায়েকেরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) গণের আশ্চর্যজনক জীবনকাহিনী ও কারামত

১২তম খন্ড- অকাট্য দলিল সাপেক্ষে বারো চাঁদের ফজিলতপূর্ণ দিন-রাত এবং সুন্নতী খুৎবাহ (অর্থসহ)

১৩তম খন্ড- অল্প সময়ে সুন্নতের আলোকে পবিত্র কুরআন শিক্ষার ফজিলত ও নিয়ম (কায়েদা) এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ভিত্তিক কিতাবসমূহ।

১৫তম খন্ড- পবিত্র কুরআন শরীফের সুন্নতের আলোকে সঠিক অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর-

তাফসীর-এ আশরাফ সিদ্দীকি ৩০ খন্ড

হক্ব ইসলামের প্রচারের স্বার্থে

pdf টি বেশি বেশি শেয়ার করুন।

Pdf তৈরিতে-

মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম

এডমিন | হক্বের দাওয়াত